বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ বর্ষ-৩ সংখ্যা-০২ ॥ ১৭ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ৪ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা ॥ ১৮ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

প্রশাসন বিএনপির পক্ষে কাজ করছে এ অবস্থায় নির্বাচন সম্ভব নয়: নাহিদ

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, বর্তমান প্রশাসন বিএনপির পক্ষে কাজ করছে। মাঠ প্রশাসন নিরপেক্ষ আচরণ করছে না। এ ধরনের প্রশাসনের অধীনে নির্বাচন করা সম্ভব নয়। ঢাকায় সফররত মার্কিন কূটনীতিকদের সঙ্গে বুধবার (১৬ এপ্রিল) বিকেলে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন তিনি।

আগামী রমজানের আগে নির্বাচন চায় জামায়াত

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী রমজানের আগেই বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন দেখতে চায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। বুধবার (১৬ এপ্রিল) মার্কিন প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের এ কথা জানান দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমান। এদিন দুপুরে গুলশানে মার্কিন প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকে বসেন জামায়াত আমির।

চিত্রশিল্পীর বাড়ি আগুন, হামলাকারীদের ধরতে কাজ করছে পুলিশ: উপদেষ্টা ফারুকী

স্টাফ রিপোর্টার : মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার গড়পাড়া বাজার এলাকায় চিত্রশিল্পী মানবেন্দ্র ঘোষের বাড়িতে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) রাতের কোনো একসময় দুর্বৃত্তরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে দাবি করেছে মানবেন্দ্রের পরিবার। আগুনে তার একটি ঘর পুড়ে গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, পয়লা বৈশাখে ঢাকায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসি-নার মুখাকৃতি বানানোর অভিযোগে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে।

২ জুন বাজেট পেশ করবে অন্তর্বর্তী সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য সম্ভাব্য ৭ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকার বাজেট পেশ করবে ২ জুন (সোমবার)। জুন মাসের কোনো বৃহস্পতিবার বাজেট ঘোষণার রেওয়াজ থাকলেও এবার এর ব্যতিক্রম হচ্ছে। সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত আর্থিক, মুদ্রা ও বিনিময় হারসংক্রান্ত সমন্বয় কাউন্সিল ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটির বৈঠকে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সূত্রে জানা গেছে, ঈদুল আজহার ছুটি শুরু হওয়ার আগেই বাজেট ঘোষণা করা হবে। বাজেট ঘোষণার পরদিন বাজেট-উত্তর সংবাদ সম্মেলনও করবেন অর্থ উপদেষ্টা। জাতীয় সংসদ না থাকায় অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ আগামী বাজেট উপস্থাপন করবেন টেলিভিশনের পর্দায়। রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে এ বাজেট ঘোষণা করা হবে। চলতি (২০২৪-২৫) অর্থবছরের মূল বাজেটের আকার ৭ লাখ ৯৭ হাজার কোটি টাকা। সে হিসাবে চলতি অর্থবছরের তুলনায় আগামী

২-এর পাতায় দেখুন

ট্রাম্প প্রশাসনের দুই কূটনীতিক ঢাকায়

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকায় এসেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি নিকোল অ্যান চুলিক ও পূর্ব এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয়বিষয়ক ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অ্যান্ড্রু আর হেরাপ। ডোনাল্ড ট্রাম্প সরকার গঠনের পর তার প্রশাসনের কোনো প্রতিনিধির এটাই প্রথম ঢাকা সফর। ট্রাম্প প্রশাসনের এই দুই কর্মকর্তা আলাদা ফ্লাইটে ঢাকায় পৌঁছেছেন। এর মধ্যে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি নিকোল অ্যান চুলিক গতকাল মঙ্গলবারই (১৫ এপ্রিল) ঢাকায় আসেন। আর পূর্ব এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয়বিষয়ক ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অ্যান্ড্রু আর হেরাপ ঢাকায় এসেছেন বুধবার সকালে। জানা গেছে, ঢাকা সফরকালে তারা বাংলাদেশ সরকারের সংস্কার ও রোহিঙ্গা

২-এর পাতায় দেখুন

জুনের মধ্যে ডাকসু নির্বাচনের দাবি ছাত্র অধিকার পরিষদের

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী জুনের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন চায় বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদ। না হলে রাজপথে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে সংগঠনটি। গতকাল বুধবার দুপুর ১২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সামনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান ছাত্র অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি বিন ইয়ামিন মোল্লা। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের একটি অন্যতম অঙ্গিকার ছিল, ডাকসু নির্বাচনের পাশাপাশি দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদ নির্বাচন দেওয়া। কিন্তু বর্তমানে একটি নিদিষ্ট গোষ্ঠীর প্রভাবে ডাকসু নির্বাচন না দেওয়ার পায়তারা চলছে। অতীতের ক্ষমতাকেন্দ্রিক, পেশিশক্তি ও কালোটাকার

২-এর পাতায় দেখুন

বিটিআরসির কাছে লাইসেন্সের জন্য স্টারলিংকের আবেদন

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্বের অন্যতম ধনকুবের ইলন মাস্কের কোম্পানি স্টারলিংক বাংলাদেশে স্যাটেলাইটভিত্তিক ইন্টারনেট সেবা দ্রুত চালুর লক্ষ্যে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) কাছে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেছে। বিটিআরসি চেয়ারম্যান মো. এমদাদ উল বারী বলেন, তারা গত সপ্তাহেই আবেদন করেছে। যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই তাদের লাইসেন্স দেওয়া হবে। এর আগে, গত ২৯ মার্চ স্টারলিংক বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরুর জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) অনুমোদন পায়। স্টারলিংককে এখন কেবল দেশের ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি থেকে অনুমোদন নিতে হবে। অনুমোদন

২-এর পাতায় দেখুন

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে বুধবার ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মহাসচিব ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন। -পিআইডি

নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ইস্যুতে ড. ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকে বিএনপি

স্টাফ রিপোর্টার : আসন্ন ত্রয়োদশ নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ প্রকাশ ইস্যুতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকে বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতারা। মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে তাদের ৮ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রবেশ করেছেন। বুধবার (১৬ এপ্রিল) দুপুর ১২টার দিকে বৈঠকটি শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান। প্রতিনিধি দলের অন্যদের মধ্যে রয়েছেন স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার, মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমেদ, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু এবং মেজর অব. হাফিজ উদ্দিন আহমেদ। এর আগে, ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচনি রোডম্যাপ ঘোষণার বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে বিএনপি সময় চেয়েছে বলে জানান দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, বিভিন্ন

২-এর পাতায় দেখুন

ডিসেম্বরে নির্বাচন না হলে পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাবে: মির্জা ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার : বৈঠকের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ দেননি জানিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বুধবার (১৬ এপ্রিল) প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে পৌনে দুই ঘণ্টা বৈঠক শেষে বেরিয়ে সাংবাদিকদের সামনে এ অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। মির্জা ফখরুল বলেন, বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ জানাননি। তিনি ডিসেম্বর থেকে জুন মাসের মধ্যে নির্বাচনের কথা বলেছেন। আমরা বলেছি, ডিসেম্বর নির্বাচনের কাট অফ সময়। তিনি বলেন, আমরা একেবারেই সন্তুষ্ট নই। আমরা পরিষ্কার করে বলেছি, ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন না হলে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাবে। এ ব্যাপারে দলের পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে বিএনপি মহাসচিব বলেন, এ ব্যাপারে আমরা

২-এর পাতায় দেখুন

খুলনায় চলন্ত ট্রেন আটকে দিল পলিটেকনিকের শিক্ষার্থীরা

স্টাফ রিপোর্টার : ছয় দফা দাবিতে চলন্ত ট্রেন আটকে দিয়ে বিক্ষোভ করেছেন খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শত শত শিক্ষার্থী। গতকাল বুধবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা ১০ মিনিট পর্যন্ত খুলনা জংশন স্টেশন এলাকায় চিলাহাটিগামী রূপসা এক্সপ্রেস ট্রেনটি আটকে দেয় তারা। কারিগরি ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে খুলনার বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা এ আন্দোলনের অংশগ্রহণ করেন। প্রশাসনের আশ্বাসে তার ট্রেন লাইন অবরোধ ছেড়ে দেন। এদিকে শিক্ষার্থীরা ট্রেন আটকে দেওয়ায় খুলনা স্টেশন থেকে চিত্রা, রকেট, মহানন্দা

২-এর পাতায় দেখুন

শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরি রফিকুল আবরার বুধবার ঢাকায় আফতাব নগরে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মেডেল পরিয়ে দেন। -পিআইডি

নতুন দল নিয়ে আগস্ট-সেপ্টেম্বরে সংলাপে বসবে ইসি

স্টাফ রিপোর্টার : নতুন দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাদের নিয়েই সংলাপ করতে চয় নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগামী আগস্ট-সেপ্টেম্বরে সংলাপ আয়োজন করার কথা ভাবছে সংস্থাটি। গতকাল বুধবার নির্বাচন ভবনের নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার। তিনি বলেন, আগের বার ছয় মাসের মতো সময় লেগেছিল নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে। আমরা যেহেতু সরকার ঘোষিত ডিসেম্বর থেকে আগামী বছরের জুন মাসের মধ্যে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমাদের হাতে সময় কম। তাই তিন মাসের মধ্যে কার্যক্রম সম্পন্ন করার কথা ভাবছি। তবে এটা তাড়াহুড়ো নয়। আমরা বেশি কাজ করে বিষয়টি সম্পন্ন করব। এই নির্বাচন কমিশনার বলেন, আগামী আগস্ট-সেপ্টেম্বরে রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে

২-এর পাতায় দেখুন

দেশের ৩৫ সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে দুদকের অভিযান

স্টাফ রিপোর্টার : দলিল রেজিস্ট্রেশন, তল্লাশি ও নকল উত্তোলনসহ অন্যান্য কাজে সেবা প্রার্থীদের হয়রানি এবং ঘুষ দাবিসহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে দেশের ৩৫টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অভিযান পরিচালনা করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল বুধবার দুদকের বিভিন্ন অফিস থেকে এনফোর্সমেন্ট টিম ওই অভিযান পরিচালনা করছে বলে জানা গেছে। সংস্থাটির জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। যেসব অফিসে অভিযান পরিচালিত হচ্ছে সেগুলো হলোড় মোরেলগঞ্জ উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়, বরিশাল সদর সাব-রেজিস্ট্রারের অফিস, বগুড়া জেলার কাহালু উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রারের অফিস, লক্ষীপুর জেলার রায়পুর উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রারের অফিস, কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রারের অফিস, চট্টগ্রাম জেলা রেজিস্ট্রারের অফিস, চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রারের অফিস, কুমিল্লা জেলার লাঙ্গলকোট উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রারের অফিস, ঢাকার আশুলিয়া ও মিরপুর সাব-রেজিস্ট্রারের অফিস, দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রারের অফিস, ফরিদপুর জেলার চরভদ্রাসন উপজেলা, গাজীপুর জেলার সদর উপজেলা, গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলা, হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলা, যশোর সদর উপজেলা, ঝিনাইদহ সদর উপজেলা, খুলনা জেলা ও খুলনা সদর উপজেলা, কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলা, কুড়িগ্রাম জেলা, কুষ্টিয়া সদর

২-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে দেশটির জনগণ: যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ট্যামি ব্রুস। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) ওয়াশিংটন ডিসিতে ওই সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নানা ধরনের ইস্যু নিয়ে তাকে প্রশ্ন করা হয়। বাংলাদেশে ইসলামি চরমপন্থার উত্থান ঘটেছে বলে অভিযোগ তুলে এক সাংবাদিক বলেন, দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসও দুই সপ্তাহ আগে বাংলাদেশে ইসলামপন্থি চরমপন্থার উত্থানের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

২-এর পাতায় দেখুন

পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে বাহারাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ফোনালাপ

স্টাফ রিপোর্টার : বাহরাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আব্দুল লতিফ বিন রাশিদ আল-জায়ানি এবং বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোনালাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) এই টেলিফোনালাপে দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার বিষয়ে আলোচনা হয়। উভয় পক্ষ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার এবং সম্পর্কের নতুন দিগন্ত উন্মোচনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে চলমান বিভিন্ন বিষয়সহ পারস্পরিক উদ্বেগের প্রসঙ্গগুলো নিয়েও

২-এর পাতায় দেখুন

দ্রুতই বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয়: প্রধান বিচারপতি

স্টাফ রিপোর্টার : শক্তিশালী বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠায় শিগগিরই বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় বাস্তবায়ন হবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ। গতকাল বুধবার সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্টার্স ফোরাম (এসআরএফ) কার্যালয় পরিদর্শনকালে প্রধান বিচারপতি এ মন্তব্য করেন। এসময় প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টে চলমান উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন। এক পর্যায়ে প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্টার্স ফোরাম কার্যালয়ে আসেন। প্রধান বিচারপতিকে স্বাগত জানান এসআরএফের সভাপতি মাসউদুর রহমান,

২-এর পাতায় দেখুন

যে যাই বলুক, জুনের পরে নির্বাচন যাবে না: আইন উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : যে যাই বলুক, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জুনের মধ্যেই নির্বাচন হবে বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। বুধবার (১৬ এপ্রিল) দুপুরে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বিএনপির প্রতিনিধিদলের বৈঠক শেষে এক বিফ্রিংয়ে এ কথা জানান তিনি। বিএনপি ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন চেয়েছে জানিয়ে আসিফ নজরুল বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিসেম্বর থেকে জুনের মধ্যে যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। যে যাই বলুক, জুনের পরে নির্বাচন যাবে না। বৈঠকের ফলাফল প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, বিএনপি নেতাদের সঙ্গে খোলামেলা পরিবেশে কথা হয়েছে। সংস্কারের ব্যাপারে বিএনপি অত্যন্ত আন্তরিক। এরপর, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচারে বিলম্ব হচ্ছে কেন, এমন প্রশ্নের জবাবে আইন উপদেষ্টা বলেন, শেখ হাসিনার বিচারে বিলম্ব হচ্ছে না। ট্রাইব্যুনাল গঠন করে দ্রুত বিচার শুরু করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চলছে। বিচার শুরুর জন্য একাধিক ট্রাইব্যুনাল গঠন, বিচারপতি নিয়োগসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এদিকে, প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক শেষে বেরিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, আমরা একেবারেই সন্তুষ্ট নই। বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ জানাননি। তিনি ডিসেম্বর থেকে জুন মাসের মধ্যে নির্বাচনের কথা বলেছেন। আমরা বলেছি, ডিসেম্বর নির্বাচনের কাট অফ সময়। আমরা পরিষ্কার করে বলেছি, ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন না হলে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাবে।

ঢাকায় কালবৈশাখীর সঙ্গে বৃষ্টি, স্বস্তি নগরবাসীর

স্টাফ রিপোর্টার : বৈশাখের তৃতীয় দিন রাজধানী ঢাকায় কালবৈশাখী ঝড় ও বৃষ্টি হয়েছে। এতে খানিকটা স্বস্তি ফিরে এসেছে নগরবাসীর মাঝে। দুপুরের পর গরমের মধ্যে হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টিতে তাপমাত্রা অনেকটা কমে এসেছে। বুধবার (১৬ এপ্রিল) দুপুর ২টা ৪৫ মিনিট থেকে মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে যায় ঢাকার আকাশ। শুরু হয় ঝড়ো হাওয়া। দমকা বাতাসে সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়

২-এর পাতায় দেখুন

পুঁজিবাজারে সূচকের পতন কমেছে লেনদেন

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস বুধবার (১৬ এপ্রিল) সূচকের পতনের মধ্যে দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন ডিএসই ও সিএসইতে আগের কার্যদিবসের চেয়ে টাকার পরিমাণে লেনদেন কমেছে। দিন শেষে উভয় পুঁজিবাজারে লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দাম কমেছে। ডিএসই ও সিএসই সূত্র জানিয়েছে, দিন শেষে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ২৬.৩২ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৫ হাজার ১০৫ পয়েন্টে। ডিএসই শরিয়াহ সূচক ৭.২১ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ১৪৮

২-এর পাতায় দেখুন

লাখ লাখ ভূমি জরিপের মামলার জট নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ নেই

স্টাফ রিপোর্টার : সারা দেশে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালগুলোতে মামলা বিচারাধীন ছিল প্রায় চার লাখ। তার মধ্যে পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে প্রায় দেড় লাখ মামলা ঝুলছে। একই সঙ্গে ল্যান্ড সার্ভে আপিল ট্রাইব্যুনালগুলোতে সাড়ে আট হাজারেরও বেশি বিচারাধীন মামলা রয়েছে। তাছাড়া মামলা জটের খাতায় গত পাঁচ বছরে প্রায় ১ লাখ মামলা নতুন করে যোগ হয়েছে। আদালত সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, ভূমি জরিপের মামলার জট নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ নেই। বরং আটকে আছে ১৩টি নতুন ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল ও ৫৪টি স্বতন্ত্র আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠনের জন্য বিচারক ও সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ সৃজনের প্রস্তাব। তাতে দুর্ভোগ বিচারপ্রার্থীদেরই পোহাতে হচ্ছে। সূত্র জানায়, বিগত ১৯৮৪ সালে সারা দেশে বিআরএস জরিপ শুরু হয়। জরিপ শেষ হওয়ার পর নানা ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দেয়। অদক্ষ মাঠ কর্মকর্তা, কর্মচারীদের দুর্নীতি ও অবহেলায় ভুলে ভরা এসব ভূমি জরিপের খেসারত জমির মালিকদের গুনতে হচ্ছে। জরিপের পর্চা আর ম্যাপে হাজার হাজার ভুল। কারো জমি পর্চায় আছে তো ম্যাপে নেই, ম্যাপে আছে তো পর্চায় নেই। আবার ম্যাপে থাকলেও শত বছর ধরে যে চৌহদ্দিতে মালিক সম্পত্তি ভোগদখল করে আসছে সেভাবে নেই। এসব কারণে নানা রকমের বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমে ওসব বিরোধ নিস্পত্তির জন্য বিভিন্ন দেওয়ানি আদালতে মামলা হতো। তারপর সরকার ২০১২ সালে সারা দেশে ৪২টি ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করে। বর্তমানে দেশে ৫৮টি স্বতন্ত্র ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল রয়েছে। তবে আইনে আপিল ট্রাইব্যুনালের কথা বলা থাকলেও দেশে একটিও স্বতন্ত্র ল্যান্ড সার্ভে আপিল ট্রাইব্যুনাল নেই। যদিও ২০২০ সালের অক্টোবরে হাই কোর্ট ৯০ দিনের মধ্যে ল্যান্ড সার্ভে আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠনের নির্দেশ দেয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনটি সর্বশেষ ২০২৩ সালে সংশোধন করে। আইন সংশোধনের আগে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে হাই কোর্টে রিট করতে হতো। আইন সংশোধন করে জেলা জজ পদমর্যাদার বিচারকদের আপিল ট্রাইব্যুনালের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব দেয়ার সুযোগ রেখে আইন সংশোধন করা হয়। সূত্র আরো জানায়, বিগত ২০২৩ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনের পর ৫৪টি স্বতন্ত্র ল্যান্ড সার্ভে আপিল ট্রাইব্যুনাল স্থাপনের জন্য বিচারক ও সহায়ক জনবলের পদ সৃষ্টির প্রস্তাব আইন মন্ত্রণালয় থেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। কিন্তু জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় মাত্র ২৬ জন জেলা জজসহ সহায়ক কর্মচারীর পদ সৃষ্টির প্রস্তাব অনুমোদন করে। এখন ওই প্রস্তাব অর্থ বিভাগে আটকে আছে। এদিকে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের একজন সাবেক বিচারক জানান, ভূমি জরিপের মামলাগুলোতে সরাসরি সাধারণ মানুষের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এসব মামলা নিয়ে মানুষের আগ্রহ বেশি। বর্তমানে জেলা জজরা অন্য মামলার পাশাপাশি ল্যান্ড সার্ভে আপিল ট্রাইব্যুনালের

২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ ১৭ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ৪ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা

বাংলাদেশ সুতা আমদানি বন্ধ করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ভারতের চাষিরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারত থেকে সুতা আমদানি বন্ধ করেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। এ সংক্রান্ত এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বাংলাদেশের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। এর ফলে ক্ষতির সম্মুখীন হবে পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের তুলা চাষিরা। ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১২ লাখ ১৫ হাজার টন সুতা আমদানি করা হয়। গত বছর এই আমদানির পরিমাণ ছিল প্রায় ৩০০ কোটি ডলার। বাংলাদেশে চাহিদা অনুযায়ী প্রায় ৯৫ শতাংশ সুতা ভারত থেকে আমদানি করা হয়। আর এই সুতা তৈরি হয় কার্পাস তুলা দিয়ে। এই তুলার বেশিরভাগই আসে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। স্থানীয় পোশাক রপ্তানিকারক গৌরাঙ্গ চন্দ্র মজুমদার বলেন, বাংলাদেশের পোশাকের চাহিদা পশ্চিমা বাজারে বেশি থাকায় ভারত থেকে সুতা আমদানি করেছে বাংলাদেশ। ফলে বাংলাদেশের পোশাক প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলো সুতা কেনার জন্য সময় মতো রপ্তানি চালান সরবরাহ করতে ভারত থেকে সুতা আমদানির দিকে ঝুঁকেছিল। শিল্পের কাঁচামাল রপ্তানির জন্য ভারতের একটি বড় বাজার বাংলাদেশ। গৌরাঙ্গ চন্দ্র মজুমদার আরও বলেন, বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে সুতা আমদানি করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার ফলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের চাষিদের। বেশিরভাগ তুলা চাষিরা তুলা চাষ করে সুতা তৈরি করার জন্য। আর সেই সুতা বাংলাদেশে রপ্তানি না হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন চাষিরা।

এবার তাদের বিকল্প কিছু ভাবতে হবে। গৌরাঙ্গ চন্দ্র মজুমদার আরও জানান, ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের অবনতির ফলে কাঁচামালের একটা বড় বাজার হারাবে ভারত। আর এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হাজারো মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়বে। আবার অন্য এক পোশাক প্রস্তুতকার কর্মকর্তা মানষ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, বাংলাদেশের গার্মেন্টসের সেক্টরে কাঁচামাল তথা সুতা ভারত থেকে পাঠানো হয়। কাঁচামাল অন্যান্য দেশ থেকে আনতে গেলে খরচ বেশি পড়বে বাংলাদেশের। ফলে প্রস্তুত হওয়া পোশাকের ও দাম অনেকাংশে বেড়ে যাবে। তাই দু'দেশের সম্পর্কে উন্নতি অবশ্যই থাকা উচিত। তাহলে দু'দেশের ব্যবসাই ভালো হবে। মানষ চক্রবর্তী আরও জানান, সুতার পাশাপাশি ভারত থেকে আরও বেশ কিছু পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বাংলাদেশ সরকার। এসব পণ্য বাংলাদেশে আমদানি বন্ধ হলে ক্ষতি হবে ভারতেরই।

পরীক্ষা শুরুর ২০ মিনিটের মধ্যে ফেসবুকে এসএসসির প্রশ্ন

স্টাফ রিপোর্টার : পরীক্ষা শুরুর ২০ মিনিটের পর সিরাজগঞ্জের চৌহালীতে এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ উঠেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোডের পর বিষয়টি ছড়িয়ে পড়লে বেকায়দায় পড়েছেন প্রশাসন। গত মঙ্গলবার 'আমাদের চৌহালী' নামের একটি ফেসবুক গ্রুপ থেকে ওই প্রশ্ন ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ার পর উপজেলা প্রশাসনের তৎপরতায় বেলা ১১টার দিকে গ্রুপ থেকে সেটি সরিয়ে নেওয়া হয়। আমাদের চৌহালী নামের ফেসবুক গ্রুপটির অ্যাডমিন মনিরুল ইসলাম চৌহালী উপজেলার খাসপুকুরিয়া এলাকার বাসিন্দা। তিনি বর্তমানে ঢাকায় একটি কোম্পানিতে কর্মরত আছেন। গত ১০ বছর ধরে গ্রুপটি তিনি পরিচালনা করে আসছেন। চৌহালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমাদের চৌহালী নামে ফেসবুক গ্রুপের অ্যাডমিন মনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে তথ্য-প্রযুক্তি আইনে ব্যবস্থা নিতে থানার ওসিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হলেও দ্রুত এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ায় পরীক্ষায় এর কোনও প্রভাব পড়েনি। চৌহালী থানার ওসি সাখাওয়াত হোসেন বলেন, বিষয়টির তদন্ত চলছে। তথ্য-প্রযুক্তি আইনে মামলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। আমাদের চৌহালী গ্রুপের অ্যাডমিন মনিরুল ইসলাম বলেন, সানজিদা নামে একজন সকাল ১০টা ২০ মিনিটে গ্রুপে এসএসসির ইংরেজি প্রথম পত্রের প্রশ্ন পোস্ট করেন। পরে তিনি নিজেই তার পোস্ট ডিলিট করে দেন। সানজিদা নামের আইডিটা কার তা এখনও জানতে পারিনি। আইডি ভুয়াও হতে পারে। তবে বিষয়টি বিব্রতকর। মাধ্যমিক ও

৭-এর পাতায় দেখুন

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে সরকার কাজ করছে : বশিরউদ্দীন

স্টাফ রিপোর্টার : বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে সরকার কাজ করছে। দুই দেশের মধ্যে যে বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে, তা দ্রুত কমার কোনো সুযোগ নেই। বুধবার (১৬ এপ্রিল) সচিবালয়ে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের চড়া শুল্ক আরোপের চ্যালেঞ্জ ও সরকারের করণীয় বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, এটি অবশ্যই দুশ্চিন্তার বিষয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একপেশে শুল্ক আরোপ করেছে। তবে তিন মাসের জন্য এই শুল্ক আরোপ স্থগিত রেখেছে। এই তিন মাসে বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে সরকার। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যকার বিশাল বাণিজ্যিক ঘাটতি দ্রুত কমার কোনো সুযোগ নেই জানিয়ে তিনি আরও বলেন, বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে সরকার কাজ করছে। অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং বাণিজ্যিক সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে এ সমস্যার সমাধান করা হবে। শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ট্যারিফ এবং নন-ট্যারিফ যে কাঠামো রয়েছে, তা যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনকে বুঝিয়ে বলার পাশাপাশি শুল্ক আরোপ নিয়ে দেশটির প্রকৃত মনোভাব জানার চেষ্টা করা হবে।

৭-এর পাতায় দেখুন

২০ কিশোর বাংলাদেশিকে মিয়ানমার থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার : পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মিয়ানমারে আটকে পড়া ২০ কিশোর বাংলাদেশি নাগরিককে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। গত মঙ্গলবার বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ 'বানৌজা সমুদ্র অভিযান'-এ করে তারা চট্টগ্রামের নৌবাহিনীর ঘাঁটি বানৌজা ঈসা খাঁ-এ অবতরণ করেন। ইয়াঙ্গুনের বাংলাদেশ দূতাবাস স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে তাদের সাক্ষাৎকার ও যাচাইকরণ প্রক্রিয়া পরিচালনা এবং ট্রাভেল পারমিট ইস্যুর কার্যক্রম পরিচালনা করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ইয়াঙ্গুন শহরের এমআইটিটি বন্দর থেকে এই ২০ জন বাংলাদেশি নাগরিককে নিয়ে গত ১৩ এপ্রিল বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ দেশে প্রত্যাবাসনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ফিরে আসা

৭-এর পাতায় দেখুন

দেশীয় প্রজাতির মাছ রক্ষা করে চাষকৃত মাছের উৎপাদন বাড়াতে হবে : মৎস্য উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, বিলুপ্তির পথে দেশীয় প্রজাতির মাছসহ সব ধরনের মাছ রক্ষায় কাজ করতে হবে। একইসঙ্গে সকল মানুষের আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে, সঠিক পদ্ধতিতে চাষকৃত মাছেরও উৎপাদন বাড়াতে হবে। গতকাল বুধবার মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার রাজধানীর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল অডিটোরিয়ামে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন 'সরকারি মৎস্য খামারসমূহের সক্ষমতা ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)' এর কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অবহিতকরণ- শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন। কর্মশালায় উপদেষ্টা কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, অনেকেই বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষ করতে গিয়ে অপরিকল্পিতভাবে কাজ করছে। তাদেরকে সচেতন ও প্রশিক্ষিত করতে মৎস্য কর্মকর্তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ফরিদা আখতার আরো বলেন, স্বাদ ও পুষ্টিগুণে দেশীয় প্রজাতির মাছ অনন্য। ছোটবড় প্রায় সব মানুষের কাছেই সুস্বাদু প্রাণিজ আমিষ হলো এই দেশীয় মাছ। এত প্রজাতির মাছ অন্য কোন দেশে নেই। প্রায় বিলুপ্তির পথে থাকা মাছগুলোকে আমাদেরই রক্ষা করতে হবে। মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবদুর রউফের সভাপতিত্বে আরো বক্তৃতা করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব (রুটিন দায়িত্ব) তোফাজ্জেল হোসেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সৈয়দা নওয়ারা জাহান। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিদ্যমান সরকারি মৎস্য খামার সমূহের সক্ষমতা ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (১ম পর্যায়) প্রকল্প পরিচালক মো. মশিউর রহমান। উল্লেখ্য, এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, সরকারি খামারগুলো উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২৮ সালের মধ্যে দেশে মাছের উৎপাদন ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি করা। এছাড়াও প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্য খামারে উন্নত মৎস্য প্রযুক্তি স্থাপন, উন্নত কৌলিতাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন প্রজননক্ষম মাছ সংরক্ষণ ও মৎস্য খামারে নিয়োজিত

৭-এর পাতায় দেখুন

জুলাই আন্দোলনের হত্যা মামলায় সাবেক এমপি নবী নেওয়াজ রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষমবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কেন্দ্রিক রাজধানীর রমনা এলাকায় গৃহপরিচারিকা লিজা আক্তারকে গুলি করে হত্যার অভিযোগে করা মামলায় ঝিনাইদহ-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়াম সদস্য নবী নেওয়াজকে (৫৯) পাঁচ দিনের রিমান্ডে পাঠানো হয়েছে। গতকাল বুধবার ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মিনহাজুর রহমান শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। এদিন তাকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তাকে সাত দিনের রিমান্ডে নিতে আবেদন করেন। আসামি পক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষের পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করেন। শুনানি শেষে বিচারক পাঁচ

৭-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ দেবে সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারের সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, দপ্তর, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে জরুরি কাজ সম্পাদনে সাময়িকভাবে দৈনিক ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া যাবে। যারা জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক এবং বয়স ১৮ থেকে ৫৮ বছরের মধ্যে, তারা দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগের সুযোগ পাবেন। জরুরি কাজ সম্পাদনে সাময়িকভাবে দৈনিক ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগের লক্ষ্যে 'দৈনিক ভিত্তিতে সাময়িক শ্রমিক নিয়োজিতকরণ নীতিমালা, ২০২৫' প্রণয়ন করেছে সরকার। মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) অর্থ সচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদারের স্বাক্ষরে এ নীতিমালা প্রকাশ করা হয়েছে। এ নীতিমালা অনুযায়ী, এক জন শ্রমিক মাসে সর্বোচ্চ ২২ দিন কাজের সুযোগ পাবেন। ১৮ থেকে ৫৮ বছর বয়সীরা কাজের সুযোগ পাবেন। বয়স প্রমাণে জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা জন্ম নিবন্ধন সনদ থাকতে হবে। নারী, পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গের মধ্যে কোনো বৈষম্য করা যাবে না। মজুরি দেওয়া হবে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস অথবা ব্যাংক হিসাবে। শ্রমিকের জন্য নিরাপদ ও নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা হবে। 'দৈনিক ভিত্তিতে সাময়িক শ্রমিক নিয়োজিতকরণ নীতিমালা, ২০২৫' অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং শুধু সাময়িক শ্রমিক নিয়োগ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা,

৭-এর পাতায় দেখুন

গাজা গণহত্যার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান বিএসপি চেয়ারম্যানের

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির চেয়ারম্যান ড. সৈয়দ সাইফুদ্দীন আহমদ আল হাসানী বলেছেন, 'গাজায় যা ঘটছে তা কোনও সংঘাত নয়, এটি একটি গণহত্যা'। তিনি এর বিরুদ্ধে বিশ্বের ১৮০ কোটি মুসলমানকে কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। সম্প্রতি তুরস্কে 'ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি অব সুফি স্কলার্স' আয়োজিত '১২তম আন্তর্জাতিক সুফি সম্মেলনে' দেওয়া ভাষণে তিনি এ আহ্বান জানান। গতকাল বুধবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে একথা জানায় তার দল বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি। 'ডিজিটাল প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার: নীতিমালা ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক বক্তব্যে সৈয়দ সাইফুদ্দীন আহমদ কোরআনের ভারসাম্যের নীতির ওপর গুরুত্বারোপ করে

৭-এর পাতায় দেখুন

সাতরাস্তায় ৬ দফা দাবিতে সড়ক অবরোধ পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের

স্টাফ রিপোর্টার : ছয় দাবিতে রাজধানীর সাতরাস্তায় সড়ক অবরোধ করেছেন পলিটেকনিকের শিক্ষার্থীরা। অবরোধে দেশের বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা অংশ নিয়েছেন। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোর আরও শিক্ষার্থী কর্মসূচিতে অংশ নিতে ওই এলাকায় জড়ো হচ্ছেন। বুধবার (১৬ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পলিটেকনিক শিক্ষার্থীরা তেজগাঁওয়ের সাতরাস্তাসহ তেজগাঁও ও শিল্পাঞ্চল এলাকার সড়ক অবরোধ করেন। শিক্ষার্থীদের এ অবরোধের কারণে সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। অবরোধের কারণে সৃষ্ট যানজট ইতোমধ্যে মহাখালী পর্যন্ত চলে গেছে। এতে সীমাহীন দুর্ভোগে পড়েছেন ওই সড়কে চলাচলকারী সাধারণ মানুষ। পরিস্থিতি বিবেচনায়, গন্তব্যে যেতে ডাইভারশন ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে গুলশান ট্রাফিক

৭-এর পাতায় দেখুন

সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ বুধবার ঢাকায় ইস্কাটন গার্ডেনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। -পিআইডি

ঢাকায় এসেছেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রসচিব

স্টাফ রিপোর্টার : পররাষ্ট্রসচিব পর্যায়ের বৈঠকে অংশ নিতে ঢাকায় এসেছেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রসচিব আমনা বালুচ। প্রায় ১৫ বছর পর পাকিস্তানের কোনো সচিব ঢাকায় এলেন। বুধবার (১৫ এপ্রিল) দুপুরে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রসচিব ঢাকায় পৌঁছান। বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া অনুবিভাগের মহাপরিচালক ইশরাত জাহান। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তরা জানিয়েছেন, আগামীকাল ১৭ এপ্রিল ঢাকায় বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে অনুষ্ঠেয় সচিব বৈঠকে ইসলামাবাদের নেতৃত্ব দেবেন আমনা বালুচ। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় বৈঠকটি হওয়ার কথা রয়েছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব মো. জসীম উদ্দিন ঢাকার পক্ষে নেতৃত্ব দেবেন।

সূচি অনুযায়ী, পররাষ্ট্রসচিব পর্যায়ের বৈঠক ও মধ্যাহ্নভোজ শেষে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রসচিব বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো.

৭-এর পাতায় দেখুন

সাজা শেষেও কারাগারে ১৫৪ বিদেশি বন্দি, অধিকাংশই ভারতীয়

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের বিভিন্ন কারাগারে মুক্তির অপেক্ষায় ১৫৪ জন বিদেশি বন্দি। দীর্ঘদিন সাজার মেয়াদ শেষ হলেও প্রকৃত অভিভাবক না পাওয়ায় তাদের মুক্তি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। পাশাপাশি ওই বন্দিদের দূতাবাসগুলোও তাদের গ্রহণ করছে না। এ নিয়ে দফায় দফায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চিঠি দিলেও তাতে মিলছে না সাড়া। এমন পরিস্থিতিতে ওই বন্দিদের নিয়ে বিপাকে কারা কর্তৃপক্ষ। বিদেশি বন্দিদের ভাষা বুঝতে পারা নিয়েও রয়েছে জটিলতা। পাশাপাশি তাদের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে সরকারের। কারা সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে দেশের বিভিন্ন কারাগারে বিদেশি বন্দি ৩৬৪ জন। এদের মধ্যে হাজতি ১৪২ জন ও কয়েদি ৬৮ জন। এছাড়া ১৫৪ বিদেশি বন্দি মুক্তির অপেক্ষায়। কারা ভাষায় তাদের আরপি (রিলিজ প্রিজন) বন্দি বলা হয়। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সূত্র জানায়, মাদক চোরাচালান, অবৈধ উপায়ে স্বর্ণপাচার, প্রতারণা, জাল ডলার ব্যবসা, পাসপোর্ট জটিলতা, অবৈধ ভিওআইপির ব্যবসা ও মানবপাচারের অভিযোগে গ্রেফতার হয়ে কারাগারে রয়েছেন এসব বিদেশি বন্দি। মুক্তির অপেক্ষায় থাকা এসব বন্দি- ভারত, মিয়ানমার, পাকিস্তান ও নাইজেরিয়ার নাগরিক। এর আগে থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, তানজানিয়াসহ পূর্ব আফ্রিকার কিছু দেশের নাগরিক মুক্তিপ্রাপ্ত ছিলেন, দেরিতে হলেও সংশ্লিষ্ট দেশ তাদের ফিরিয়ে নিয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রমতে, সাজা শেষ হওয়ার পরও বিদেশি নাগরিকরা নিজ দেশে ফিরতে পারছেন না। ফিরিয়ে নিতে বন্দিদের নাম-ঠিকানাসহ সব তথ্য সংবলিত কাগজ ঢাকায় সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাসকে দেওয়া হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ওইসব দূতাবাস/হাইকমিশনে চিঠি পাঠানো হয়। এরপরও আশানুরূপ সাড়া মিলছে না। এমন পরিস্থিতিতে বিষয়টি সমাধানে কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো হচ্ছে। সংশ্লিষ্টদের দেওয়া তথ্যমতে, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারসহ দেশের ৬৯ কারাগারের ধারণক্ষমতা ৪২ হাজার ৮৭৭ জন। অথচ বর্তমানে কারাগারগুলোতে মোট বন্দির সংখ্যা ৭০ হাজারের বেশি। কারা সূত্র জানায়, এমনিতেই দেশের কারাগারে বন্দির ধারণক্ষমতা কম। সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে বন্দির সংখ্যা আরও বেড়েছে। তাদেরই স্থান সংকুলানে সমস্যা হচ্ছে। এর মধ্যে ১৫৪ জন বন্দি কারা কর্তৃপক্ষের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন দেশের বন্দি কত ভারতের সর্বোচ্চ ২১৬ জন (মুক্তিপ্রাপ্ত ১৪৬ জন), মিয়ানমারের ১২২ জন (মুক্তিপ্রাপ্ত ছয়জন), পাকিস্তানের ছয়জন (মুক্তিপ্রাপ্ত একজন), চীনের তিনজন, মালয়েশিয়ার পাঁচজন, নাইজেরিয়ার চারজন (মুক্তিপ্রাপ্ত একজন), বতসোয়ানার

৭-এর পাতায় দেখুন

চীনের ওপর এবার ২৪৫ শতাংশ শুল্কারোপের ঘোষণা ট্রাম্পের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধ। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশটির ওপর কিছুদিন পরপর নতুন শুল্ক ঘোষণা করছে ওয়াশিংটন। এরই ধারাবাহিকতায় চীনের ওপর শুল্কহার আরও বাড়িয়ে ২৪৫ শতাংশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) রাতে এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানায় হোয়াইট হাউস। খবর আনাদোলু এজেন্সির। প্রতিবেদন অনুযায়ী, সর্বশেষ প্রশাসনিক আদেশে এদিন হোয়াইট হাউস বলেছে, গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ আমদানিতে একটি জাতীয় নিরাপত্তা তদন্ত শুরু করেছে তারা। আদেশে গত ২ এপ্রিল ঘোষিত পারস্পরিক শুল্কের ব্যাখ্যাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। হোয়াইট হাউস আরও বলেছে, চীনের প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে চীনা পণ্য আমদানিতে ২৪৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মূলত, ট্রাম্পের এই শুল্কারোপ শুরুতে অনেক দেশের ওপর কার্যকর ছিল। কিন্তু, ৭৫টির বেশি দেশ ট্রাম্পের সঙ্গে এ নিয়ে যোগাযোগ করায় তাদের ওপর আরোপিত এই শুল্ক তিন মাসের জন্য স্থগিত করে মার্কিন প্রশাসন। তবে, চীন আলোচনা না করে পাল্টা শুল্ক আরোপ করায় দেশটির ওপর আরও শুল্ক আরোপ করেন ট্রাম্প। এরপর থেকেই দেশ দুটির মধ্যে পাল্টাপাল্টি শুল্ক আরোপের মাধ্যমে তীব্র বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু হয়। এ বিষয়ে হোয়াইট হাউস বলছে, নতুন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনায় করার জন্য ৭৫টির বেশি দেশের ওপর থেকে ইতোমধ্যেই নতুন শুল্কারোপ তিন মাসের জন্য তুলে নেওয়া হয়েছে।

ত্রাণ হস্তান্তর শেষে মিয়ানমার থেকে দেশে ফিরেছে নৌবাহিনী জাহাজ

স্টাফ রিপোর্টার : ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মিয়ানমারে তৃতীয় ধাপে ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা হস্তান্তর শেষে আজ মঙ্গলবার দেশে প্রত্যাবর্তন করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ 'বানৌজা সমুদ্র অভিযান'। ইতোপূর্বে বাংলাদেশ থেকে মায়ানমারে পাঠানো ৫৫ সদস্যের উদ্ধার ও চিকিৎসা সহায়তাকারী দল এবং বিভিন্ন সময়ে মিয়ানমারে আটকে পড়া ২০ জন বাংলাদেশি নাগরিককে নিয়ে জাহাজটি বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে বলে

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। আইএসপিআর জানায়, প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারে ১২০ টন ত্রাণসামগ্রী যথাযথ প্রক্রিয়ায় হস্তান্তর শেষে 'বানৌজা সমুদ্র অভিযান' বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে গত ১৩ এপ্রিল মিয়ানমারের ইয়াঙ্গুন বন্দর ত্যাগ করে। এর আগে মিয়ানমারে পাঠানো উদ্ধার ও চিকিৎসা সহায়তাকারী দল তাদের কার্যক্রম সম্পন্ন করে জাহাজে আরোহন করে। গত ৩০ মার্চ ও ১ এপ্রিল বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য, অসামরিক চিকিৎসক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সমন্বয়ে গঠিত ৫৫ সদস্যের উদ্ধারকারী ও চিকিৎসা সহায়তাকারী দলকে মিয়ানমারে পাঠানো হয়। তারা ধসে পড়া ভবন ক্লিয়ারিং, উদ্ধার ও জটিল অস্ত্রোপচারসহ দুর্যোগপীড়িত মানুষের সেবায় কাজ করে। বর্তমানে মিয়ানমারে ভূমিকম্প ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় উদ্ধার ও চিকিৎসা কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় নৌবাহিনীর জাহাজযোগে তাদের নিরাপদে দেশে নিয়ে আসা হয়। মানবিক বিপর্যয়ে প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারের প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়ায়, সে দেশের সরকার ও জনগণ বাংলাদেশের

৭-এর পাতায় দেখুন

মোজাম্মেল বাবু, ফারজানা রুপা ও শাকিল আহমেদ নতুন মামলায় গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন কেন্দ্রিক রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার কুতুবখালী এলাকায় ইমরান হাসান হত্যা মামলায় একাত্তর টেলিভিশনের সিইও মোজাম্মেল হক বাবু, সাবেক বার্তাপ্রধান শাকিল আহমেদ ও সাবেক প্রধান প্রতিবেদক ও উপস্থাপক ফারজানা রুপাকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছেন আদালত। এছাড়া একই থানাধীন দনিয়া এলাকায় মাদরাসা শিক্ষার্থী হত্যা মামলায় ফারজানা রুপা ও শাকিল আহমেদকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। গতকাল বুধবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মিনহাজুর রহমান শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। এর আগে সকাল ৯ টায় তাদের আদালতের হাজত খানায় হাজির করা হয়। এরপর ৯ টা ৫০ মিনিটে হাজত খানা থেকে তাদের আদালতে হাজির করে পুলিশ। মামলার তদন্ত কর্মকর্তারা তাদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করে। পরে আদালত সেটি মঞ্জুর করেন।

৭-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশকে ৫০ লাখ ইউরো অনুদান দিচ্ছে ইইউ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশকে ৫০ লাখ ইউরো অনুদান দিচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। বাংলাদেশি মুদ্রায় এ অর্থের পরিমাণ ৬৯ কোটি টাকা (প্রতি ইউরো ১৩৭.৮৪ টাকা ধরে)। ইইউর দেওয়া এই অর্থে নিরাপদ অভিবাসন পরিষেবা সরবরাহ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ প্রত্যাবর্তনকারীদের সহায়তার জন্য ব্যয় করা হবে। বুধবার (১৬ এপ্রিল)

ইআরডি থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের সিদ্দিকী এবং আইওএম বাংলাদেশের মিশন প্রধান ল্যান্স বোনো চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। 'স্ট্রেনদেনিং সার্ভিস ডেলিভারি সিস্টেমস ফর ইম্প্রুভড মাইগ্রেশন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সাসটেইনেবল রেইনটেগ্রেশন' প্রকল্পের আওতায় অনুদান দেবে ইইউ। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) মধ্যে অনুদান চুক্তিসই হয়েছে। চুক্তিটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের তহবিল সহায়তায় আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার চার বছর মেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়নে অবদান রাখবে। প্রকল্পটি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভিবাসন ও পুনঃএকত্রীকরণ সম্পর্কিত উদ্যোগগুলোকে শক্তিশালী করবে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের অভিবাসন এবং পুনঃএকত্রীকরণ পরিষেবাগুলিকে শক্তিশালী করা যা নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল অভিবাসন অনুশীলনে সহায়ক হবে। অভিবাসী এবং প্রত্যাবর্তনকারীদের টেকসই পুনঃএকত্রীকরণ নিশ্চিত করা হবে। প্রকল্পটির লক্ষ্য দুটি প্রধান ফলাফলের মাধ্যমে এটি অর্জন করা হবে। বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে, আইওএম-এর পুনঃএকত্রীকরণ

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

জুনের মধ্যে ডাকসু নির্বাচনের দাবি

রাজনীতিমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে হলে নিয়মিত ক্যালেন্ডারে ডাকসু নির্বাচন দেওয়া উচিত। সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, গত মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একটি বিজ্ঞপ্তিতে মে মাসের শুরুর দিকে নির্বাচন কমিশন এবং মাঝামাঝি সময়ে ভোটার হালনাগাদের ঘোষণা দেন। কিন্তু এতে কোনও সুনির্দিষ্ট টাইফ্রেম দেওয়া হয়নি। কোনও বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থ হাসিল ও নির্বাচন বানচালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এমনটি করছে, যা অতীতেও দেখা যেতো। এমনকি দেশের একটি নিদিষ্ট রাজনৈতিক মহল বলছে, জাতীয় নির্বাচনের আগে ডাকসু দেওয়া যাবে না। ডাকসু নির্বাচনের জন্য নাকি প্রয়োজনীয় সংস্কার লাগবে। এটিকে আমরা ডাকসু নির্বাচন বানচালের পায়তারা বলে মনে করছি। বিন ইয়ামিন মোল্লা বলেন, গণতান্ত্রিক ছাত্র অধিকার পরিষদ সবসময় ছাত্রদের পক্ষে কথা বলে। দীর্ঘ ২৮ বছর পরে যখন ২০১৯ সালে ডাকসু নির্বাচন হয়েছিল, তখন ছাত্রলীগের হামলা ও ভোটকারচুপরির পরও বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদ নির্বাচনে জয়লাভ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এখন সংস্কার চায়, পরিবর্তন চায়। দলীয় দাসত্বে হাত থেকে মুক্তি চায়। তিনি বলেন, দেশের সবচেয়ে মেধাবী শিক্ষর্থীরা নিরলস পরিশ্রম করার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ পায়। বিগত ছাত্রলীগের আমলে দেখা গেছে, তারা ভালো মানের খাবার পায় নাই। শান্তিতে ঘুমাতে পারে নাই। ভালো মানের ট্রান্সপোর্টেশন ও লাইব্রেরি সুবিধা পায় নাই। তাই শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়, বিশ্ববিদ্যালয়কে দলীয় রাজনীতিমুক্ত গবেষণামুখী ও একাডেমিক করার জন্য ডাকসু নির্বাচনের কোনও বিকল্প নাই। বিন ইয়ামিন মোল্লা উল্লেখ করেন, মে মাসের মধ্যে নির্দিষ্ট টাইমফ্রেম এবং জুনের মধ্যে ডাকসু নির্বাচন দিতে হবে। যদি কোনও মহল ডাকসু নির্বাচন বানচালের পায়তার করে এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও যদি এমন করে তাহলে উভয়ের বিরুদ্ধে শক্ত আন্দোলনের ডাক আসবে।

বিটিআরসির কাছে লাইসেন্সের জন্য

পেলে গত ২৫ মার্চ প্রণীত নন-জিওস্টেশনারি অরবিট (এনজিএসও) নীতিমালার আওতায় লাইসেন্স পাওয়া প্রথম প্রতিষ্ঠান হবে স্টারলিংক। প্রসঙ্গত, বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্কের প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্সের স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সেবাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান স্টারলিংক। প্রাথমিকভাবে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বড় কোম্পানি এবং ই-কমার্স ও ডিজিটাল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো স্টারলিংকের গ্রাহক হতে পারে। স্টারলিংক ছোট উপগ্রহের একটি অ্যারের মাধ্যমে সীমাহীন উচ্চগতির ডেটা অফার করে যা প্রতি সেকেন্ডে ১৫০ মেগাবিট (এমবিপিএস) ইন্টারনেট গতি সরবরাহ করে। স্পেসএক্স আগামীতে এই হার দ্বিগুণ করারও পরিকল্পনা নিয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ইন্টারনেটের সর্বোচ্চ গতি ২৫ এমবিপিএসের মতো। বিশ্বের দ্রুতগতির ইন্টারনেট প্রদানকারী ১০৮টি দেশের মধ্যে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান ৯০তম।

নতুন দল নিয়ে আগস্ট-সেপ্টেম্বরে

সংলাপ করব। তবে আমরা এটিকে সংলাপ বলছি না। মতবিনিময় করব। এক্ষেত্রে নতুন দলগুলোর নিবন্ধন কার্যক্রম যদি সম্পন্ন না হয়, তবে তারা তো সংলাপে অংশ নিতে পারবে না। আমরা চাই নতুন দল যারা নিবন্ধন পাবে তাদের নিয়েই সংলাপের আয়োজন করতে। নির্বাচনের রোডম্যাপের বিষয়ে তিনি বলেন, আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন ভোটার তালিকা হালনাগাদ, রাজনৈতিক দল নিবন্ধনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। প্রাক রোডম্যাপের কাজ শুরু করেছি। আগামী জুলাই মাসের মধ্যে লিখিত রোডম্যাপ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হবে। অন্য এক প্রশ্নের জবাবে এই নির্বাচন কমিশনার বলেন, এখন পর্যন্ত তিনটি নতুন দল নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেছে। তবে তারা সময় বাড়ানোর জন্য বলেছে। এখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হচ্ছে, ২০ এপ্রিল পর্যন্ত নিবন্ধন পেতে আগ্রহী দলগুলোর আবেদন নেওয়া হবে। সময় বাড়ানোর এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেই। গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্বে থাকা ছাত্রনেতাদের দল জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-এনসিপি এখনো আবেদন করেনি। তারা সাক্ষাতের কোনো সময় চেয়েছে কি না জানতে চাইলে আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, না তারা এখনো কোনো সময় চায়নি। বর্তমান যে আইন-শৃঙ্খলা পরস্থিতি, অনেক পুলিশ এখনো কাজে যোগ দেয়নি বলা হচ্ছে, এই অবস্থায় সরকার ঘোষিত সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে কি কমিশন- এমন প্রশ্নের জবাবে আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেন, আমরা বিভিন্ন জেলা পরিদর্শন করেছি, ভোটার তালিকা হালনাগাদের বিষয়ে পুলিশ সুপার, নির্বাচন কর্মকর্তা ও নির্বাচন সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা তো এক কথায় বলেছে যে, রমজান মাসে আমাদের যে পারফরম্যান্স, এটি আমরা আরও ইমপ্রুভমেন্ট করার চেষ্টা করছি। এটি যদি অব্যাহত থাকে তাহলে নির্বাচন করতে কোনো বাধা মনে করি না। বাস্তবেও আমরা রমজান মাসে যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বা অতীতের তুলনায় একটা তুলনামূলক পর্যালোচনা করি, তাহলে আমি মনে করি ধারাবাহিকভাবে তা ইম্প্রুভ হচ্ছে। ছয়-আট মাস সময় আমরা যদি হাতে পাই, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও ভালো হবে বলে আমরা মনে করি। তারপরও আমরা ওদের সঙ্গে বসব, বিভিন্ন এজেন্সির কাছ থেকে আমরা তথ্য নেব। চিহ্নিত অনেক সন্ত্রাসী আছে যারা জামিনে বাইরে আছে, নির্বাচনের আগে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেবেন কি নাড়এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সুষ্ঠু নির্বাচন করার লক্ষ্যে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের প্রশ্নে যা যা পদক্ষেপ নেওয়ার সবই নেব।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে

সাম্প্রতিক সময়ে গাজায় ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলার প্রতিবাদের সময় বাংলাদেশে প্রকাশ্যে ওসামা বিন লাদেনের ছবি প্রদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া নাৎসি প্রতীক ব্যবহারের মতো বিষয় এবং মার্কিন ব্র্যান্ড কোকাকোলা এবং কেএফসির বিরুদ্ধে ইহুদি-বিরোধী প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এই বিষয়গুলোকে যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে দেখছে সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে এর জবাবে ট্যামি ব্রুস বলেন, আমি আপনার বক্তব্য শুনেছি এবং আপনার উদ্বেগের প্রশংসা করি। বাংলাদেশের বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। দেশটির বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে আমরা আগেও বহুবার আলোচনা করেছি, বিশেষ করে এখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের প্রশ্নের মাধ্যমে এসব বিষয় নিয়ে কথা বলেছি। ব্রিটিশ এমপি ও শেখ হাসিনার বোনের মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ইস্যুর বিষয়টিও উঠে আসে ব্রিফিংয়ে। মুখপাত্র ট্যামি ব্রুস বলেন, এই গ্রেফতারি পরোয়ানা বাংলাদেশের আদালতের পক্ষ থেকে জারি করা হয়েছে। অবশ্যই এসব বিষয় এবং আপনি যা আলোচনা করছেন সেগুলো বাংলাদেশের প্রশাসনের বিষয়। অবশ্যই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং আলোচনা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এই মুখপাত্র জোর দিয়ে বলেন, শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জনগণই নির্ধারণ করবে। আপনি যা বর্ণনা করছেন, তাদেরও সেগুলোর মুখোমুখি হতে হচ্ছে। নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি এখানে এটাকে তুচ্ছ বলে উল্লেখ করতে চাই না, কিন্তু এটা সত্যি। তিনি বলেন, গণতন্ত্রও গুরুত্বপূর্ণ এবং মানুষের কর্মকাণ্ডই ঠিক করবে তারা কীভাবে এই সমস্যা মোকাবিলা করবে। গত ২০-২৫ বছর ধরে আমরা দেখেছি, ভুল সিদ্ধান্ত কীভাবে জনগণের জীবন ধ্বংস করে দিতে পারে। কাজেই অনেক দেশের সামনে এখন স্পষ্ট পথ রয়েছে- তারা কী বিকল্প বেছে নেবে।

অফিসে দুদকের অভিযান

উপজেলা, শরীয়তপুর সদর উপজেলা, ময়মনসিংহের গৌরিপুর, নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা, নোয়াখালী সদর উপজেলা, নওগাঁ সদর উপজেলা, পাবনা সদর উপজেলা, পটুয়াখালী জেলার বাউফল, ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর, রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী, রংপুর জেলা, সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট, টাঙ্গাইলের কালিহাতী, ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী ও জামালপুলের সরিষাবাড়ী সাব-রেজিস্ট্রারের অফিস। অভিযান শেষে বিস্তারিত জানানো হবে বলে দুদক সূত্র জানিয়েছে।

দ্রুতই বিচার বিভাগের জন্য পৃথক

সহ-সভাপতি আমিনুল ইসলাম মল্লিক ও যুগ্ম সম্পাদক মেহেদী হাসান ডালিম। প্রধান বিচারপতি তার ঘোষিত রোডম্যাপ বাস্তবায়নে সাংবাদিকদের ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, শক্তিশালী বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠায় অচিরেই বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় বাস্তবায়ন হবে। আইনজীবীদের বিশেষ করে নারী আইনজীবীদের যে অবকাঠামোগত অসুবিধা রয়েছে তা অচিরেই দূর করা হবে বলে জানান তিনি। নব-নির্মিত বিশেষ টয়লেট প্রকল্প পরিদর্শন প্রধান বিচারপতির এর আগে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের মূল ভবন এবং এনেক্স ভবনে নতুনভাবে সংস্কার করা স্বাস্থ্যসম্মত এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিবান্ধব টয়লেট প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদনক্রমে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ নবনির্মিত এ স্থাপনাগুলো পরিদর্শন করেন। এসময় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বিচারপতি এই উদ্যোগকে মর্যাদাপূর্ণ ন্যায়বিচারের পথে একটি মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পদক্ষেপ হিসেবে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, বারের সদস্য অথবা সাধারণ বিচারপ্রার্থী মানুষ, যারা বিভিন্ন প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্টে আসেন, ইতোপূর্বে তাদের সুবিধার জন্য পাইলট প্রকল্প হিসেবে দুটো ডেডিকেটেড স্থানে পুরুষ, মহিলা এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য টয়লেট চালু করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এটি জনগণের প্রতি আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ। এসময় পাইলট প্রকল্প দুটি বাস্তবায়নের জন্য তিনি ব্র্যাকের সদস্যদের ধন্যবাদ জানান। এসময় ব্র্যাকের প্রধান নির্বাহী আসিফ সালেহ, সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল আজিজ আহমেদ ভূঞা, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার ওমর ফারুক, হাইকোর্ট বিভাগের রেজিস্ট্রার হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী, আপিল বিভাগের রেজিস্ট্রার মুহা. হাসানুজ্জামান, প্রধান বিচারপতির একান্ত সচিব শরিফুল আলম ভূঞা ও স্পেশাল অফিসার মোয়াজ্জেম হোছাইন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

খুলনায় চলন্ত ট্রেন আটকে দিল

এক্সপ্রেস ট্রেন ছেড়ে যেতে পারছিল না। এতে করে সারা দেশের সাথে রেল যোগাযোগ বন্ধ ছিল। খুলনা রেল স্টেশন মাষ্টার জাকির হোসেন বলেন, খুলনা স্টেশন থেকে চিলাহাটিগামী রূপসা এক্সপ্রেস ট্রেনটি সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে ছেড়ে যায়। খুলনা জংশন স্টেশনের আগে খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা চলন্ত ট্রেন আটকে দেয়। এর ফলে খুলনা স্টেশনে ঢাকাগামী চিত্রা এক্সপ্রেসসহ রকেট, মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেন আটকা পড়ে। রেলওয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে শিক্ষার্থীরা রেল অবরোধ ছেড়ে দিলে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।

ঢাকায় কালবৈশাখীর সঙ্গে বৃষ্টি, স্বস্তি

ছিটেফোঁটা বৃষ্টি। বিকেল সাড়ে ৫টার পর শুরু হয় ভারী বৃষ্টি। এদিকে বৃষ্টির ফলে গরম কিছুটা কমলেও রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় যানজটের কারণে ভোগান্তিতেও পড়তে হয়েছে পথচারীদের। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, বৈশাখ মাসে এমন আবহাওয়া থাকা স্বাভাবিক। চলতি মাসের ২০ তারিখ পর্যন্ত দেশে বেশ কয়েকটি কালবৈশাখী ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে।

পুঁজিবাজারে সূচকের পতন কমেছে

পয়েন্টে এবং ডিএস৩০ সূচক ১৫.২৮ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৮৭৮ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। ডিএসইতে মোট ৩৯৬টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ১২০টি কোম্পানির, কমেছে ২১২টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৬৪টির। এদিন ডিএসইতে মোট ৩৯৬ কোটি ৪২ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৪৪৬ কোটি ১২ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট। অন্যদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সিএসসিএক্স সূচক আগের দিনের চেয়ে ৬.১৪ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৮ হাজার ৭৪৭ পয়েন্টে। সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ১৮.৮৭ পয়েন্ট কমে ১৪ হাজার ৩৫৩ পয়েন্টে, শরিয়াহ সূচক ৪.৭৬ পয়েন্ট কমে ৯৩০ পয়েন্টে এবং সিএসই ৩০ সূচক ৪৫.১২ পয়েন্ট বেড়ে ১২ হাজার ৫ পয়েন্টে অবস্থান করছে। সিএসইতে মোট ২০৪টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ৬৩টি কোম্পানির, কমেছে ১২৩টির এবং অপরিবর্তিত আছে ১৮টির। সিএসইতে ৫ কোটি ৪১ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৭ কোটি ১৩ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে বাহারাইনের

মতবিনিময় করেন। আলোচনায় অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক ও প্রবাসীকল্যাণসহ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিভিন্ন দিক উঠে আসে। এই টেলিফোন সংলাপকে দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে আরও ঘনিষ্ঠ ও ফলপ্রসূ সহযোগিতার পথ সুগম করবে।

ট্রাম্প প্রশাসনের দুই কূটনীতিক

পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবেন। এই সফরে তাদের সঙ্গে রয়েছে মিয়ানমারের ভারপ্রাপ্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সুসান স্টিভেনসনও। মার্কিন কূটনীতিক নিকোল চুলিক ঢাকা সফরে সংস্কার ও গণতান্ত্রিক পথে ফেরত আনার বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। সফরকালে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও বৈঠক করবেন তারা। এ ছাড়া প্রধান উপদেষ্টা, পররাষ্ট্র উপদেষ্টাসহ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে তাদের। সফর শেষে আগামী ১৮ এপ্রিল ঢাকা ছাড়বেন এই দুই কর্মকর্তা।

লাখ লাখ ভূমি জরিপের মামলার জট

মামলা করেছেন। ভূমি জরিপের বিরোধ নিষ্পত্তিতে স্বতন্ত্র আপিল ট্রাইব্যুনাল জরুরি। একই সঙ্গে মামলা বিবেচনায় বিভিন্ন জেলায় একাধিক ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা প্রয়োজন। মামলাজট কমাতে এর বিকল্প নেই। অন্যদিকে এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনজিল মোরসেদ জানান, ভূমি জরিপের বিরোধ একটি জটিল বিষয়। সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিয়ে এসব মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিতে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রতি জেলায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করতে হবে। বিচারক ও সহায়ক জনবল নিয়োগে পদ সৃষ্টিতে বেশি সময় লাগলে মামলা জট আরো বাড়বে। সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থায় দ্রুত এসব সমস্যার সমাধান করতে হবে।

ডিসেম্বরে নির্বাচন না হলে পরিস্থিতি

দলীয় ফোরামে আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবো। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে বিএনপির প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার, মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমেদ, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু এবং মেজর অব. হাফিজ উদ্দিন আহমেদ।

নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ইস্যুতে

ইস্যুতে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় চেয়েছে বিএনপি। ড. ইউনূসের সঙ্গে আলোচনার পরই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে দল। নির্বাচন নিয়ে সৃষ্ট ধোঁয়াশা কাটাতে সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণা জরুরি বলেও জানান দলটির প্রভাবশালী এই নেতা। এদিকে বৃহস্পতিবার (১৭ এপ্রিল) বিকেল ৩টায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বিএনপির আরেকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। দুই বৈঠককে সার্বিক বিষয়ে গতকাল মঙ্গলবার রাতে গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম জাতীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক হয়। লন্ডন থেকে বৈঠকে ভার্চুয়ালি সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বৈঠক সূত্র জানায়, এতে প্রধান উপদেষ্টা ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে পৃথক দুই বৈঠকে কী নিয়ে আলোচনা হবে, তা ঠিক করা হয়। সংশ্লিষ্ট নেতারা জানান, প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে জাতীয় নির্বাচনের জন্য সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ এবং নির্বাচন ঘিরে বিভ্রান্তি দূর করা নিয়ে আলোচনা করা হবে। এ ছাড়া নির্বাচন নিয়ে সরকারের মনোভাব কী, তা স্পষ্ট হওয়ার চেষ্টা করবেন তারা। একই সঙ্গে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও কথা বলা হবে। এ ছাড়াও সংস্কার ইস্যুতে ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে অনেকে বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা করছেন। সে বিষয়েও প্রধান উপদেষ্টাকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করবে বিএনপি। নেতারা বলেন, প্রধান উপদেষ্টা যদি ডিসেম্বর থেকে জুনের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নিয়ে, তাহলে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সবে তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তারা কোনো কর্মসূচি দেবেন কি না। এ ব্যাপারে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ গণমাধ্যমকে বলেন, প্রধান উপদেষ্টা আমাদের কাছে পূর্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ডিসেম্বরে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে তিনি সব কার্যক্রম চালাচ্ছেন। আমরা সেটা জাতির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে অনুরোধ করেছিলাম, যাতে জাতি আশ্বস্ত হয়, গণতন্ত্রবিরোধী শক্তি যাতে কোনো ষড়যন্ত্রের সুযোগ না পায়। কিন্তু তিনি এখন নির্বাচন ডিসেম্বর থেকে জুনের মধ্যে করার কথা বলছেন। ডিসেম্বর থেকে জুনের মধ্যে নির্বাচনের বিষয়ে আমরা একমত নই। অবশ্য, নির্বাচনী রোডম্যাপ ইস্যুতে এখনও কোনো ধরনের কোনো কর্মসূচিতে যেতে চান না বলে জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির একাধিক নেতা, তাদের ভাষ্য, বিএনপি যেহেতু এই সরকারকে নানা-ভাবে সহযোগিতা করছে এবং আগামী দিনেও করবে, সে কারণে নির্বাচনি রোডম্যাপ ইস্যুতে তারা বড় ধরনের কোনো কর্মসূচিতে যেতে চান না।

২ জুন বাজেট পেশ করবে অন্তর্বর্তী

বাজেটের মূল আকার ৭ হাজার কোটি টাকা কমতে পারে। এর আগে, অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ জানিয়েছেন, নানা কারণে আগামী বাজেট ছোট করতে হচ্ছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকারও ছোট হবে। নতুন করে বড় কোনো প্রকল্প নেওয়া হবে না। তবে যেসব বড় প্রকল্প আছে, সেগুলোতে অর্থায়ন চলমান থাকবে। বাজেটের সিংহভাগ অর্থের জোগানদাতা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর জন্য আগামী অর্থবছরে ৫ লাখ ১৮ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হচ্ছে। চলতি বাজেটে প্রতিষ্ঠানটির রাজস্ব আদায়ের মূল লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা।

ফ্ল্যাট জালিয়াতি: টিউলিপসহ ৩ জনের নামে মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোনো টাকা পরিশোধ না করে ২৪৩৬ বর্গফুট আয়তনের ফ্ল্যাট নিজ নামে নামজারি করার অভিযোগে টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিকসহ তিনজনের নামে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল বুধবার দুদক সূত্রে এতথ্য জানা গেছে। জানা গেছে, মামলার আসামিরা হলেন- (১) টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক (২) শাহ মোঃ খসরুজ্জামান সাবেক সহকারী আইন উপদেষ্টা-১ (৩) সরদার মোশারফ হোসেন সাবেক সহকারী আইন উপদেষ্টা-১, রাজউক, এর বিরুদ্ধে এই পরস্পর যোগসাজশে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, অপরাধমূলক অসদাচরণ ও অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের মাধ্যমে তাদের উপর অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোনো টাকা পরিশোধ না করে অবৈধ পারিতোষিক হিসেবে ইস্টার্ণ হাউজিং লিমিটেড-এর নিকট থেকে অবৈধ সুবিধা নিয়ে রেজিস্ট্রি দলিল মূলে ২৪৩৬ বর্গফুট আয়তনের ফ্ল্যাট ৭১, গুলশান-২, প্লট-১১এ২ এর দখল নিয়ে ও পরে নামজারির মাধ্যমে খতিয়ান প্রস্তুত করে/প্রস্তুতে সহযোগিতা করায় দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর অধীনে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে দুদক।

চাঁদপুরে দেশীয় অস্ত্রসহ কিশোর গ্যাংয়ের ৩ লিডার গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : চাঁদপুরে যৌথ বাহিনীর অভিযানে দেশীয় অস্ত্রসহ বিজয় (১৯), জিসান (১৮) ও অভি (১৮) নামে কিশোর গ্যাংয়ের চিহ্নিত তিন লিডার গ্রেপ্তার হয়েছে। গত মঙ্গলবার দিনগত রাত ২টার দিকে শহরের মুসলিম পাড়া এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে যৌথ বাহিনী। গতকাল বুধবার সকালে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন চাঁদপুর সদর আর্মি ক্যাম্পের অপারেশনাল অফিসার লেফটেন্যান্ট জাবিদ হাসান। তিনি বলেন, স্থানীয় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চাঁদপুর আর্মি ক্যাম্প এবং সদর মডেল থানা পুলিশ কর্তৃক তালিকাভুক্ত অপরাধী এবং কিশোর গ্যাংয়ের লিডারদের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে শহরের মুসলিম পাড়া এলাকা থেকে চিহ্নিত কিশোর গ্যাংয়ের লিডার বিজয়, জিসান ও অভিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে দুটি চাইনিজ কুড়াল, একটি চাপাতি, একটি ছুরি, একটি কাঁচি, দুটি মোবাইল ফোন এবং মাদকদ্রব্য সেবনের জন্য বিভিন্ন উপকরণ উদ্ধার করা হয়। পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উদ্ধারকৃত দ্রব্যসামগ্রী এবং গ্রেপ্তার কিশোর গ্যাংয়ের লিডারদের চাঁদপুর সদর মডেল থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয় বলে জানান এই কর্মকর্তা।

৩৫ কেজি হরিণের মাংসসহ পাচারকারী আটক

স্টাফ রিপোর্টার : বরগুনার পাথরঘাটা থেকে ৩৫ কেজি হরিণের মাংসসহ রেজাউল ইসলাম (২৫) নামে একজনকে আটক করেছে কোস্টগার্ড। গত মঙ্গলবার রাতে কাঠালতলী ইউনিয়নের সপ্ত গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়। রেজাউল কাঠালতলী ইউনিয়নের হোসেনপুর এলাকার খলিলুর রহমানের ছেলে। কোস্টগার্ড প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পাথরঘাটা থানা পুলিশের সহযোগিতায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। জব্দকৃত ৩৫ কেজি হরিণের মাংস বন বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়। আটক রেজাউলের বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে মামলা করা হয়েছে।

পাওনা টাকা চাওয়ায় দোকানিকে পিটিয়ে হত্যা, লাশ নিয়ে স্বজনদের বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : ঝিনাইদহের সদর উপজেলার বাদপুকুরিয়া গ্রামে পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে মোহাম্মদ আলী (৬০) নামে এক দোকানিকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনার পর লাশ নিয়ে সড়কে বিক্ষোভ করেছেন স্বজনরা। গত মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের ডাকবাংলা নারায়ণপুর সড়ক অবরোধ করে লাশ নিয়ে বিক্ষোভ করেন স্বজনরা। এসময় সড়কের দুইপাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এর আগে দুপুরের দিকে পাওনা টাকা চাওয়ায় স্থানীয় বাদপুকুর গ্রামের মুদি দোকানি মোহাম্মদ আলীকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটে। নিহত মোহাম্মদ আলী সদর উপজেলার সাগান্না ইউনিয়নের বাদপুকুর গ্রামের বাসিন্দা। এ ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। আটকরা হলেন- অভিযুক্ত আসাদুল ইসলাম (১৯), তার বাবা আশকর আলী (৬২) ও আশকর আলীর স্ত্রী আয়েশা বেগম। স্থানীয়রা জানায়, সকালে পাওনা টাকা আদায়ের জন্য আসাদুল ইসলামের কাছে যান মুদি দোকানি মোহাম্মদ আলী। সেসময় আসাদুল ইসলাম, তার বাবা আশকর আলী ও আশকর আলীর স্ত্রী আয়েশা বেগম মিলে দোকানি মোহাম্মদ আলীকে বেধড়ক মারধর শুরু করেন। একপর্যায়ে মোহাম্মদ আলী চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এসময় স্থানীয়রা এসে তাকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে পাঠায়। হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান দোকানি মোহাম্মদ আলী। এদিকে ঘটনার পরে দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও সদর থানা পুলিশ হত্যা মামলা নিতে গড়িমসি করছে বলে অভিযোগ নিহতের স্বজনদের। তারা জানিয়েছেন, দুপুর থেকে মামলা দায়েরের চেষ্টা করলেও পুলিশ নানান অজুহাত দেখিয়ে মামলা নিচ্ছে না। যে কারণে নিহতের স্বজনরা রাতেই লাশ নিয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেছে। ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, সদর থানায় মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে।

সালমান-আনিসুল-কামরুলসহ নতুন মামলায় গ্রেপ্তার ১০

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন কেন্দ্রিক রাজধানীর বিভিন্ন থানার পৃথক মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকসহ নতুন মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছে ১০ জন। অন্যারা হলেন- সাবেক খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম, জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু, ওয়ার্কাস পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, সাবেক নৌপরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খান, সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, সাবেক এমপি আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব, পুলিশের সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন, নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার। গতকাল বুধবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মিনহাজুর রহমানের আদালত তাদের গ্রেপ্তার দেখান। এদিন সকাল ৯টায় আসামিদের আদালতে হাজতখানায় হাজির করা হয়। এরপর ৯টা ৫০ মিনিটে তাদের আদালতে উঠিয়ে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তারা। পরে আদালতে সেটি মঞ্জুর করেন। আদালতের পাবলিক প্রসিকিউশন বিভাগের অফিসার ইনচার্জ কাজী গোলাম মোস্তফা এ তথ্য নিশ্চিত করেন। মামলাগুলোর মধ্য- আনিসুল হককে শাহবাগ থানার ১, মুগদা থানার ১ ও যাত্রাবাড়ী থানার ৫, চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনকে মুগদা থানার ১, যাত্রাবাড়ী থানার ৪, জুনাইদ আহমেদ পলককে মুগদা থানার ১ ও যাত্রাবাড়ী থানার ৩, শাহজাহান খানকে যাত্রাবাড়ী থানার ৩ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। এছাড়া সালমান এফ রহমান, নজরুল ইসলাম মজুমদার, রাশেদ খান মেনন, হাসানুল হক ইনু, আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকবকে যাত্রাবাড়ী থানার পৃথক ১ মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়েছেন আদালত।

দুষ্কৃতিকারীদের গুলিতে যুবক আহত

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মিরপুরের শাহআলী থানাধীন ঈদগাহ মাঠ এলাকায় এক দুষ্কৃতিকারীর এলোপাতারি গুলিতে সাজ্জাদ হোসেন রকি (২৫) নামে এক যুবক আহত হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। তিনি পেশায় ইন্টারনেট সংযোগ প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসেবে কাজ করতেন। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে। পরে তার বন্ধুরা তাকে উদ্ধার করে রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করান। ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির এসআই মো. মাসুদ আহতের বিষয়ে নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, আহত সাজ্জাদ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে। তিনি বলেন, আহতের শরীরে ক্ষত রয়েছে, তবে গুলি পাওয়া যায়নি। প্রত্যক্ষদর্শী বন্ধু শান্ত বলেন, গত মঙ্গলবার রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টার দিকে সাজ্জাদসহ তারা তিন বন্ধু মিরপুর এক নম্বর সেকশনে ঈদগাহ মাঠের পাশে চায়ের দোকানে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে স্থানীয় যুবদলের একটি কার্যালয়ের সামনে গন্ডগোল চলছিল। তিনি বলেন, সেখানে অজ্ঞাত এক ব্যাক্তি এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে। আমরা দৌড়ে সেখান থেকে যাওয়ার সময়ে সাজ্জাদের পিঠে একটি গুলি বিদ্ধ হয়। পরে তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসি। আহত সাজ্জাদের বাসা মিরপুর এক নম্বর সেকশনের নিউ সি ব্লকে। তার বাবা'র নাম দেলোয়ার হোসেন।

সিরাজগঞ্জে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণ অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীকে সিরাজগঞ্জের পাঁচলিয়ায় মার্কেটের ভেতরে নিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে এক এসএসসি শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত কিশোর পলাতক রয়েছে। জানা গেছে, স্কুলছাত্রীকে সিরাজগঞ্জের শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় স্কুল ছাত্রীর বাবা বাদী হয়ে ওই কিশোরের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত দুই জনের নামে মামলা করেছেন। গতকাল বুধবার সলঙ্গা থানার ওসি মোখলেছুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, ধর্ষণের অভিযোগ এনে স্কুলছাত্রীর বাবা মামলা দায়ের করেছেন। জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। মামলার অভিযোগপত্রে উল্লেখ করেছেন, ওই ছাত্রী সলঙ্গার একটি বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ালেখা করে। গত ১৩ এপ্রিল একই বিদ্যালয়ের এক এসএসসি পরীক্ষার্থী (কিশোর) তাকে পাঁচলিয়া বাজার সংলগ্ন জহুরুলের মার্কেটে নিয়ে যায়। পরে মার্কেটের একটি কক্ষে ধর্ষণ করে। এরপর অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রথমে তাকে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে তার অবস্থার অবনতি হলে সোমবার রাত ৩টার দিকে শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের গাইনি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক ডাক্তার রাকিবুল ইসলাম বলেন, স্কুলছাত্রীকে তার পরিবার হাসপাতালে ভর্তি করেন। তার প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। অস্ত্রোপচার করে দুটি সেলাই দেওয়া হয়েছে। শরীরে দুই ব্যাগ রক্তও দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সুস্থ আছে।

জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন চায় ভূমিহীন আন্দোলন

স্টাফ রিপোর্টার : স্থানীয় নাগরিকরা তাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত, তাই অতি দ্রুত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ভূমিহীন আন্দোলন নামের এক সংগঠন। গতকাল বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ ভূমিহীন আন্দোলনের ব্যানারে 'জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দাবিতে' আয়োজিত সমাবেশ থেকে এ দাবি জানানো হয়। সমাবেশে বক্তারা বলেন, বর্তমানে দেশে স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধি না থাকার কারণে লুটপাট, চাঁদাবাজি, জমি দখলসহ বিভিন্ন অপকর্ম বেড়েই চলেছে। স্থানীয় নাগরিকরা তাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত, তাই অতি দ্রুত স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দাবি জানাচ্ছি আমরা। তারা বলেন, ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার এক ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচার শেখ হাসিনার পতনের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাষ্ট্রের দায়িত্ব নেওয়ায় সারা দেশের লাখো ভূমিহীন পরিবার নতুন করে আশার আলো দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু স্থানীয় সরকারে জনপ্রতিনিধি না থাকায় পূর্বের ভূমিদস্যুদের প্রভাব তো কমেইনি বরং নতুন নতুন ভূমিদস্যু-চাঁদাবাজের আবির্ভাব হয়েছে। বক্তারা আরও বলেন, সন্ত্রাসী-লুটপাটকারীদের দ্বারা দেশের সাধারণ ভূমিহীন, কৃষক, শ্রমিক, দিনমজুর, মেহনতি মানুষ অমানবিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। টিসিবির কার্ড বিতরণেও তারা কারচুপি করছে। কিন্তু স্থানীয় সরকারে কোনও জনপ্রতিনিধি না থাকায় জনগণ কারও কাছে গিয়ে কোনও প্রকার সহযোগিতা পাচ্ছে না। আইনশৃঙ্খলাবাহিনীও তেমন কোনও সহযোগিতা করছে না। এই অবস্থায় দেশের গরিব দুঃখী মেহনতি মানুষের কল্যাণে অবিলম্বে স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। জাতীয় নির্বাচনের পর স্থানীয় সরকার নির্বাচন হলে সংসদ সদস্যরা তাদের প্রভাব খাটিয়ে অবৈধ উপায়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করা চেষ্টা করবে। ফলে দেশের সাধারণ মানুষ তাদের পছন্দের জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। সমাবেশে বাংলাদেশ ভূমিহীন আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক শেখ নাসির উদ্দিনসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

নাসির-তামিমার মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ, ২৮ এপ্রিল আত্মপক্ষ সমর্থন

স্টাফ রিপোর্টার : 'অন্যের স্ত্রীকে' বিয়ে করার মামলায় ক্রিকেটার নাসির হোসেন ও তার স্ত্রী তামিমা সুলতানা তাম্মির বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়েছে। আগামী ২৮ এপ্রিল আত্মপক্ষ সমর্থনের দিন ধার্য করেছেন আদালত। গতকাল বুধবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াহিদুজ্জামান এই তারিখ ধার্য করেন। মামলাটিতে তদন্ত কর্মকর্তা পিবিআই'র পুলিশ পরিদর্শক (নি.) শেখ মো. মিজানুর রহমানকে জেরার দিন ধার্য ছিল। এদিন আসামিপক্ষের আইনজীবী তাকে জেরা করেন। এরপর আদালত আসামিদের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য নতুন এদিন ধার্য করেন। এই মামলায় ৯ জনের সাক্ষ্য শেষ হয়েছে। বাদীপক্ষের আইনজীবী ইশরাত হাসান এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ২০২২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি একই আদালত ক্রিকেটার নাসির হোসাইন ও তার স্ত্রী তামিমা সুলতানা তাম্মির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের মাধ্যমে বিচার শুরুর আদেশ দেন। তবে নাসিরের শ্বাশুড়ি সুমি আক্তারকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। একই বছরের ৬ মার্চ মহানগর দায়রা আদালতে নাসির ও তামিমার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশন করেন তাদের আইনজীবী কাজী নজিবুল্লাহ হিরু। অন্যদিকে সুমি আক্তারকে অব্যাহতির আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশন দায়ের করেন বাদীপক্ষের আইনজীবী ইশরাত হাসান। ২০২৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষের রিভিশন অবেদন নামঞ্জুর করে ঢাকার ষষ্ঠ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মুর্শিদ আহাম্মেদ মামলাটির বিচার চলবে বলে আদেশ দেন। একইসঙ্গে নাসিরের শাশুড়ি সুমি আক্তার মামলার দায় থেকে অব্যাহতি থাকবেন বলেও আদেশ দেন। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তাম্মির সাবেক স্বামী রাকিব হাসান বাদী হয়ে এই মামলাটি দায়ের করেন। মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, ২০১১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তাম্মি ও রাকিবের বিয়ে হয়। তাদের আট বছরের একটি মেয়েও রয়েছে। তাম্মি পেশায় একজন কেবিন ক্রু। ২০২১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি তাম্মি ও ক্রিকেটার নাসির হোসেনের বিয়ের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে তা রাকিবের নজরে আসে। পরে পত্র-পত্রিকায় তিনি ঘটনার বিষয়ে সম্পূর্ণ জানেন। অভিযোগে আরও বলা হয়, রাকিবের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক চলমান অবস্থাতেই তাম্মি নাসিরকে বিয়ে করেছেন; যা ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী সম্পূর্ণ অবৈধ। তাম্মিকে প্রলুব্ধ করে নিজের কাছে নিয়ে গেছেন নাসির। তাম্মি ও নাসিরের এমন অনৈতিক ও অবৈধ সম্পর্কের কারণে রাকিব ও তার আট বছর বয়সী কন্যা মারাত্মভাবে মানসিক বিপর্যস্ত হয়েছেন। আসামিদের এমন কার্যকলাপে রাকিবের চরমভাবে মানহানি হয়েছে, যা তার জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।

সিরাজগঞ্জে যুবদলের ৭ নেতা বহিষ্কার

স্টাফ রিপোর্টার : দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলা যুবদলের সাত নেতাকে দলের প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে সিরাজগঞ্জ জেলা যুবদলের দপ্তর সম্পাদক মাসুম রেজা মুসা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বহিষ্কৃতরা হলেন- বেলকুচি উপজেলা যুবদলের সাবেক সদস্য পল্টন জোর্য়াদার, হাফিজুল ইসলাম, পৌর যুবদলের সাবেক সদস্য উজ্জ্বল হোসেন, দপ্তর সম্পাদক মো. কাইয়ুম, ২ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সভাপতি চাইনিজ রফিকুল, সাবেক সদস্য হাবিব ওরফে হাবলু এবং সাবেক সদস্য সেলিফ আল আকবর শশী। বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে এসব নেতাদের বেশ কয়েকবার সতর্ক করা হলেও কর্ণপাত না করায় তাদের বহিষ্কার করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখতে দলের অন্য নেতা-কর্মীদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বহিষ্কৃত এসব নেতাদের কোনো অপরাধের দায়িত্ব সংগঠন নেবে না।

চট্টগ্রামে নারীকে হত্যায় স্বামীসহ ২ জনের মৃত্যুদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম নগরের আকবরশাহ থানার স্ত্রীকে গলাটিপে হত্যার মামলায় স্বামীসহ ২ জনকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল বুধবার দুপুরে চট্টগ্রামের চতুর্থ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ সিরাজাম মুনী-রার আদালত এই রায় দেন। দণ্ডিত ২ জন হলেন, ভোলা জেলার তমুজউদ্দীন থানার গোলকপুর এলাকার মো. শাহজাহানের ছেলে মো. ফরহাদ (৩২) ও একই থানার মৃত আবুল হাশেমের ছেলে মো. সেলিম প্রকাশ মনির (৩৭)। আদালতের বেঞ্চ সহকারী ওমর ফুয়াদ বলেন, ১০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যপ্রমাণে স্ত্রীকে গলাটিপে করে হত্যার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় স্বামী ফরহাদ ও তার মামা মো. সেলিমকে মৃত্যুদণ্ড, প্রত্যেক আসামিকে ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। অন্যদিকে লাশ গুম করার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় প্রত্যেককে ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড, ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডসহ অনাদায়ে আরও ৩ মাসের বিন-শ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। রায়ের ঘোষণার সময় দুই আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। পরে তাদের সাজা পরোয়ানামূলে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। মামলার নথি থেকে যায়, হত্যার শিকার জেসমিন বেগমের সঙ্গে আসামি মো. ফরহাদের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। পরে তারা ৬ লাখ টাকা কাবিনে বিয়ে করেন। জেসমিন ও ফরহাদ দুজনেরই আগে সংসার ছিল। ২০২০ সালের ২১ সেপ্টেম্বর ফরহাদ জেসমিনের মোবাইলে কল দিয়ে নগরের বহদ্দারহাট এলাকায় দেখা করতে বলেন। ২০২০ সালের ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর নগরের আকবরশাহের হারবাতলী গ্যাস লাইন নুর হোসেনের বাড়ি এলাকায় পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে লাশ গুম করার উদ্দেশ্যে পাহাড়ে ফেলে দেন। সেখানেই মামা সেলিম মনিরের সহায়তায় জেসমিনকে গলাটিপে হত্যা করেন ফরহাদ। এরপর পাহাড়ের ঝোপের মধ্যে লাশ ফেলে তারা চলে যান। ২ অক্টোবর পুলিশ জেসমিনের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করে। এ ঘটনায় জেসমিনের ছোট ভাই বাদী হয়ে নগরের আকবরশাহ থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্ত শেষে ২০২১ সালের ২৮ ডিসেম্বর পুলিশ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করলে ২০২২ সালের ১৭ আগস্ট ২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন আদালত।

বিএসএফের বিরুদ্ধে ৮ জেলেকে পিটিয়ে নৌকা নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : সাতক্ষীরার সুন্দরবন সংলগ্ন সীমান্তবর্তী কালিন্দি নদীর উলোখালীর চর এলাকায় বিএসএফ সদস্যরা বাংলাদেশি একদল জেলেকে পিটিয়ে দুটি নৌকা নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত মঙ্গলবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। হামলার শিকার জেলেরা জানান, তারা বৈধ পাস নিয়ে সেখানে মাছ ধরছিলেন। বিএসএফ বাংলাদেশের সীমানায় এসে তাদের ওপর হামলা চালিয়েছে। ভুক্তভোগী শাহাদাৎ হোসেন জানান, তারা পশ্চিম সুন্দরবনের কৈখালী স্টেশন থেকে অনুমতিপত্র (পাস) নিয়ে তিনটি নৌকায় ১২ জন জেলে চারদিন আগে মাছ ধরতে যান। গত মঙ্গলবার রাতে হঠাৎ দুটি স্পিডবোটে করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) একটি দল এসে তাদের মারধর করেন। এসময় জেলেরা বনের দিকে পালিয়ে যান। পরে জাল ফেলে গেলেও বিএসএফ তাদের তাদের দুটি নৌকা নিয়ে চলে যায়। জেলেরা জানান, প্রাণ রক্ষায় তারা সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে হেঁটে লোকালয়ের দিকে ফিরেছেন। হামলার শিকার অন্য জেলেরা হলেন- সাতক্ষীরার শ্যামনগরের টেংরাখালী গ্রামের রমজান, শাহাজান, শাহাদাৎ, শাহাজান, আতাউর, আব্দুল, মানিকপুর গ্রামের কেরামত ও কৈখালীর নুর মোহাম্মদ। রমজাননগর ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান আব্দুল হামিদ লাল্টু বলেন, হামলার শিকার জেলেদের মধ্যে ছয়জন আমার এলাকার বাসিন্দা। বিএসএফ সদস্যরা জেলেদের তাড়িয়ে দেওয়ায় তারা হেঁটে ফিরে আসছেন। পরে স্থানীয়রা গিয়ে জাল উদ্ধারের চেষ্টা করবেন। এ বিষয়ে সুন্দরবন সাতক্ষীরা রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক মশিউর রহমান বলেন, এখনো কেউ বিষয়টি তাদের জানায়নি। খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কৈখালী ক্যাম্পের সুবেদার আবু বক্কার জানান, স্থানীয় এক জনপ্রতিনিধি বিষয়টি তাদের জানিয়েছেন। যেহেতু ঘটনাস্থল বয়ারসিং এলাকায়, তাই অভিযোগ জানাতে ভুক্তভোগীদের সেখানকার বিজিবি (রিভারাইন) ক্যাম্পে পাঠানো হবে।

শেখ হাসিনার মামলার অগ্রগতি চূড়ান্ত পর্যায়ে: ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই-আগস্টের গণহত্যার ঘটনায় দায়ের করা মামলাগুলোর মধ্যে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মামলার তদন্ত প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামীম। তবে অন্যান্য আসামিদের মামলার তদন্ত কিছুটা ধীরগতিতে চলছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। গতকাল বুধবার দুপুরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শুনানি শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামীম বলেন, শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদেরসহ আওয়ামী লীগ নেতাদের এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর শীর্ষ কর্তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাগুলো ট্রাইব্যুনালে ব্যক্তিকেন্দ্রিক মামলা। এসব মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এবং অপরাধ সংগঠনে তাদের ভূমিকা তদন্ত করা হচ্ছে, যা আইনের ভাষায় 'সুপেরিয়র কমান্ড রেসপন্সিবিলিটি' হিসেবে পরিচিত। তিনি বলেন, পাশাপাশি, জুলাই-আগস্টের ঘটনার বিভিন্ন স্থানের ওপর ভিত্তি করে কিছু মামলার তদন্ত চলছে। এর মধ্যে আশুলিয়া, রামপুরা এবং চানখারপুলসহ বেশ কয়েকটি স্থানের মামলা উল্লেখযোগ্য। প্রসিকিউটর তামিম বলেন, সুপেরিয়র রেসপন্সিবিলিটির মামলায় যারা গ্রেপ্তার বা পলাতক রয়েছেন, তাদের অনেকেই এরই মধ্যে ঘটনাস্থল কেন্দ্রিক মামলাগুলোর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। আর যেসব মামলায় নৃশংসতা বেশি, সেগুলোতে আমরা অগ্রাধিকার দিচ্ছি। এ কারণে অন্যান্য মামলার তদন্ত কিছুটা ধীরগতিতে চলছে। তবে এর মানে এ নয় যে মামলাগুলো থেমে আছে। প্রতিটি মামলার জন্য আলাদা তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে এবং তারা পৃথকভাবে তদন্ত পরিচালনা করছেন।

বাংলাদেশকে ৫০ লাখ ইউরো

সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে ৪০ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং দশকের পর দশক ধরে সবার সুবিধার্থে অভিবাসন শাসনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। মানবিক ও সুশৃঙ্খল অভিবাসন প্রচারকারী শীর্ষস্থানীয় আন্তঃসরকারি সংস্থা হিসেবে, আইওএম ২০৩০ সালের অ্যাজেন্ডা এবং গ্লোবাল কম্প্যাক্ট ফর সেফ, সুশৃঙ্খল ও নিয়মিত অভিবাসনে কাজ করে। এই প্রকল্পটি বিশ্বব্যাপী, আঞ্চলিক এবং জাতীয় উন্নয়ন কাঠামো এবং অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অভিবাসনে কাজ করে।

মোজাম্মেল বাবু, ফারজানা রুপা ও

গত ১৬ সেপ্টেম্বর সীমান্ত এলাকা থেকে মোজাম্মেল হক বাবুকে আটক করা হয়। পরের দিন রাজধানীর ভাসানটেক এলাকায় ফজলু হত্যা মামলায় তাকে সাত দিনের রিমান্ড দেওয়া হয়। রিমান্ড শেষে কারাগারে আছেন তিনি। ২১ আগস্ট ফারজানা রুপা ও শাকিল আহমেদকে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আটক করে পুলিশ। মোজাম্মেল বাবু, ফারজানা, শাকিলের মামলা সূত্রে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে গত ৫ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানাধীন উত্তর কুতুবখালী বউ বাজারে আন্দোলনে অংশ নেন ইমরান হাসান। এদিন দুপুর ১টায় আসামিদের ছোঁড়া গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। পরে ডাক্তার মৃত ঘোষণা করে। এ ঘটনায় নিহতের মা কোহিনুর আক্তার গত ৬ সেপ্টেম্বর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২৯৭ জনকে এজাহারনামীয় আসামি করে যাত্রাবাড়ী থানায় হত্যা মামলা করে। ফারজানা রুপা ও শাকিল আহমেদের মামলার সূত্রে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে গত ৫ আগস্ট রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানাধীন দনিয়া এলাকায় আন্দোলনে অংশ নেন মাদরাসার আলিম ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী সৈয়দ মুস্তাসির রহমান। এদিন দুপুরে আসামিদের ছোঁড়া গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালে নেওয়া হলে ডাক্তার মৃত ঘোষণা করে। এ ঘটনায় নিহতের বাবা সৈয়দ গাজীউর রহমান ১১ সেপ্টেম্বর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১৫৭ জনকে এজাহারনামীয় আসামি করে যাত্রাবাড়ী থানায় মামলা করে।

ত্রাণ হস্তান্তর শেষে মিয়ানমার থেকে

প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। উল্লেখ্য, বিভিন্ন সময়ে মিয়ানমারে আটক থাকা ২০ জন বাংলাদেশি নাগরিককে 'বানৌজা সমুদ্র অভিযান' জাহাজের মাধ্যমে দেশে নিয়ে আসে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। তারা প্রায় ২ বছর যাবৎ মানব পাচারের শিকার হয়ে মিয়ানমারে আটক ছিল। জানা যায়, উন্নত রাষ্ট্রে প্রেরণ ও চাকরির প্রলোভনে পাচারকারী চক্রের কবলে পড়ে তারা মিয়ানমারে যায়। অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে আটককৃত আঠারো বছরের কম বয়সী তরুণদের কিশোর সংশোধনাগারে রাখা হয়। আটক হওয়ার পর থেকেই তাদের প্রত্যাবাসনে দীর্ঘদিন ধরে দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কূটনৈতিক আলোচনা চলছে। এমতাবস্থায় ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা নিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী মিয়ানমারে পৌঁছালে আটককৃত নাগরিকদের প্রত্যাবাসন আলোচনায় ইতিবাচক সাড়া মেলে। সেখানে বাংলাদেশ নৌবাহিনী মিয়ানমারে বাংলাদেশ দূতাবাসের সাথে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। এ প্রেক্ষিতে উভয় দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যকার আলোচনায় দুই দেশ সমঝোতায় উপনীত হয়। ফলে দীর্ঘ দিন আটক থাকা বাংলাদেশি নাগরিকরা মুক্তি পায়।

বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এবং বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সরকারের পারস্পরিক সহযোগিতায় প্রত্যাবাসন কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় মুক্তিপ্রাপ্ত নাগরিকদের আজ নিরাপদে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়। প্রত্যাবাসন সম্পর্কিত কার্যক্রম শেষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের হস্তান্তর করা হবে বলে আইএসপিআর জানায়।

সাজা শেষেও কারাগারে ১৫৪ বিদেশি

একজন (মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত), তানজিয়ার একজন, জর্জিয়ার একজন, বেলারুশের একজন, পেরুর দুজন এবং বাহামার একজন কারাগারে বন্দি অবস্থায় আছেন। কারা অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, কারাগারে নিরাপত্তার জন্য বিদেশি নাগরিকদের আলাদা সেলে রাখা হয়। ওইসব সেলের বাইরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয় সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে। তবে বিদেশি বন্দিরা কারাগারের অন্য হাজতিদের মতোই একই রকম খাবার পান। ভালো খাবার না পেলে তারা কারারক্ষীদের সঙ্গে মারমুখী আচরণ করেন। এ কারণে তাদের খাবারের দিকেও আলাদা নজর দেওয়া লাগে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের একটি সূত্র বলছে, কারাবন্দি বিদেশি নাগরিকদের অধিকাংশেরই বৈধ কাগজ নেই। তারা নিজের দেশের নাম বললেও সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাস তাদের নাগরিক হিসেবে মানতে নারাজ। বন্দিদের পরিচয় সম্পর্কে জানতে চেয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাসে চিঠি দিয়ে যোগাযোগ করা হলেও সময়মতো উত্তর পায় না মন্ত্রণালয়। এতে সরকারের বাড়তি টাকাও ব্যয় হয়। পাশাপাশি এসব বন্দি বেশিরভাগ সময়ই উগ্র আচরণ করেন। বিশেষ করে আফ্রিকা অঞ্চলের নাগরিকদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ বেশি। এ কারণে তাদের সামলাতেও বাড়তি কারারক্ষী মোতায়েন করতে হয়। কারা অধিদপ্তরের একটি সূত্র জানায়, কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে আটক বেশিরভাগ বন্দিই মিয়ানমারের নাগরিক। এদের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসে যোগাযোগ করলে ওইসব বন্দি তাদের দেশের নাগরিক না বলে সাফ জানিয়ে দিচ্ছে। এ বিষয়ে সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (মিডিয়া) মো. জান্নাত-উল ফরহাদ বলেন, 'দেশের বিভিন্ন কারাগারে মোট বন্দি ৩৬৪ জন। এদের মধ্যে ১৫৪ বিদেশি বন্দি রয়েছেন মুক্তির অপেক্ষায়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দেশ তাদের নিচ্ছে না। কিছু বন্দি আছেন মুক্তির প্রক্রিয়ায়।' এসব বিদেশি বন্দি কেন এখনো কারাগারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'সংশ্লিষ্ট দেশের ক্লিয়ারেন্স আসে না, বন্দিরা সঠিক ঠিকানা বলতে পারে না, বন্দিরা বাংলায় কথা বললে ভারতীয়রা অনেক সময় নিতে চায় নাসহ বিভিন্ন কারণে ফিরে যেতে পারছে না। তবে কারা কর্তৃপক্ষ নিয়মমাফিক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত করছে বিষয়টি।'

ঢাকায় এসেছেন পাকিস্তানের

তৌহিদ হোসেন এবং প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, সফরে সার্বিক দ্বিপক্ষীয় বিষয়ে আলোচনা হবে। এই প্ল্যাটফর্মে কোনো বিষয় বাদ থাকে না, সব আলোচনা হয়। অগ্রগতি কী আছে, কী করার আছে বা যায়; কী কী দেওয়ার আছে বা নেওয়া যায় সবই আলোচনায় টেবিলে থাকবে। মোটা দাগে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, কানেক্টিভিটি; বিশেষ করে আকাশপথে যোগাযোগ, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, কৃষি, মৎস্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলাসহ বিভিন্ন খাতে সহযোগিতার মতো বিষয়গুলো গুরুত্ব পাবে। এছাড়া, সার্ক, ওআইসি, ডি-৮ এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলোতে আঞ্চলিক ও বহুপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ রয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এক যুগের বেশি সময় পর দুই দেশের মধ্যে ৬ষ্ঠ পররাষ্ট্রসচিব পর্যায়ের বৈঠক হতে যাচ্ছে। ২০১০ সালে সর্বশেষ ইসলামাবাদে বৈঠকে বসেছিল দুই দেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রসচিব। এছাড়া, অর্থমন্ত্রী পর্যায়ের অর্থনৈতিক কমিশনের সর্বশেষ বৈঠক হয় ২০০৫ সালে। দীর্ঘদিনের জট খোলার পর আশা করা হচ্ছে, এবারের আলোচনায় পরবর্তী অর্থনৈতিক কমিশনের বৈঠক নিয়ে কথা হবে। ঢাকার একটি কূটনৈতিক সূত্র বলছে, আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে দু'দেশের সম্পর্ক দৃঢ় করার প্রস্তাব। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইস্যুতে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে একটি যৌথ কমিশন পুনর্বহালের বিষয়টি তুলতে পারে পাকিস্তান। এছাড়া, বাংলাদেশের দিক থেকে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের লক্ষ্যে একটি বিশেষায়িত কর্মসূচির প্রস্তাব দেওয়া হতে পারে পাকিস্তানকে। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিককরণে আন্তরিক বাংলাদেশ। তবে সম্পর্কে অমীমাংসিত ইস্যুগুলো ভুলে যায়নি ঢাকা। বাংলাদেশ মনে করে, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার জন্য পাকিস্তানের নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া, যুদ্ধের জন্য ক্ষতিপূরণ, আটকে পড়া পাকিস্তানিদের প্রত্যাবাসন, সম্পদের হিস্যা, ১৯৭০ সালে অবিভক্ত পাকিস্তানের ঘূর্ণিঝড়ের সময় দেওয়া বৈদেশিক সহায়তার পাওনা পরিশোধের মতো বিষয়গুলোর সুরাহা জরুরি। অমীমাংসিত বিষয়ের সুরাহা না করে সম্পর্ক এগিয়ে নিতে বাংলাদেশ আগ্রহী নয়। ঢাকার চাওয়া, পাকিস্তান এগিয়ে আসুক। কেননা, অমীমাংসিত বিষয়ে সুরাহা যতদিন হবে না ততদিন সামনে আসবে। আলোচনার টেবিলে থাকবে। এ প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আরেক কর্মকর্তা বলেন, পাকিস্তানের পররাষ্ট্রসচিব বলেন বা মন্ত্রী বলেন তাদের সঙ্গে আলোচনায় অমীমাংসিত বিষয় থাকবে। অমীমাংসিত ইস্যু যতদিন সুরাহা না হয়, ততদিন উঠতে থাকবে; এটাতো স্বাভাবিক। আমরা তো চাই এগুলোর সুরাহা বা মিটমাট হয়ে যাক। তাহলে আর অবস্থান নিক ওরা। সম্পর্ক সামনে আগানোর জন্য ভালো হয় যদি তারা সমস্যাগুলো মিটিয়ে ফেলে।

এই কূটনীতিক বলেন, ৫৪ বছর হয়ে গেল। কিন্তু সমস্যার সমাধানতো হচ্ছে না। এখন তারা কি চায় আলোচনা করে বলুক। নতুন কিছু তো বলুক। আনুষ্ঠানিক ক্ষমার বিষয়ে ওদের অস্বস্তি আছে, সেটাতো বোঝাই যায়। এ ছাড়া, আটকে পড়াদের নিয়ে যাওয়া বলেন, টাকা-পয়সা বুঝিয়ে দেওয়া বলেন তারা কমফোর্টেবল হলে আগেই সব মিটে যেত। সমস্যার সমাধান হয়ে যেত অনেক আগেই। তাদের নিশ্চই কোনো একটা কিছু আছে। দেখা যায়, আলোচনা কি আসে। এদিকে, চলতি মাসের শেষের দিকে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রসচিবের ঢাকা সফরকালে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর নিয়ে আলোচনা হবে।

সাতরাস্তায় ৬ দফা দাবিতে সড়ক

বিভাগ। ঢাকা মহানগর পুলিশের গুলশান ট্রাফিক বিভাগের ফেসবুক পেজে দেওয়া এক বার্তায় বলা হয়েছে, তেজগাঁও সাতরাস্তা পয়েন্টে পলিটেকনিকের শিক্ষার্থীরা তাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে সড়কে অবস্থান করে ইনকামিং, আউট গোয়িং এ যানচলাচল বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে উত্তরা-বনানী-মহাখালী রুটে ইনকামিংয়ের যানবাহন চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। তবে মহাখালী থেকে বনানী-উত্তরা রুটে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে, উত্তরা-বনানী-মহাখালী-তেজগাঁও রুটে যারা যাবেন তাদের আমতলী বামে টার্ন করে গুলশান-১ পুলিশ প্লাজা, শান্তা ডাইভারশন ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। এ ছাড়া যারা গুলশান-১ থেকে আমতলীর দিকে যাবেন তাদেরও একই ডাইভারশন ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। তেজগাঁও ট্রাফিক বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, সড়কের অবস্থা খারাপ। যান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছেন ঢাকা পলিটেকনিকের শিক্ষার্থীরা। চারদিকের সড়ক বন্ধ। আমাদের ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা কাজ করছে। বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীরা বলছেন, আমরা আগেও একাধিকবার একই দাবি উত্থাপন করেছি, কেউ কর্ণপাত করেনি। এখন আমরা রাস্তা অবরোধ করেছি। দাবির ব্যাপারে কথা বলতে হলে আমাদের কাছে আসতে হবে। সচিবালয়ে কেউ যাবে না। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে বিষয়টি অবগত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দৈনিক ভিত্তিতে শ্রমিক

প্তর, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে সাময়িকভাবে নিয়োজিত শ্রমিকের মজুরির হার অর্থ বিভাগ থেকে নির্ধারিত হবে। যেসব মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, দপ্তর, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক নিয়োগ সংক্রান্ত নিজস্ব বিধি, প্রবিধি, নীতিমালা আছে, তাদের এ নীতিমালা কার্যকর হওয়ার পর অর্থ বিভাগের মতামত নিয়ে তা সংশোধন করতে হবে। সাময়িক শ্রমিকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে মজুরি দেয়া হবে। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের হিসাব বিবরণী নিয়োগ দেওয়া কর্তৃপক্ষকে পরবর্তী মাসের বিলের সঙ্গে হিসাবরক্ষণ অফিসে আবশ্যিকভাবে দাখিল ও সমন্বয় করতে হবে। শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া কর্তৃপক্ষ শ্রমিকের জন্য নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করবে। নিয়োজিত নারী শ্রমিকের জন্য নিরাপদ ও নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকদের কর্মকালে পরিবেশের ওপর যেন কোনো বিরূপ প্রভাব না পড়ে, শ্রমিক নিয়োজিত করা কর্তৃপক্ষ সে বিষয়টি নিশ্চিত করবে, এমন বিধান রাখা হয়েছে নীতিমালায়। 'সাময়িক কার্য' বলতে সরকারের মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, দপ্তর, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের জরুরি ধরনের অত্যাবশ্যক কাজ বোঝাবে, যা সময়ে সময়ে প্রয়োজন হয় এবং যা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান জনবল দ্বারা সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। 'সাময়িক শ্রমিক' বলতে বোঝাবেড়কেবল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, দপ্তর, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের আওতায় দৈনিক ভিত্তিতে সাময়িকভাবে নিয়োজিত ব্যক্তি ও যিনি সরকারি তহবিল বা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অর্থ হতে দৈনিক ভিত্তিতে মজুরি প্রাপ্য হবেন। দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োজিত সাময়িক শ্রমিকের যোগ্যতা: জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

শ্রমিকের বয়সসীমা হবে ১৮ থেকে ৫৮ বছর। শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম হতে হবে। শ্রমিক নিয়োজিত করার সময় বয়সের প্রমাণ হিসেবে জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদ থাকতে হবে। শ্রমিক নিয়োজিত করার সময় সার্বিক সামাজিক আচরণ ও স্বভাব-চরিত্র বিষয়ে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি/সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার কাউন্সিলর/ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত ইতিবাচক প্রত্যয়নপত্র থাকতে হবে। মজুরি বা পারিশ্রমিক নির্ধারণ: মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের জরুরি কাজের জন্য নিয়োজিত সাময়িক শ্রমিকের মজুরির হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের জারি করা শ্রমিক মজুরি-সংক্রান্ত পরিপত্র অনুসরণ করতে হবে, যা অর্থ বিভাগ প্রয়োজনে সময়ে সময়ে পরিমার্জন/পরিবর্তন/সংশোধন করবে।

জরুরি কাজের জন্য নিয়োজিত সাময়িক শ্রমিক অর্থ বিভাগ নির্ধারিত মজুরি ছাড়া অন্য কোনো আর্থিক সুবিধা পাবেন না। মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে নারী, পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গের মধ্যে কোনো প্রকার বৈষম্য করা যাবে না। শ্রমিক নিয়োগ করা কর্তৃপক্ষকে অর্থবছরের সুনির্দিষ্ট কাজের জন্য মোট জন-দিন হিসাবে সাময়িক শ্রমিককে প্রদেয় মজুরি বাবদ প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ হিসাব করতে হবে।

সাময়িক শ্রমিক নিয়োজিত করার অনুমোদন/বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী আবশ্যিকভাবে তথ্য পাঠাতে হবে।দৈনিক ভিত্তিতে সাময়িক শ্রমিক নিয়োগে যেসব বিষয় অনুসরণ করতে হবে: সাময়িক শ্রমিক নিয়োজিত করার লক্ষ্যে কোনো পদ সৃজন করা যাবে না। অন্য কোনো আইন/অধ্যাদেশ বা বিধিতে দৈনিক ভিত্তিতে সাময়িক শ্রমিক নিয়োগ-সংক্রান্ত বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকলে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর/ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান/স্বা য়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে জরুরি কাজের জন্য অর্থ বিভাগের অনুমোদন নিয়ে উক্ত আইন/অধ্যাদেশ অনুসরণ করে শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে। এক জন সাময়িক শ্রমিক দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োজিত হবেন এবং মাসে ২২ দিনের বেশি সময়ের জন্য কোনোক্রমে নিয়োজিত রাখা যাবে না। সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর/ সংস্থা/ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান /স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)/ জন্মনিবন্ধন সনদসহ প্রাথমিক ব্যক্তিগত তথ্যাদি, মজুরি ইত্যাদি বিষয় ডিজিটাল ডাটাবেজে সংরক্ষণ করবে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ। অত্যাবশ্যকীয়ভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়নে সাময়িক শ্রমিক নিয়োগ করার বিষয় বা এ-সংশ্লিষ্ট বিশেষ ব্যতিক্রম কোনো বিষয় উত্থাপিত হলে বা থাকলে অর্থ বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। অনুমোদিত শূন্য পদ/ নিয়মিত পদ/ জাতীয় বেতন স্কেলের গ্রেডভুক্ত পদের বিপরীতে কাজ করার জন্য সাময়িক শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে না। অর্থ বিভাগের 'আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮' অথবা এর সর্বশেষ সংশোধিত নীতিমালার আওতাভুক্ত সেবাগুলোর বিপরীতে দৈনিক ভিত্তিতে সাময়িক শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে। শ্রমিক নিয়োগ করার ক্ষেত্রে নারী, পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গের মধ্যে কোনো বৈষম্য লালন করা যাবে না। যেসব বিষয় নীতিমালার আওতাবহির্ভূত থাকবে: 'সাময়িক শ্রমিক'র সংজ্ঞা ও সংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়া অন্য কোনো আইন/অধ্যাদেশ বা বিধির আলোকে অন্য কোনো সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত শ্রমিকের সংজ্ঞা। 'কোম্পানি আইন ১৯৯৪'-এর আওতায় গঠিত কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানির নিযুক্ত শ্রমিক। 'সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট ১৮৬০' এর আওতায় গঠিত কোনো প্রতিষ্ঠানের নিযুক্ত শ্রমিক। 'বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬' ও 'বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫' প্রযোজ্য হয়, এরকম শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিযুক্ত শ্রমিক।

গাজা গণহত্যার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ

বলেন, 'মুসলিম উম্মাহকে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারে প্রজ্ঞা ও দায়িত্ববোধের সাথে অগ্রসর হতে হবে। তিনি বলেন, 'প্রযুক্তি মানবতার সেবা করার জন্য, মানবতাকে বন্দি করার জন্য নয়। বিএসপি চেয়ারম্যান ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে উদ্ভূত তথ্য বিভ্রান্তি, গোপনীয়তা লঙ্ঘন ও নৈতিক অবক্ষয়ের মতো চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেন এবং ইসলামি মূল্যবোধ অনুযায়ী সত্যবাদিতা ও ন্যায়বিচারভিত্তিক একটি নৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার ওপর জোর দেন।

জুলাই আন্দোলনের হত্যা মামলায়

দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। গত শুক্রবার (১১ এপ্রিল) তাকে রাজধানী থেকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। পরের দিন তাকে কারাগারে পাঠায় আদালত। মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, বৈষমবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত ১৮ জুলাই রাজধানীর রমনা থানা এলাকায় গৃহপরিচারিকা লিজা আক্তারকে গুলিতে আহত হন। পরে ২২ জুলাই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। এ ঘটনায় গত ৫ সেপ্টেম্বর লিজা আক্তারের বাবা মো. জয়নাল শিকদার বাদী হয়ে শেখ হাসিনাসহ ১৭৪ জনের নাম উল্লেখ করে একটি হত্যা মামলা করেন। মামলায় নবী নেওয়াজ ১৭০ নং এজহারনামীয় আসামি। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন নিয়ে ২০১৪ সালের বিতর্কিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ-৩ আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন নবী নেওয়াজ।

দেশীয় প্রজাতির মাছ রক্ষা করে

জনবলের কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে দক্ষতা উন্নয়ন।

২০ কিশোর বাংলাদেশিকে মিয়ানমার

২০ জনই অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর, যারা একটি অসাধু দালালচক্রের মাধ্যমে মালয়শিয়ায় পাচারের চেষ্টাকালে মিয়ানমারের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে আটক হয়। অতঃপর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ইয়াঙ্গুনের বাংলাদেশ দূতাবাস তাদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা নেয়। যাচাইকৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের আগমনের পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ, চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন ও সিভিল সার্জন অফিস, চট্টগ্রাম-এর প্রতিনিধিরা অভ্যর্থনা জানায়। অভ্যর্থনা, যথাযথ ইমিগ্রেশন কার্যাদি সম্পাদন এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে তাদের চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে নিয়ে আসা হয় এবং সেখান থেকে চটগ্রাম জেলা প্রশাসন ও মেট্রোপলিটন পুলিশের সহায়তায় নিজ নিজ অভিভাবকের কাছে হস্তান্তর করা হয়। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে উদ্ধার তৎপরতা ও চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মিয়ানমারে যাওয়া ৫৫ সদস্যের দলটিও ১০ দিনব্যাপী কার্যক্রম শেষ করে একই জাহাজে বাংলাদেশে ফিরে আসে।

পরীক্ষা শুরুর ২০ মিনিটের মধ্যে

উচ্চশিক্ষা বোর্ডের রাজশাহী বিভাগের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আরিফুল ইসলাম বলেন, চৌহালীতে এসএসসির ইংরেজি প্রথম পত্রের প্রশ্ন আপলোড করার বিষয়টি শুনেছি। তবে পরীক্ষার হল বা কেন্দ্র থেকে আপলোড করেছে বা তাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রশাসন কী ব্যবস্থা নিচ্ছে তা এখনও জানায়নি। পরীক্ষার হল বা কেন্দ্রের কেউ জড়িত থাকলে বোর্ড, অন্যথায় স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে। এতে পরীক্ষায় কোনও প্রভাবই পড়েনি।

সৎ মেয়েকে ধর্ষণের মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর হাতিরঝিলের পেয়ারাবাগে সৎ মেয়েকে ধর্ষণের ঘটনার দায়ের করা মামলায় অভিযুক্ত যুবক আনোয়ার হোসেনকে (২৯) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। দণ্ডপ্রাপ্ত আনোয়ার নোয়াখালী জেলার চাটখিল থানার নোয়াখলা ইউনিয়নের পূর্ব সোনাখালীর মৃত হোসেনের ছেলে। গতকাল বুধবার ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৭ এর বিচারক সাবেরা সুলতানা খানম আসামির উপস্থিতিতে এ রায় দেন। রায় ঘোষণা শেষে সাজা পরোয়ানা দিয়ে আসামিকে কারাগারে পাঠানো হয়। সংশ্লিষ্ট আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর মো. আবুল কালাম আজাদ, সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর মো. শামছুজ্জামান (দিপু) ও অ্যাডভোকেট ফাহাদ মিয়া এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ধর্ষণের ঘটনায় ভুক্তভোগীর মা ২০২২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর রাজধানীর হাতিরঝিল থানায় ধর্ষণের মামলা করেন। মামলাটি তদন্ত করে ২০২৩ সালের ১ এপ্রিল সংশ্লিষ্ট থানার উপপরিদর্শক মো. মিজানুর রহমান আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। একই বছরের ২০ আগস্ট মামলাটির অভিযোগ গঠনের মাধ্যমে সাক্ষ্যগ্রহণের দিন ধার্য করে আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু করেন আদালত। মামলার বিচার চলাকালে ছয় জন সাক্ষী আদালতে সাক্ষ্য দেন। মামলার সূত্রে জানা যায়, মামলার বাদী ভুক্তভোগীর মা রাজধানীর হাতিরঝিল এলাকায় গৃহপরিচারিকার কাজ করতেন। বাদীর প্রথম পক্ষের বিবাহ বিচ্ছেদ হলে দুই সন্তানসহ আসামি আনোয়ার তাকে বিয়ে করেন। ২০২২ সালের ৪ আগস্ট মামলার বাদীর দ্বিতীয় স্বামীর নিকট প্রথম পক্ষের ১৪ বছর বয়সী মেয়েকে বাসায় রেখে গৃহপরিচারিকার কাজে বাইরে যান। এদিন ভুক্তভোগী মেয়ের গলায় চাকু ধরে হত্যার ভয় দেখিয়ে তাকে ধর্ষণ করে আসামি আনোয়ার। ঘটনার দিন থেকে ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই আসামি ভুক্তভোগী মেয়েকে ১০ থেকে ১২ বার ধর্ষণ করেন।

নববর্ষ যে হয়েছে এতেই খুশি: শাজাহান খান

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর কয়েকটি থানার পৃথক মামলায় গ্রেপ্তার শুনানি শেষে সাবেক নৌপরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান বলেছেন, নববর্ষ যে হয়েছে এতেই খুশি। গতকাল বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সামনে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। এদিন সকালে ৯টায় তাকে আদালতের হাজতখানায় আনা হয়। ৯টা ৫০ মিনিটে হাজতখানা থেকে আদালতের উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়। এ সময় তাকে বেশ হাসিখুশি দেখা যায়। তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, বাহিরের চেয়ে ভেতরে ভালো আছি। এরপর বিভিন্ন মন্ত্রী-এমপির সঙ্গে রিমান্ড ও জামিন শুনানির জন্য তাকে কাঠগড়ায় তোলা হয়। শুনানির সময় শাজাহান খান কাঠগড়ার সামনেই দাঁড়ান। মনোযোগ দিয়ে শুনানি শোনেন। শুনানির নানা সময় তাকে হাসতে দেখা যায়। কাঠগড়ায় অনেক আসামির সঙ্গে কথাও বলেন। শুনানির এক পর্যায়ে আদালতের অনুমতি নিয়ে পানি পান করেন। শুনানি শেষে যাত্রাবাড়ী থানার তিন মামলায় নতুন করে তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। শুনানি শেষে শাজাহান খানকে হাতে হাতকড়া, বুকে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট, মাথায় হেলমেট পরিয়ে হাজতখানায় নেওয়া হচ্ছিল। এ সময় তাকে হাসিখুশি মুখেই যেতে দেখা যায়। নিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকরা প্রশ্ন করে-কারাগারে কেমন নববর্ষ কাটলো? জবাবে শাজাহান খান হেসে বলেন, আমাদের কথা আর কত শুনবে। তোমরা কিছু বলো। নববর্ষ যে হইছে এতেই খুশি। গত বছরের ৫ সেপ্টেম্বর রাতে রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকা থেকে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য শাজাহান খানকে গ্রেপ্তার করা হয়। মাদারীপুর-২ আসন (রাজৈর-মাদারীপুর সদরের একাংশ) থেকে টানা অষ্টমবারের মতো নৌকা প্রতীক নিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন শাজাহান খান। তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের কার্যকরী সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের সেই গাড়িচালক মালেকের ৫ ও তার স্ত্রীর ৩ বছরের কারাদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার : স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিবহন পুলের সাবেক গাড়িচালক আব্দুল মালেকের পাঁচ বছর এবং তার স্ত্রী নার্গিস বেগমের তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি তাদের প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড, অর্থদণ্ড অনাদায়ে তাদের আরও তিন মাস করে বিনাশ্রম কারাভোগ করতে হবে। গতকাল বুধবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৬ এর বিচারক জাকারিয়া হোসেন জ্ঞাত-আয়বর্হিভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদকের দায়ের করা মামলায় এ রায় দেন। আসামিদের জ্ঞাত আয়বর্হিভূত ১ কোটি ১০ লাখ ৯৩ হাজার ৫০ টাকার সম্পদ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন দুদক প্রসিকিউটর আসাদুজ্জামান রানা। রায় ঘোষণার সময় মালেককে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। আর জামিনে থাকা নার্গিস বেগম আদালতে হাজির হন। রায় শেষে সাজা পরোয়ানা দিয়ে তাদের কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। জ্ঞাত আয়ের উৎসের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ এক কোটি ১০ লাখ ৯২ হাজার ৫০ টাকা মূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ২০২১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি আব্দুল মালেক ও তার স্ত্রী নার্গিস বেগমের বিরুদ্ধে দুদকের সহকারী পরিচালক সৈয়দ নজরুল ইসলাম মামলাটি করেন। মামলাটি তদন্ত করে একই বছরের ২৭ অক্টোবর আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন নজরুল ইসলাম। ২০২২ সালের ১১ মে আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন আদালত। গত ২৩ মার্চ অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে আব্দুল মালেককে পৃথক দুই ধারায় ১৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন একই আদালত। এরআগে ২০২১ সালে ২০ সেপ্টেম্বর অস্ত্র আইনের মামলায় আব্দুল মালেককে দুই ধারায় ৩০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, গত ২৩ মার্চ অবৈধ উপায়ে দেড় কোটি টাকার সম্পদ অর্জন এবং দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) ৯৩ লাখ টাকার সম্পদের তথ্য গোপন করার মামলায় স্বাস্থ্য অধিদফতরের সাবেক গাড়িচালক আবদুল মালেককে ১৩ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন ঢাকার একটি আদালত। ২০২০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর র‍্যাব গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঢাকার তুরাগ থানার কামারপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে মালেককে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগজিন, পাঁচ রাউন্ড গুলি, ১ লাখ ৫০ হাজার টাকার জাল নোট, একটি ল্যাপটপ ও একটি মোবাইল ফোনসহ গ্রেপ্তার করে।

কুয়েটের সাবেক ভিসিসহ ১৫ জনের নামে আদালতের নির্দেশে ২ মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেনসহ ১৫ জনের নামে দুটি মামলা করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশে সোমবার মহানগরীর খানজাহান আলী থানায় মামলা দুটি নথিভুক্ত হয়। মামলার বাদী কুয়েটের সাবেক শিক্ষার্থী লুৎফর রহমান ও মাহদী হাসান। খানজাহান আলী থানার ওসি কবির হোসেন বলেন, ২০১৭ সালের ১ মে রাতে লালন শাহ হলের গেস্ট রুমে লুৎফর রহমান নামের এক শিক্ষার্থীকে রাতভর মারধর করা হয়। এতে ওই শিক্ষার্থীদের দুটি কিডনিই নষ্ট হয়ে যায়। একই রাতে মাহদী হাসান নামের অপর শিক্ষার্থীকে মারধর করা হয়। এতে তার চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ভুক্তভোগীরা খুলনা মহানগর হাকিমের আদালতে মামলার আবেদন করেন। আদালত আবেদন থানায় প্রেরণ করে মামলা হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দেন। আদালতের নির্দেশে সোমবার মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়েছে। লুৎফর রহমানের মামলায় অভিযুক্তরা হলেন সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন, সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. সোবহান মিয়া, সাবেক রেজিস্ট্রার জি এম শহিদুল ইসলাম, ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সাফায়েত হোসেন নয়ন, সাধারণ সম্পাদক আলী ইমতিয়াজ সোহান, ছাত্রলীগ কর্মী আসাদুজ্জামান, লালন শাহ্ হলের তৎকালীন ছাত্রলীগ কর্মী ও পরবর্তী কুয়েট ছাত্রলীগের সভাপতি রুদ্রনীল সিংহ শুভ, ছাত্রলীগ নেতা এইচ এম তানভীর রেজওয়ান সিদ্দিক, আল ইশমাম, রেশাদ রহমান, তারিকুল তিলক, পরিমল কুমার রায়, আলী ইবনুল সানি, তারিক আহমেদ শ্রাবন ও দৌলতপুর থানার তৎকালীন অফিসার ইনচার্জ আনোয়ার হোসেন। মাহদী হাসানের মামলায় অভিযুক্তরা হলেন সাবেক উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, রেজিস্ট্রার, ছাত্রলীগের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে ছাত্রলীগ নেতা আলী ইবনুল সানি, কুয়েট ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাদমান নাহিয়ান সেজান, বঙ্গবন্ধু হলের ছাত্রলীগ কর্মী আবির স্বপ্নিল, তাশরিফ সালেহ রাহুল, ফয়সাল, মশারুর আলম কৌশিক, আসাদুজ্জামান রিয়ান, পরিমল কুমার রায়, তারিক আহমেদ শ্রাবন, দৌলতপুর থানার সাবেক সভাপতি এস এম আনোয়ার হোসেন।

অটোরিকশায় 'অশোভন অঙ্গভঙ্গি'র অভিযোগে গ্রেপ্তার ১

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর ডেমরার স্টাফ কোয়ার্টার থেকে বড়ভাঙা যাওয়ার পথে অটোরিকশায় এক নারী যাত্রীর সঙ্গে 'অশোভন অঙ্গভঙ্গি' করার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার সকালে বাংলাদেশ পুলিশের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়। ওই পোস্টে বলা হয়, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের এক শিক্ষার্থী গত ১৪ এপ্রিল তার ফেসবুক পেজে দুটি ভিডিও পোস্ট করেন। ভিডিওতে দেখা যায়, একটি অটোরিকশায় তার মুখোমুখি বসা এক বয়স্ক ব্যক্তি বারবার অশোভন অঙ্গভঙ্গি করছেন। ওই ছাত্রী জানান, তিনি ডেমরার স্টাফ কোয়ার্টার থেকে বড়ভাঙা যাওয়ার জন্য অটোরিকশায় উঠেছিলেন এবং সে সময় এ ঘটনা ঘটে। অটোরিকশা থেকে নামার পর তিনি ওই ব্যক্তিকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ঘটনাটি অস্বীকার করেন। পুলিশের ফেসবুক পোস্টে আরও জানানো হয়, ভিডিও দুটি ইতোমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করে উক্ত ব্যক্তিকে শনাক্ত করে এবং তাকে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের হটলাইন নম্বর চালু রয়েছে। হটলাইন নম্বরগুলো হলো: ০১৩২০০০২০০১, ০১৩২০০০২০০২, ০১৩২০০০২২২২। এ নম্বরগুলো ২৪ ঘণ্টাই সচল রয়েছে।

তেল ও চাল নিয়ে তেলেসমাতি বন্ধ করতে হবে: বাংলাদেশ ন্যাপ

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে ভোজ্যতেলের বাজারে বারবারই আগুন, অন্যদিকে চালের বাজারেও অস্থিরতা জনজীবনে দুর্ভোগ বয়ে নিয়ে আসে। লাফিয়ে-লাফিয়ে বৃদ্ধি পায় ভোজ্যতেলের মূল্য। আবারও ভোজ্যতেলের মূল্য ১৪ টাকা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে সরকারের চাইতে লুটেরা ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট অনেক বেশী শক্তিশালী' বলে মন্তব্য করে বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ ভোজ্যতেল ও চাল নিয়ে তেলেসমাতি বন্ধ করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। গতকাল বুধবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ ন্যাপ চেয়ারম্যান জেবেল রহমান গানি ও মহাসচিব এম. গোলাম মোস্তফা ভুইয়া এ আহ্বান জানান। তারা বলেন, বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েও ভোজ্যতেলের সিন্ডিকেট ভাঙতে ব্যর্থ। আবারও ১৪ টাকা মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে স্পষ্ট সরকার সিন্ডিকেট ভাঙতে পারেনি। সিন্ডিকেটদের কাছে সরকার অসহায়। দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন অজুহাতে তেলের মূল্য বৃদ্ধি করে বাজারে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পকেট কেটে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়।

ফ্যাসিস্টের প্রতিকৃতি বানানো শিল্পীর বাড়িতে আগুন

স্টাফ রিপোর্টার : পহেলা বৈশাখের শোভাযাত্রার জন্য ফ্যাসিস্টের প্রতিকৃতি বানানো চিত্রশিল্পী মানবেন্দ্র ঘোষের বাড়িতে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় এই চিত্রশিল্পী নিজ বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১টার দিকে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার গড়পাড়া ঘোষের বাজার এলাকায় শিল্পীর বাড়িতে আগুন দিয়েছে বলে দাবি মানবেন্দ্রের পরিবারের। আগুনে তার একটি ঘর পুড়ে গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, পহেলা বৈশাখে ফ্যাসিস্টের মুখাকৃতি বানানোর কারণে এই ঘটনা ঘটেছে। তবে মানবেন্দ্র ঘোষের দাবি, তিনি শুধু বাঘের মোটিফ তৈরি করেছেন, ফ্যাসিস্টের মুখাকৃতি নয়। তিনি বলেন, আমিসহ আমার পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। এই মুহূর্তে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করছি। ২/৩ দিন ধরে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আমাকে উদ্দেশ করে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। এসব ঘটনায় গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মানিকগঞ্জ সদর থানায় জিডিও করেছি। আর মধ্যরাতে দুর্বৃত্তরা বাড়িটি পুড়িয়ে দেয়। তিনি জানান, অগ্নিকাণ্ডে তার শিক্ষাজীবন থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত নিজের হাতে গড়া বিভিন্ন মূল্যবান চিত্রকর্ম পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পরিবারে পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া বাড়িটি ছিল আধাপাকা টিনের ঘর। সেখানে থাকা মানবেন্দ্রর শিল্পকর্মের যাবতীয় সরঞ্জামাদি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন অবশিষ্ট কিছু নেই। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন মানিকগঞ্জ সদর থানার ওসি আমান উল্লাহসহ পুলিশের কর্মকর্তারা। ওসি আমান উল্লাহ জানান, এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। জানা গেছে, চিত্রশিল্পী মানবেন্দ্র ঘোষের বাড়ি ও সাবেক স্বাস্থ্য মন্ত্রী জাহিদ মালেকের বাড়ি একই এলাকায়। ধারণা করা হচ্ছে, ফ্যাসিস্টের মুখাকৃতি তৈরির ক্ষোভ থেকে এই ঘটনা ঘটতে পারে।

নোয়াখালীতে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে বালুভর্তি ট্রাকের ধাক্কা, নিহত ২

স্টাফ রিপোর্টার : নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে বালুভর্তি আরেকটি ট্রাকের ধাক্কায় দুই জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন। গতকাল বুধবার ভোর সোয়া ৪টার দিকে উপজেলার নাজিরপুর এলাকার নোয়াখালী-লক্ষ্মীপুর মহাসড়কের জালালের গ্যারেজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন, উপজেলার বেগমগঞ্জ ইউনিয়নের ফাজিলপুর এলাকার জসিম উদ্দিনের ছেলে সাকিব (১৮) ও একই ইউনিয়নের কেন্দুরবাগ এলাকার শাহ আলমের ছেলে সাকিব (২০)। স্থানীয়রা জানান, লক্ষ্মীপুর থেকে বালুভর্তি একটি ট্রাক নোয়াখালীর চৌমুহনী পৌরসভা এলাকায় যাচ্ছিল। এসময় নোয়াখালী-লক্ষ্মীপুর মহাসড়কের বেগমগঞ্জ উপজেলার জালাল মিয়ার গ্যারেজ এলাকায় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বালুভর্তি ড্রাম ট্রাককে অপর দিক থেকে আসা বালুভর্তি আরেকটি একটি ট্রাক ধাক্কা দিলে ট্রাকের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই ট্রাকের হেলপার সজিব ও চালকের বন্ধু সাকিব গুরুতর আহত হন। পরে ভোর ৫টার দিকে চন্দ্রগঞ্জ হাইওয়ে পুলিশ ও চৌমুহনী ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় আহতদের ট্রাক কেটে বের করে বেগমগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করে। ওই সময় ট্রাকের চালক আহত অবস্থায় পালিয়ে যায়। চন্দ্রগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি রুহুল আমিন বলেন, পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায়। নিহতদের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

কক্সবাজারগামী ট্রেনে আগুন, আতঙ্কে লাফ দেওয়া মায়ের কোল থেকে পড়ে শিশুর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজারগামী প্রবাল এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি বগিতে আগুন লাগার পর আতঙ্কে লাফ দিয়েছেন এক দম্পতি। এতে তারা গুরুতর আহত হন। এ সময় মায়ের কোল থেকে পড়ে আট মাসের শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আহতরা হলেন- কক্সবাজার সদরের পিএমখালী ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের হাংগুর ঘোনা এলাকার আব্দুর রাজ্জাক (৩০) এবং তার স্ত্রী লিজা আক্তার (২০)। এ ঘটনায় মারা গেছে তাদের শিশুসন্তান মো. হামদান। গত মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেললাইনের লোহাগাড়া উপজেলার রশিদাপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। লোহাগাড়া রেলওয়ে স্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার দিদার হোসেন বলেন, চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা প্রবাল এক্সপ্রেসের 'ড' বগিতে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। এতে যাত্রীদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ট্রেন লোহাগাড়া স্টেশনে পৌঁছার আগেই আগুন নিয়ন্ত্রণ আসে। এ সময় আতঙ্কে আব্দুর রাজ্জাক ও লিজা আক্তার দম্পতি ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে আহত হন। তবে লিজার কোল থেকে পড়ে শিশুসন্তানটি মারা গেছে। তারা সাতকানিয়া স্টেশন থেকে প্রবাল এক্সপ্রেস ট্রেনে কক্সবাজার যাচ্ছিলেন। লোহাগাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শিমুল দত্ত বলেন, কয়েকজন যুবক আট মাস বয়সী শিশুসন্তান ও তার বাবা-মাকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। এর মধ্যে শিশুটি ঘটনাস্থালে মারা গিয়েছিল। তার বাবা-মাকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। লোহাগাড়া থানার সেকেন্ড অফিসার মো. জাহেদ হোসেন বলেন, ট্রেন থেকে আতঙ্কে লাফ দিয়ে এক শিশু নিহত ও দুজন গুরুতর আহত হন। পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেছে। আহত দুজনকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক সংস্কার ও ৬ লেনে উন্নীত করার নির্দেশনা

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ককে ছয় লেনে উন্নীত করার দাবিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সড়ক ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন জুলাই গণঅভ্যুত্থানের কেন্দ্রীয় সংগঠক সাদিক কায়েম। গতকাল বুধবার দুপুরে সচিবালয়ে সড়ক ও যোগাযোগ উপদেষ্টার কার্যালয়ে উপদেষ্টার হাতে এ স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। এ সময় উপদেষ্টা প্রস্তাবনার আলোকে দ্রুততম সময়ের মধ্যেই চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক সংস্কার ও ছয় লেনে উন্নীত করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশনা দেন। স্মারকলিপিতে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের বর্তমান সমস্যা ও ছয় লেনে উন্নীত করার যৌক্তিকতা তুলে ধরে নয়টি দাবি তুলে ধরা হয়। দাবিসমূহ হলো- অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ককে অবিলম্বে ৬ লেনে উন্নীত করার ব্যবস্থা গ্রহণ ও দ্রুত বাস্তবায়ন। মহাসড়কের বিপজ্জনক স্থানগুলোতে বিশেষ করে জাঙ্গালিয়ার মতো দুর্ঘটনাপ্রবণ বাঁকগুলোর নকশাগত পরিবর্তন করে দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমানো। পৃথক এক্সপ্রেস লেন, ধীরগতির যানবাহনের জন্য আলাদা লেন ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা। পর্যাপ্ত ট্রাফিক পুলিশ নিয়োগ ও পর্যটন মৌসুমে অতিরিক্ত ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। স্মার্ট ট্রাফিক সিস্টেম চালু ও নিয়মিত তদারকি করা, যাতে বিপজ্জনক বাঁকগুলোতে ডিজিটাল সাইনবোর্ড ও ট্রাফিক লাইট স্থাপন করা যায়। অন্তর্বর্তীকালীন মহাসড়ক সংস্কার, প্রশস্তকরণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা। মহাসড়কে লবণবাহী ট্রাক চলাচলের জন্য আলাদা নীতিমালা প্রণয়ন করে রাস্তা পিচ্ছিল হওয়ার সমস্যা দূর করা। পর্যটন মৌসুমে বিশেষ ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা জোরদার করা। হাটবাজার ও জনবসতিপূর্ণ এলাকায় ওভারপাস ও আন্ডারপাস নির্মাণ। স্মারকলিপি প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন নিরাপদ বাংলাদেশ চাই প্ল্যাটফর্মের মুখপাত্র রায়হান উদ্দীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠক তারেকুজ্জামান, অ্যাক্টিভিস্ট ফরহাদ শাকিব ও হোটেল রয়েল বীচের ম্যানেজিং ডিরেক্টর নুরুল আনোয়ার। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের কেন্দ্রীয় সংগঠক সাদিক কায়েম জানান, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে অনেক বছর ধরে একের পর এক প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা হচ্ছে। কেড়ে নিচ্ছে শত শত তাজা প্রাণ। এর মূল কারণ, সরু ও সংস্কারহীন সড়ক, যা ক্রমবর্ধমান যানবাহনের চাপে বিপজ্জনক রূপ ধারণ করেছে। তিনি বলেন, গতকাল বুধবার সড়ক ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানের সঙ্গে সৌজন্য বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ককের বিষয়ে তাঁকে অবহিত করে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। ক্রুটিপূর্ণ নকশা এবং সরু পথ সংস্কার করে এই সড়ককে ছয় লেনে উন্নীত করতে দাবি জানানো হয়েছে। এর আগে গত ১১ এপ্রিল নগরের সিআরবি রেল ভবনে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক ছয় লেনে উন্নীত করার দাবিতে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানের কাছে স্মারকলিপি দেন চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক ছয় লেন বাস্তবায়ন পরিষদ।

চট্টগ্রামে ৬ দফা দাবিতে পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : ছয় দফা দাবিতে চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ করেছেন। গতকাল বুধবার দুপুরে নগরের দুই নম্বর গেট এলাকায় শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ সমাবেশে নানান স্লোগান দেন। শিক্ষার্থীরা বলেন, ছয় দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এর আগেও জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল। মানববন্ধন-সমাবেশ করা হয়েছিল, কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাই আবারও আন্দোলনে নামতে হয়েছে। শিক্ষার্থীদের ছয় দফা দাবি হচ্ছে- জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর পদে ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টরদের পদোন্নতির রায় বাতিল করতে হবে। ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টরদের পদবি পরিবর্তন, মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের চাকরিচ্যুত করতে হবে। ২০২১ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টরদের নিয়োগ সম্পূর্ণভাবে বাতিল এবং নিয়োগবিধি সংশোধন করতে হবে। ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে যেকোনও বয়সে ভর্তির সুযোগ বাতিল করতে হবে। চার বছর মেয়াদি কারিকুলাম চালু এবং অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে ইংরেজি মাধ্যমে করতে হবে। উপসহকারী প্রকৌশলী ও সমমান (১০ম গ্রেড) থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও যেসব সরকারি, রাষ্ট্রীয়, স্বায়ত্তশাসিত ও স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের নিম্নপদে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। কারিগরি সেক্টর পরিচালনায় পরিচালক, সহকারী পরিচালক, বোর্ড চেয়ারম্যান, উপসচিব, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, অধ্যক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সব পদে কারিগরি শিক্ষাবহির্ভূত জনবল নিয়োগ নিষিদ্ধ করতে হবে।

সম্পাদকীয়

বাড়বে মূল্যস্ফীতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিন

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক-এডিবি'র পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হার কমে যাবে। পাশাপাশি মূল্যস্ফীতির হার ফের বেড়ে ডবল ডিজিটে পৌঁছে যাবে। বাজার ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি এবং ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়নের কারণে মূল্যস্ফীতির হার বাড়তে পারে। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য খাতে অস্থিরতা এবং উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে ভোক্তার ভোগ কমলে স্বাভাবিকভাবেই প্রবৃদ্ধির হার কমবে। বুধবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এডিবির বাংলাদেশের আবাসিক মিশনে 'এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট আউটলুক (এডিও) এপ্রিল ২০২৫' প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষ্যে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার কমবে; তবে আগামী অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেতে পারে। এ প্রতিবেদনে প্রবৃদ্ধির হার কমার কারণগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে নানা সংকটের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই সংকট উত্তরণে আগে থেকেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। রপ্তানি খাতে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে নতুন বাজার খোঁজার পাশাপাশি এ খাতে বৈচিত্র্য আনতে হবে। এদিকে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। গত জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকের তুলনায় অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকে প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, মূল্যস্ফীতির হার এখন নিম্নমুখী ধারায় থাকলেও আগামী দিনে এ হার বেড়ে যাবে। বস্তুত পাইকারি বাজারে প্রতিযোগিতার অভাব, বাজারসংক্রান্ত তথ্যের ঘাটতি, সরবরাহ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং টাকার অবমূল্যায়নের কারণে মূল্যস্ফীতির হার বাড়তে পারে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে আইএমএফ-এর বৈঠকে নানা বিষয় আলোচনায় এসেছে। এসব আলোচনা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেওয়া পদক্ষেপে কতটা প্রভাব ফেলবে, এটাই এখন দেখার বিষয়। আমরা মনে করি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দেশের সার্বিক বিনিয়োগ পরিস্থিতিও বিবেচনায় রাখবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং সরকারকে এমনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যাতে নতুন বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে আগ্রহী হন। বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব না হলে দেশে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে না। মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় দেশে সব শ্রেণির মানুষের উদ্বেগ বাড়ে। এ প্রবণতা রোধে সময়মতো পদক্ষেপ নিতে হবে।

এ প্রতিবেদনে প্রবৃদ্ধির হার কমার কারণগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে নানা সংকটের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই সংকট উত্তরণে আগে থেকেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। রপ্তানি খাতে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে নতুন বাজার খোঁজার পাশাপাশি এ খাতে বৈচিত্র্য আনতে হবে। এদিকে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। গত জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকের তুলনায় অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকে প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়

বিনোদনের নামে 'খেলার মাঠ' দখল করে ব্যবসা বন্ধ হোক

সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে জানা গেছে, ঢাকা দক্ষিণ সিটির আওতাধীন এলাকার সবচেয়ে বড় খেলার মাঠ ধূপখোলায় অবস্থিত। ৭ দশমিক ৪৭ একর আয়তনের এই মাঠের নাম দেওয়া হয়েছিল ধূপখোলা আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলার মাঠ। ২৫ কোটিরও বেশি টাকা ব্যয়ে এই মাঠের সংস্কার শেষে ২০২৩ সালের ১১ অক্টোবর উদ্বোধন করা হয়েছিল। ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এই প্রথম খেলার মাঠে বাণিজ্যিকভাবে মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এই মাঠের দক্ষিণপূর্ব কোণে 'ইস্ট এন্ড ক্লাব'এর কার্যালয় রয়েছে। মাঠের একটি অংশে ক্লাবের পক্ষ থেকে মেলার আয়োজন করার পোস্টার টাঙাতে দেখা গেছে। পুরান ঢাকার নারিন্দাতে বীর মুক্তিযোদ্ধা সাদেক হোসেন খোকা মাঠেও মেলা বসানো হয়েছে। পুরো মাঠে শিশু-কিশোরদের জন্য বিভিন্ন রাইড ও খেলনার দোকান বসানো হয়েছে। পাশাপাশি সেখানে খাবারের দোকানও বসানো হয়েছে। ইংলিশ রোডে ময়লার ভাগাড়কে দৃষ্টিনন্দন করে পার্কে পরিণত করেছিল ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন। সেই মালিটোলা পার্কেও মেলা বসিয়েছেন স্থানীয় বিএনপির নেতারা। পুরান ঢাকার ধোলাইখালের প্রধান সড়কের এক পাশের একটি অংশের দখল করে ঈদের দিন থেকে মেলা বসিয়েছেন স্থানীয় যুবদল নেতা সৌরভ রাসেল। রাস্তা বন্ধ করে মেলা বসানোর কারণে গাড়ি চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। ঈদ ও বৈশাখি মেলা আয়োজনের নাম করে পুরান ঢাকার লক্ষ্মীবাজার এলাকায় খেলার মাঠ ও মার্কেটের জায়গা দখলে নিয়ে ব্যবসা করার অভিযোগ উঠেছে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের বেশকিছু নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে। সিটি করপোরেশনের নাম ভাঙিয়ে কোনও অনুমতি ছাড়াই মাঠ দখল করে ব্যবসা করছেন তারা। ফলে খেলাধুলা থেকে বঞ্চিত ওই এলাকার শিশুরা। এমনিতেই ঢাকা সিটিতে পর্যাপ্ত মাঠ নেই। যে কয়টি মাঠ আছে তা জনসংখ্যার তুলনায় অপ্রতুল। খেলার মাঠ না থাকলে শুধু মোবাইল আর টিভি দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে শিশুরা। যা তাদের শারীরিক ও মানুষিক বিকাশে বাধার সৃষ্টি করবে। এটা মোটেই ভাল বিষয় নয়। পত্র-পত্রিকায় কিছুদিন পরপর মাঠ দখলের সংবাদ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এরপরও খেলার মাঠ ও পার্ক রক্ষা না করে করপোরেশন নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে। সিটি করপোরেশনের উচিত দ্রুত এসব মাঠ ও পার্ক উদ্ধার করে শিশু-কিশোর ও বাসিন্দাদের ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া। যাঁরা মাঠ ও পার্ক দখলের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয়ের দিকে না তাকিয়ে দখলদার হিসেবে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। আমরা বিশ্বাস করি সিটি করপোরেশনের দায়িত্বশীল যারা আছেন, তারা শিগগিরই এর একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। খেলার মাঠ বা রাস্তা বন্ধ করে বিনোদনের নামে এসব ব্যবসা বন্ধ করতে হবে।

পাশাপাশি সেখানে খাবারের দোকানও বসানো হয়েছে। ইংলিশ রোডে ময়লার ভাগাড়কে দৃষ্টিনন্দন করে পার্কে পরিণত করেছিল ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন। সেই মালিটোলা পার্কেও মেলা বসিয়েছেন স্থানীয় বিএনপির নেতারা। পুরান ঢাকার ধোলাইখালের প্রধান সড়কের এক পাশের একটি অংশের দখল করে ঈদের দিন থেকে মেলা বসিয়েছেন স্থানীয় যুবদল নেতা সৌরভ রাসেল। রাস্তা বন্ধ করে মেলা বসানোর কারণে গাড়ি চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। ঈদ ও বৈশাখি মেলা আয়োজনের নাম করে

ড. ইউনূস: বাংলাদেশের সম্ভাবনার নায়ক

রাজু আহমেদ

যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, এই প্রজন্মের একজন অংশীজন হিসেবে তোমার দেশের কী নিয়ে গর্ব করতে পারো? ভাবনা ছাড়াই উত্তর দেব– ড. ইউনূসের মতো আন্তর্জাতিক সেলিব্রেটিকে দেশের শাসক হিসেবে দেখেছি। যার জন্য আমার সোনার বাংলাদেশে এবং যিনি আমাদের মত বাংলা ভাষায় কথা বলেন। যিনি তরুণদের মতো স্বপ্ন দেখেন এবং তার স্বপ্নগুলো দিনশেষে দেশপ্রেমিক মানুষের কল্পনার সাথে একীভূত করা যায়। আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্য যে, ৮৪ বছরের একজন অদম্য যুবক দেশটাকে বিশ্বমঞ্চে টেনে নিয়ে যেতে তার যে সময়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন, সেই সময়টিতে আমি বেঁচেছিলাম এবং তার কীর্তি গাঁথা চাক্ষুষ দেখেছিলাম- উত্তরসূরিদের কাছে বুকভরা গর্বের সাথে এসব গল্পচ্ছলে বলতে পারব। কী অসামান্য, অসাধারণ নায়কি দিয়ে তিনি মুগ্ধ করে চলেছেন সবাইকে! যারা শত্রু- তারাও অবলীলায় বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করছেন। কারো প্রতি কোন প্রতিহিংসা কিংবা প্রতিশোধপরায়ণতা নাই। এসো বন্ধু হই, দেশ গড়ি- এমন অত্যন্ত পরিণত মনোভাব নিয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিচ্ছেন প্রজন্মের কল্পিত স্বপ্নের কোলে। অথচ, এই মানুষটিকে কীভাবে প্রজন্মের সাথে পরিচিত করা হয়েছিল? ছোটবেলায় মাহফিলে ''সুদখোর'' বলে কত গালাগাল দিতে শুনেছি! গরিবের রক্তচোষা হিসেবে কত কথা শোনাতে শুনেছি। প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে নোবেল প্রাপ্তিই যেন কাল হয়ে দাঁড়ালো ড. ইউনূসের জন্য। হামলা-মামলা, হয়রানি করতে করতে প্রজন্ম ভালোবাসতে শুরু করলো তাঁকে। বিশ্ব দরবারে যে লোকটির উপস্থিতি পরম আরাধ্য সেই মানুষটিকে স্বভূমে চরম অসম্মানজনক ও অসৌজন্যমূলক অবস্থার মধ্যে দিয়ে জেল-জরিমানার মুখোমুখি করা হয়েছে। মজলুমের পক্ষে সবার সহমর্মিতা তৈরি হওয়ার নজির এই বাংলার হাজার বছরের ইতিহাসের অংশ। ড. ইউনূস এসে জাতির সামনে ত্রাতা হয়ে দাঁড়ালেন। কোনো বিশেষণ ছাড়াই যাকে ডাকা যায়, তেমন একটি মানুষকে বাংলাদেশের নিজস্ব করে পাওয়ায় সংসর্গ বঞ্চিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিশ্ব। এই মানুষটির নেওয়ার কিছু নেই; বরং দেওয়ার আছে বহুকিছু। আমরা সব গ্রহণ করতে পারবো কি না জানি না, কারণ জাতীয়তার ইতিহাসে সভ্যতাকে খুব বেশি সমৃদ্ধ করার উপলক্ষ্য আসেনি এবং উপলব্ধিও করিনি। হয়ত ডিসেম্বরেই কতিপয়ের আকাঙ্ক্ষিত নির্বাচন হবে। রাষ্ট্র নতুন রাষ্ট্রনায়ক পাবে। তবে, ড. ইউনূসকে এই দেশের মঙ্গলের জন্য রাখতেই হবে। অনুনয় বিনয় করে দেশ গঠনে তাঁকে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিশ্বমোড়লদের সামনে বাংলাদেশের মুক্তির দূত হিসেবে প্রেরণ করতে হবে।

সবচেয়ে ভালো হয়, সবার ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচনকে বিলম্বিত করে ড. ইউনূসকে বছর পাঁচেকের জন্য নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া। দেশের উন্নতিরও সমৃদ্ধির জন্য জাতি হিসেবে নির্বাচন নির্বাচন না করে সেই সময়টুকু নির্বিঘ্নে তাঁকে দেবো- ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষায় থাকাদের প্রতি সে ভরসা করা যায় না। অথচ পতিত সরকারের পতন না হলে ২০২৯ পূর্বে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। ৫৫ বছরের বাংলাদেশ– এখানে স্বপ্ন এবং বাস্তবতার ব্যবধান ২৫ থেকে ৩০ বছরের। আমাদের যা পাওয়ার কথা ছিল তা পাইনি বরং বঞ্চনার ও ধোঁকাবাজির পাঁচ দশক প্রত্যক্ষ করেছি। দেশ ও জাতি হিসেবে আমাদের যেখানে পৌঁছানো উচিত ছিল, সেখানে আমরা পৌঁছাইনি। কেন লক্ষ্য অর্জন করতে পারিনি– সেটার কারণ বলা ভবিষ্যৎ বিবেচনায় বর্তমানে বারণ, তবে কমবেশি সবারই জানা। অতীতের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যকার কমতি পূরণ করে বাংলাদেশকে পঞ্চাশ বছর সামনে নিতে আরও পাঁচ বছর ড. ইউনূসকে দেশের প্রয়োজন। এ ব্যাপারে দেশের অধিকাংশ মানুষ কী মনে করে সেজন্য প্রয়োজনে গণভোট হোক। তবে যদি কোনো উপায় না তবে ড. ইউনূসকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নয়, বরং কোনো নির্বাচিত সরকারের বিশেষ অনুরোধে মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে রেখে দেওয়ার নিশ্চয়তা দেশবাসীকে নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশের এই রত্নের প্রতি অতীতে যে অন্যায় ও অবিচার হয়েছে, সেটার কাফফারা হিসেবে ড. ইউনূসের নায়কোচিত বিচরণ বাংলাদেশের স্বার্থে অতীব জরুরি।

দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলো যদি এই বাস্তবতা অনুধাবন করে, তবে সেসব দলকে নিঃসন্দেহে দেশপ্রেমিক দল হিসেবে আখ্যা দেওয়ার জন্য নতুন কোনো ব্যাখ্যার দরকার পড়বে না। ড. ইউনূস যা বলছেন, যেখানে যাচ্ছেন, যা করছেন– সেখানেই দেশের মঙ্গলের তরে সোনা ফলছে। বিশ্বনেতাদের মোহাবিষ্ট করার মন্ত্র তাঁর চেয়ে এই মুহূর্তে বেশি কেউ জানেন বলে প্রতীয়মান নয়। বাংলাদেশের কেউ বিশ্ব দরবারে ইউনূসের কাছাকাছিও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি- তেমনটি কোথাও কেউ নাই। ড. ইউনূস বাংলাদেশকে কতদূর নিয়ে যেতে পারবেন, তা অনেকেই হয়ত আন্দাজও করতে পারছেন না। সারাবিশ্বের বাঘা-বাঘা রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্রনায়ক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানগণ এবং জায়ান্ট কোম্পানিগুলোর স্বত্বাধিকারীরা তাঁকে যে ভালোবাসা, সমীহ ও সম্মান দেখাচ্ছেন, তার পেছনে যে বিশাল যোগ্যতা তিনি ধারণ করছেন, তা আমাদের ক্ষুদ্রতার কারণে আমরা পরিমাপ করতে পারছি না। ভবিষ্যতের বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য আমরা যেন হীন বা ক্ষীণ কোনো স্বার্থ, লোভ কিংবা অযৌক্তিক ক্ষোভের কারণে তাঁকে হারিয়ে না ফেলি। যোগ্য এবং দক্ষ মানুষদের আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিত্ববোধ আকাশচুম্বী। আমাদের ভুলের কারণে কূলে পৌঁছানোর পূর্বেই তরী যেন মাঝ দরিয়ায় না ডোবে– জাতির জাতীয়তার অগ্রদূতদের হিসেবে সজাগ থাকা জরুরি। ড. ইউনূসকে দেশের স্বার্থে আরও বেশি সময় পাওয়ার জন্য তরুণ-যুবক ও জনতাকে আরেকবার রাস্তায় নামতে হতে পারে-প্রস্তুত থেকো। **লেখক: রাজু আহমেদ, প্রাবন্ধিক**

ধর্ম শান্তি ও সম্প্রীতির শিক্ষা দেয়

মাহমুদ আহমদ

প্রতিটি ধর্মই সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি আর ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয়। সমাজ ও দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এমন কোন শিক্ষা ধর্ম আমাদেরকে দেয় না। সকল ধর্মই শান্তির বার্তাবাহক। সমাজ ও দেশে যে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা করলে সৃষ্টিকর্তা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হোন। সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছে, সবাই যেন শান্তিপূর্ণ ভাবে জীবন যাপন করে। আর এই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহপাক সর্বশেষে ইসলাম নামক ধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হজরত মুহাম্মদ (সা.)এর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। ইসলাম এমন এক সুন্দর ও শান্তিপ্রিয় ধর্ম যার মাঝে অশান্তির কোনো স্থান নেই। এর আগাগোড়া কেবল শান্তিই আর শান্তি। এক কথায় বলা যায়, ইসলাম পরিপূর্ণ শান্তির ধর্ম। গাজায় ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে। নিরীহ মানুষের ওপর চলমান বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে দেশজুড়ে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। তবে এই প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ থেকে অন্তত পাঁচ জেলায় কেএফসি, পিৎজা হাট, বাটাসহ বেশ কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাঙচুর-লুটপাট হয়েছে, যা মোটেও ঠিক নয়। নির্যাতিত ফিলিস্তিনিদের জন্য আপনার আমার হৃদয়ে অবশ্যই রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমরা তাদের শান্তির জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে দোয়া করি এবং এই নির্মম নির্যাতনের প্রতিবাদ জানাই ঠিকই কিন্তু দেশের সম্পদ নষ্ট করে নয়। তাই আমাদের প্রতিবাদ হবে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ, সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এমন কোন কাজ আমরা যেন না করি। ইসলাম এমন একটি শান্তির ধর্ম, যেখানে বিশৃঙ্খলা তো দূরের কথা, কাউকে অবজ্ঞা করারও অনুমতি দেয় না। যেমন আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন 'হে যারা ইমান এনেছ! তোমাদের কোনো জাতি অন্য কোনো জাতিকে উপহাস করবে না। হতে পারে তারা এদের চেয়ে উত্তম। আর নারীরাও অন্য কোনো নারীদেরকে উপহাস করবে না। হতে পারে তারা এদের চেয়ে উত্তম। বিশ্ব নিয়ন্ত্রণকর্তা সব সময়ই মানুষকে শান্তির পথে আহ্বান করে থাকে। প্রকৃত শান্তির ধারক ও বাহক ইসলাম ধর্মের নিষ্ঠাবান, শান্তিপ্রিয় অনুসারী মুসলমান কখনো সমাজের ও দেশের অশান্তির কারণ হতে পারে না। আল্লাহতায়ালা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গীন দ্বীন হিসেবে মনোনীত করেছেন, আর হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.)কে বানিয়েছেন সকলের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। মহানবির (সা.) জীবনাদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে যে কোনো ব্যক্তির জীবন শান্তিময় হতে পারে, হোক সে ইহুদি, খ্রিষ্টান বা যেকোনো ধর্মের অনুসারী। কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা করার অনুমতি ইসলামে নেই। আজ সমগ্র বিশ্বে ধর্মের নামে যে বিশৃঙ্খলা তা পবিত্র কুরআন ও ইসলামি শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। নৈরাজ্যের মাধ্যমে কেবল বিশৃঙ্খলাই দেখা দিতে পারে, শান্তি নয়। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চাই শান্তিময় পরিবেশ। নৈরাজ্য সৃষ্টি করে কাউকে ইসলামের সুশীতল ছায়ার বেহেশতি বাতাসের স্বাদ উপভোগ করানো যেমন যায় না, তেমনি সমাজে শান্তিও প্রতিষ্ঠা করা যায় না। যদিও জোর করে আমি কাউকে আমার মত ও পথের দিকে আনতে পারি কিন্তু তার হৃদয়কে সম্ভব নয়। হৃদয় জয় করতে হলে উত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা চাই, যা করেছিলেন আমাদের প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি (সা.) মানব হৃদয় তরবারি দিয়ে জয় করেননি, তিনি জয় করেছিলেন উত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। শান্তির ধর্ম ইসলাম কোনো ভাবেই দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার অনুমতি দেয় না, বরং যারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করে, তাদের জন্য ভয়াবহ শাস্তির কথাও রয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন, 'যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালায়, নিশ্চয় তাদের সমুচিত শাস্তি হলো নৃশংসভাবে তাদেরকে হত্যা করা বা ক্রুশে দিয়ে মারা অথবা তাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা কিংবা তাদেরকে নির্বাসিত করা। এটা হলো তাদের জন্য ইহকালের লাঞ্ছনা এবং পরকালেও রয়েছে তাদের জন্য এক মহা আজাব' (সুরা আল মায়েদা, আয়াত: ৩৩)। রাষ্ট্রের বা সমাজের সামগ্রিক স্বার্থেও প্রয়োজনে বিপজ্জনক সর্বনাশা দুষ্কৃতিকারীকে কঠোরতম শাস্তি প্রদানে ইসলাম ইতস্তত করে না। স্বপ্নবিলাসীদের আবেগ উচ্ছ্বাস ইত্যাদির তোয়াক্কা না করে যুক্তি ও বিচারের মাপকাঠি অনুসরণ করে ইসলাম রাষ্ট্রের বা জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধকারীর শাস্তি নির্ধারণ করে। এই আয়াতে যে নির্বাসিত করার কথা বলা হয়েছে, হজরত ইমাম আবু হানিফার (রহ.) মতে এর তাৎপর্য হলো কারাদণ্ড। যারা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর কোনো ব্যবস্থা নিলে তা কখনো ইসলাম পরিপন্থি হবে না। কেননা, ইসলামই দেশে নৈরাজ্যকারীদের শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমাদের এই দেশ একটি শান্তিপূর্ণ দেশ। এদেশে বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা একত্রে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছে। এখানে যারা অশান্তি সৃষ্টি করবে, তাদেরকে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিহত করতে হবে। যারা সমাজে নাশকতা সৃষ্টি করতে চায় তারা কখনো শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রকৃত অনুসারী হতে পারে না। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'আর পৃথিবীতে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তোমরা এতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না' (সুরা আল আরাফ, আয়াত: ৫৬)। সমাজে বিশৃঙ্খলা করার কোনো শিক্ষা ইসলামে পাওয়া যায় না। যারা দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে, তারা শুধু শান্তিকামী মানুষেরই শত্রু নয় বরং তারা মহান আল্লাহতায়ালারও শত্রু। এছাড়া ইসলাম আমাদেরকে উচ্ছৃঙ্খল জীবন পরিহার করে বিনয়ী এবং নম্র হয়ে চলার শিক্ষা দেয়। যদি কেউ কষ্ট দিতে চায়, ইসলামের শিক্ষা হল তার জন্যও তুমি শান্তি চেয়ে দোয়া কর। যেমন বলা হয়েছে, 'আর রহমান আল্লাহর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্র হয়ে চলে এবং অজ্ঞরা যখন তাদেরকে সম্বোধন করে, তখন তারা বলে সালাম' (সুরা আল ফোরকান, আয়াত: ৬৬)। পবিত্র কুরআনের এই আয়াত দিয়ে সেই গৌরবোজ্জ্বল নৈতিক বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আরম্ভ হয়েছে, যা আধ্যাত্মিক মহাকাশের সেই সূর্য অর্থাৎ মহানবি (সা.) তার জাতির মধ্যে সংঘটিত করেছিলেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে তারা দয়াময় আল্লাহতায়ালার দাসে পরিণত হয়েছিল কেবল ইসলামের উন্নত শিক্ষা মোতাবেক নিজেদের জীবন পরিচালনার জন্য। আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে বলেছেন, 'এবং দেশে নৈরাজ্য ছড়াতে চেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না' (সুরা আল কাসাস, আয়াত: ৭৭)। এসব নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের জন্য সমগ্র বিশ্বই আজ রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সর্বোপরি নৈতিকভাবে চরম অধঃপতনে নিপতিত। যেভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন , 'মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও জলে বিশৃঙ্খলা ছেয়ে গেছে। এর পরিণামে তিনি তাদের কোনো কোনো কর্মের শাস্তির স্বাদ তাদের ভোগ করাবেন, যাতে তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে' (সুরা আর রুম, আয়াত: ৪১)।

এই শান্তির ধর্মে কোনো ধরনের বল প্রয়োগ এবং নৈরাজ্যের শিক্ষা নেই। ইসলাম কাউকে হত্যা করার শিক্ষা দেয় না। হত্যার ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা হল 'আর কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করলে এর প্রতিফল হবে জাহান্নাম। সেখান সে দীর্ঘকাল থাকবে। আর আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত। তিনি তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য এক মহা আজাব প্রস্তুত করে রেখেছেন' (সুরা আন নেসা, আয়াত: ৯৩)। কাউকে হত্যার ব্যাপারে মহানবি (সা.) বলেছেন, 'কেয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যে মোকদ্দমার ফয়সালা করা হবে, তা হবে রক্তপাত, অর্থাৎ হত্যা সম্পর্কিত' (বুখারি)। কাউকে হত্যা করাকে ইসলাম কঠোরভাবে শুধু নিষেধ করেই শেষ করে নাই বরং যারা এসব সন্ত্রাসী ও জঙ্গি কার্যক্রম করে, তাদের শাস্তি কত ভয়াবহ, সেসম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে। ইসলামের শিক্ষা কত উন্নত যে, বল প্রয়োগ করে ইসলামের প্রচার করতে পর্যন্ত বারণ করা হয়েছে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, হজরত রাসুল করিম (সা.) বলেছেন, 'একজন মুসলমান হলো সেই ব্যক্তি, যার হাত এবং জিহ্বা হতে অন্যেরা নিরাপদ থাকে' (বুখারি-মুসলিম)। বস্তুত: ইসলামি শিক্ষা এক মুসলমানকে শান্তিপ্রিয়, বিনয়ী এবং মহৎ গুণাবলীর অধিকারী হতে উদ্বুদ্ধ করে। এই শিক্ষা ভুলে পরস্পর হানাহানির নীতি কোনো ক্রমেই ইসলাম সমর্থন করে না, একথা অনেকেই বাস্তব ক্ষেত্রে বেমালুম ভুলে বসেছে। যদি আমার হাত ও মুখ থেকে অন্যরা নিরাপদই না থাকে, তাহলে আমার কার্য প্রমাণ করে যে, আমি শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রকৃত অনুসারী নই। ইসলাম এমন একটি শান্তির ধর্ম, যেখানে বিশৃঙ্খলা তো দূরের কথা, কাউকে অবজ্ঞা করারও অনুমতি দেয় না। যেমন আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন 'হে যারা ইমান এনেছ! তোমাদের কোনো জাতি অন্য কোনো জাতিকে উপহাস করবে না। হতে পারে তারা এদের চেয়ে উত্তম। আর নারীরাও অন্য কোনো নারীদেরকে উপহাস করবে না। হতে পারে তারা এদের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা নিজেদের লোকদের অপবাদ দিও না। আর নাম বিকৃত করে তোমরা একে অন্যকে উপহাস করো না। ঈমার আনার পর দুর্নামের ভাগীদার হওয়া অবশ্যই মন্দ। আর যারা অনুতাপ করে না, তারাই দুষ্কৃতকারী' (সুরা আল হুজুরাত, আয়াত: ১১)। তাই আসুন, এমন কোন কাজ না করি যার মাধ্যমে সমাজ ও দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকি। লেখক: প্রাবন্ধিক, ইসলামি চিন্তাবিদ।

ট্রান্সশিপমেন্ট বাতিল: কার দায় কে ভোগে?

মোস্তফা কামাল

ব্যাংককে বিমসটেক সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের স্মার্ট পারফরম্যান্স এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকের পর অপেক্ষা ছিল দু'দেশের পরিবর্তীত পরিস্থিতি দেখার। আশা করা হচ্ছিল, সম্পর্ক অবনতির পারদ কমবে। কিন্তু, দৃশ্যত ঘটলো উল্টোটা। বাংলাদেশের ট্রান্সশিফমেন্ট সুবিধা বাতিল করেছে ভারত। দেশটির বিমানবন্দর ও বন্দর দিয়ে তৃতীয় দেশে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়েছে। সঙ্গে আবার এ কথাও বলা হয়েছে, এ পদক্ষেপের কারণে নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না। তাহলে অর্থ কী দাঁড়ালো? ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্র জেদের বশে কোনো সিদ্ধান্ত নিলে সেটি আখেরে আত্মঘাতী হয়। কথাটি সব দেশের-সমাজের জন্যই প্রযোজ্য। এ ক্ষেত্রেও একটা সময়ে গিয়ে তা-ই হবে। আবার ফয়সালাও আসবে। ততক্ষণ পর্যন্ত হীনমন্যতার পরিচয় দিল ভারত। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ করার উদ্দেশ্যেই ভারত এ পদক্ষেপ নিয়ে থাকলে বিশ্বায়নের এ যুগে ভারতকেও পস্তাতে হবে। মাঝ দিয়ে কিছুদিন ভুগবে বাংলাদেশ। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী ভারতের এ বেআইনি এবং অপ্রতিবেশী সুলভ আচরণ মোটাদাগে লেখা থাকবে। যেমনটি লেখা হয়ে গেছে, শুল্ক ইস্যুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের চিঠি এবং এতে ট্রাম্পের সাড়া দেয়ার ঘটনা। চিঠিতে ৩ মাসের জন্য বাংলাদেশের ওপর আরোপিত ৩৭ % শুল্ক প্রস্তাব স্থগিত রাখার আহ্বান জানিয়েছিলেন ইউনূস। এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এর প্রতিক্রিয়ায় বৃহস্পতিবার রাতে নিজের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে প্রধান উপদেষ্টা লিখেছেন, "শুল্ক কার্যকর ৯০ দিন স্থগিত করার আমাদের অনুরোধে ইতিবাচক সাড়া দেওয়ায় আপনাকে ধন্যবাদ মিস্টার প্রেসিডেন্ট। আপনার বাণিজ্য এজেন্ডাকে সহায়তা করতে আমরা আপনার প্রশাসনের সঙ্গে কাজ অব্যাহত রাখব।" এর মধ্য দিয়ে ড. ইউনূসের খ্যাতি-জ্যোতি এবং বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব আবারো প্রমাণ হলো। ভারতকেও একটা ফয়সালায় আসতে হবে। আপাতত যুক্তি হিসেবে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বুধবারের বিবৃতিতে বলেছে, একটি বড় সময় ধরে বাংলাদেশকে ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা দিতে থাকায় তাদের বিমানবন্দর ও বন্দরগুলোতে বেশ জট দেখা দিয়েছে। লজিস্টিক্যাল (পরিবহন সরঞ্জাম ও অন্যান্য সুবিধা) সেবায় বিলম্ব এবং উচ্চ ব্যয়ের কারণে তাদের নিজেদের রপ্তানি বিঘ্নিত হচ্ছে। ব্যাকলগ (পণ্যের জট) তৈরি হচ্ছে। সেই কারণে এই সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়েছে। আর প্রাসঙ্গিক হিসেবে বিবৃতিটিতে যোগ করা হয়েছে আরেকটি লাইন: এ পদক্ষেপে ভারতের সীমান্ত দিয়ে পরিবহন করে নেপাল ও ভুটানে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির ওপর প্রভাব পড়বে না।' পরে এক ব্রিফিংয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল। বিবৃতি বা ব্যাখ্যায় যা-ই বলা হোক, রফতানি প্রশ্নে বাংলাদেশ একটি ধাক্কা খেয়েছে। আর ভারতও তার স্বরূপ আবার প্রকাশ করেছে। ইউনূস মোদি বৈঠকে দু'দেশের সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করার পাশাপাশি চ্যালেঞ্জগুলোর বিষয়েও কথা হয়েছিল। এরমধ্যেই ভারতে বাংলাদেশের ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল হতবাক করা একতরফা সিদ্ধান্ত। যখন খোঁজা হচ্ছিল দু'দেশের রাজনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের পথ। স্বাভাবিকভাবেই রপ্তানিকারকরা এতে উদ্বিগ্ন। ট্রান্সশিপমেন্টের আওতায় ভারতের ভূমি ও অবকাঠামো ব্যবহার করে কম খরচে ও কম সময়ে এসব দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করার সুবিধা পেয়ে আসছিল বাংলাদেশ। সেখানে একটা ছেদ পড়লো। তাদের এখন বিকল্প পথ খুঁজতে হবে। এক দুয়ার বন্ধ হলে বিকল্প অনেক দুয়ার খুলে যাওয়ার অনেক দৃষ্টান্ত বিশ্বায়নের যুগে রয়েছে। ঘটনার পরস্পরায় কী কারণে আমাদের বিমানবন্দরের খরচ অনেক বেশি সেটা খুঁজে বের করা এখনকার অন্যতম কাজ। সরকার কার্গো স্পেসের সমাধান করলে এই ট্রান্সশিপমেন্ট সমস্যা সমাধানের পথ বের হতে পারে। বাংলাদেশের প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্যের বড় বাজার আরব আমিরাত, সৌদি আরব, ভারত, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, কানাডা, ওমান ও কাতার। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ ১০০ দেশে ৩৪১ দশমিক ৭৩ মিলিয়ন ডলারের খাদ্যপণ্য রপ্তানি করেছে। আগের অর্থবছরে ছিল ৩৮৩ দশমিক ২৬ মিলিয়ন ডলার। ভারত ছাড়াও নেপাল, ভুটানসহ ১৪৫টির বেশি দেশে মসলা, জুস, মুড়ি, স্ন্যাকস ও কনফেকশনারিসহ প্রচুর খাদ্যপণ্য রপ্তানি করে। ভারতের একটি মহলের তা সহ্য হচ্ছিল না। দেশটির অ্যাপারেল এক্সপোর্টার্স কাউন্সিল দীর্ঘদিন ধরে এ সুবিধা বাতিলের দাবি জানিয়ে আসছিল। কারণ, বাংলাদেশ ও ভারত তৈরি পোশাক খাতে প্রতিযোগিতা করছে। বিশ্ব বাণিজ্যে পোশাক খাতে ভারতের অন্যতম বড় প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ। ভারতীয় রপ্তানিকারকদের সংগঠন ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান এক্সপোর্ট অর্গানাইজেশনের (এফআইইও) মহাপরিচালক অজয় সাহাই বলেন, 'এ সিদ্ধান্তের ফলে এখন আমাদের কার্গো পরিবহনে অতিরিক্ত সক্ষমতা থাকবে। অতীতে রপ্তানিকারকরা বাংলাদেশকে ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা দেওয়ার কারণে বন্দর ও বিমানবন্দরে স্থান কম পাওয়ার বিষয়ে অভিযোগ করতেন। তাদের মনে এখন স্বস্তি বোধ হতে পারে। মনের এ স্বাধীনতা যার যার স্বার্থ ও রুচির ব্যাপার। ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করে একটি বার্তা দিয়েছে। ঝানু কূটনীতিক এবং বনেদি ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ বলছেন, ভারতের এ সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ সাময়িক ধাক্কা খেলেও তা কেটে যাবে। গেল ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অস্বস্তিকর সম্পর্ক তৈরি হয়। এর মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বৈঠকের পরে দুইপক্ষের মধ্যে ইতিবাচকভাবে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার মতো একটি পরিবেশ তৈরি হবে বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু এক বৈঠকের দুই ন্যারেশন আসে দুই দেশের গণমাধ্যমে। স্যোসালমিডিয়া একে আরো ফুলিয়েফাফিয়ে প্রকাশ করে। দুই নেতার বক্তব্যের ব্যাখ্যা নিয়ে উভয় দেশের সংবাদমাধ্যমে পরস্পরবিরোধী খবর পরিবেশন হয়। এরপরই আসে ট্রান্সশিপমেন্ট বাতিলের সার্কুলার।

বলার অপেক্ষা রাখে না, বাংলাদেশের কাছে শেখ হাসিনাকে ফেরত আনার বিষয়টি জরুরি। আবার ভারতের জন্য সংখ্যালঘু বিষয়টি জরুরি। এই দুটি স্পর্শকাতর বিষয় বৈঠকে আলোচনা হবে, তাও ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু ভেতরের আলোচনা এবং বাইরে সেটি জানানোর ক্ষেত্রে গোলমাল ঘটেছে। অথচ কূটনীতির নিয়মে স্পর্শকাতর বিষয় প্রকাশে যে সাবধানতা দরকার উভয় দেশের গণমাধ্যমেই তা সেভাবে রক্ষা করা হয়নি। সেইসঙ্গে প্রচার হয়েছে বাড়তি কথা। অথচ পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের বক্তব্য ছিল অত্যন্ত পরিস্কার ও সংযত। গুনে গুনে কয়েকটি শব্দে কথা বলেছেন তিনি। শেখ হাসিনাকে ফেরত আনার বিষয়ে কী আলোচনা হয়েছে এ প্রশ্নের জবাবে তৌহিদ হোসেন বলেছেন, 'বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু চূড়ান্ত কিছু হয়নি। আমি এটুকুই বলবো।' কিন্তু, তার মতো 'এটুকুতে' থাকেনি দুদেশের অনেক গণমাধ্যমই। অনিবার্য এ ধরনের ইস্যুতে কথায়-লেখায় সাবধানতা-সংযমের ব্যাপক অবকাশ রয়েছে। এ ছাড়া এ বিষয়টির সঙ্গে অর্থনীতির ব্যাপক সম্পর্ক। কথাশিল্পীরা কিন্তু বলেই খালাস। লেখকরা লিখেই দায়িত্ব শেষ। হাবিজাবি কন্টেন্ট বানিয়ে পগারপাড় ইউটিউবাররা। পুরো জেরটা সইতে হয় দেশকে। ভুগতে হয় বিজনেস কমিউনিটিকে। মনে রাখা দরকার, বাংলাদেশ এখন বিশ্ব রাজনীতির দ্য গ্রেট গেইম প্ল্যানিংয়ের শুধু দর্শক নয়, গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন তথা প্লেয়ারও! এর কারণ গ্লোবাল জিওপলিটিক্স ও ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্কিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান। আসছে দিনগুলো অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের সাথে কৌশলগত ভারসাম্য রক্ষার লড়াইর সন্ধিক্ষণও। তা ক্রমশই আরো স্বচ্ছ-পরিস্কার হচ্ছে চীন, মার্কিন, এমন কি ভারতের ট্রান্সশিপমেন্ট বাতিলসহ নানা ঘটনায়। লেখক: সাংবাদিক-কলামিস্ট; ডেপুটি হেড অব নিউজ, বাংলাভিশন

মাঝ দিয়ে কিছুদিন ভুগবে বাংলাদেশ। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী ভারতের এ বেআইনি এবং অপ্রতিবেশী সুলভ আচরণ মোটাদাগে লেখা থাকবে। যেমনটি লেখা হয়ে গেছে, শুল্ক ইস্যুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের চিঠি এবং এতে ট্রাম্পের সাড়া দেয়ার ঘটনা। চিঠিতে ৩ মাসের জন্য বাংলাদেশের ওপর আরোপিত ৩৭ % শুল্ক প্রস্তাব স্থগিত রাখার আহ্বান জানিয়েছিলেন ইউনূস। এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এর প্রতিক্রিয়ায় বৃহস্পতিবার রাতে নিজের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে প্রধান উপদেষ্টা লিখেছেন, "শুল্ক কার্যকর ৯০ দিন স্থগিত করার আমাদের অনুরোধে ইতিবাচক সাড়া দেওয়ায় আপনাকে ধন্যবাদ মিস্টার প্রেসিডেন্ট। আপনার বাণিজ্য এজেন্ডাকে সহায়তা করতে আমরা আপনার প্রশাসনের সঙ্গে কাজ অব্যাহত রাখব।" এর মধ্য দিয়ে ড. ইউনূসের খ্যাতি-জ্যোতি এবং বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব আবারো প্রমাণ হলো। ভারতকেও একটা ফয়সালায় আসতে হবে। আপাতত যুক্তি হিসেবে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বুধবারের বিবৃতিতে বলেছে, একটি বড় সময় ধরে বাংলাদেশকে ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা দিতে থাকায় তাদের বিমানবন্দর ও বন্দরগুলোতে বেশ জট দেখা দিয়েছে। লজিস্টিক্যাল (পরিবহন সরঞ্জাম ও অন্যান্য সুবিধা) সেবায় বিলম্ব এবং উচ্চ ব্যয়ের কারণে তাদের নিজেদের রপ্তানি বিঘ্নিত হচ্ছে। ব্যাকলগ (পণ্যের জট) তৈরি হচ্ছে। সেই কারণে এই সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়েছে। আর প্রাসঙ্গিক হিসেবে বিবৃতিটিতে যোগ করা হয়েছে আরেকটি লাইন: এ পদক্ষেপে ভারতের সীমান্ত দিয়ে পরিবহন করে নেপাল ও ভুটানে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির ওপর প্রভাব

দিল্লিতে নিষিদ্ধ হচ্ছে সিএনজি অটো, ঝুঁকিতে গ্যাস খাত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দিল্লি সরকার সিএনজিচালিত অটোরিকশা নিষিদ্ধ করার যে পরিকল্পনা করছে, তা শহরের গ্যাস ব্যবসায় বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে। অনেকেই মনে করছেন, দিল্লির এই সিদ্ধান্ত অন্য রাজ্যগুলোকেও একই পথে যেতে উৎসাহিত করতে পারে। এতে পুরো দেশের গ্যাস নেটওয়ার্কে করা বড় বিনিয়োগ ঝুঁকিতে পড়বে। নতুন ইলেকট্রিক যানবাহন নীতির খসড়ায় বলা হয়েছে, আগামী ১৫ আগস্ট থেকে দিল্লিতে নতুন কোনো সিএনজি অটোরিকশা রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না। একই সঙ্গে, যেসব সিএনজি অটোর বয়স ১০ বছর হয়ে গেছে, সেগুলোর রেজিস্ট্রেশন আর নবায়ন করা হবে নাড়্যাদি না সেগুলো ব্যাটারিচালিত অটোতে রূপান্তর করা হয়। শহরে এখন প্রায় ৯০ হাজার অটো চলছে। এর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের বয়স ১০ বছর বা তার কাছাকাছি। ফলে এগুলোর রেজিস্ট্রেশন বন্ধ হলে গণপরিবহনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। একটি পরিবহন কম্পানির কর্মকর্তা বলেন, 'নতুন ব্যাটারিচালিত অটো কিনতে অনেক টাকা লাগে। পুরনো অটো রূপান্তরের জন্য এখনো ভালো কোনো ব্যবস্থা নেই। চার্জিংয়ের জায়গাও অনেক কম।' শহর গ্যাস ব্যবসার একটি বড় অংশ আসে সিএনজি বিক্রি থেকে, যা মূলত অটোরিকশাগুলোর মাধ্যমে হয়। বাকি অংশ যায় পাইপলাইনের মাধ্যমে বাড়ি, হোটেল বা কারখানায়। আরো এক গ্যাস কম্পানির কর্মকর্তা বলেন, 'সরকার আগে বলেছিল প্রাকৃতিক গ্যাস হবে এক ধরনের 'পরিবর্তনকালীন জ্বালানি'। তাই কম্পানিগুলো শহর গ্যাস লাইসেন্স নিতে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করেছে।' সরকার এখন পর্যন্ত ৩৪টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৭৩৩টি জেলায় শহর গ্যাস নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছে। মোট ৩০৭টি এলাকার জন্য এই প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞা আরো একটি বড় সমস্যার কারণ হতে পারে। সরকার এখন ১৯৫টি কমপ্রেসড বায়োগ্যাস প্লান্ট বানাচ্ছে, যেখানে ২.৫ লাখ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে। বেসরকারি কম্পানিগুলো এগিয়ে না আসায় এই কাজ রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কম্পানিগুলোকেই করতে হচ্ছে। একজন গ্যাস কোম্পানির কর্মকর্তা বলেন, 'প্রাকৃতিক গ্যাসকে ডিজেল বা পেট্রোলের সঙ্গে এক করে দেখা ঠিক না। কারণ ইলেকট্রিক গাড়ির চার্জিংয়ের জন্য যে বিদ্যুৎ লাগে, তার ৭০ শতাংশই আসে কয়লা থেকে। তাই হঠাৎ করে পরিবর্তন না এনে ধীরে ধীরে এগোতে হবে। সরকার চাইলে নানা সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এই পরিবর্তন দ্রুততর করতে পারে।' সূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া

ইতালি সফরে মহাকবি দান্তের সমাধিতে চার্লস ও ক্যামিলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস ও রানি ক্যামিলা বৃহস্পতিবার ইতালিতে রাষ্ট্রীয় সফরের শেষ দিনে দেশটির অমর মহাকবি দান্তে আলিগিয়েরির সমাধি এবং রাভেন্নার বিশ্বখ্যাত মোজাইক পরিদর্শন করেছেন। এর একদিন আগে তারা অঘোষিতভাবে পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইতালির রাভেন্না থেকে এএফপি জানায়, চার দিনের সফরের চতুর্থ দিনে রাজা ও রানির আগমনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ঐতিহাসিক শহর রাভেন্নার কেন্দ্রস্থলে হাজারো মানুষ ব্রিটিশ পতাকা হাতে উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনা জানান। এই সফরের অংশ হিসেবে ইতালির পার্লামেন্টেও ভাষণ দিয়েছেন চার্লস। গত মাসে ক্যানসারের চিকিৎসাজনিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ৭৬ বছর বয়সী রাজাকে বেশ প্রাণবন্ত ও হাস্যোজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। উপস্থিত জনতার সঙ্গে করমর্দন করেন তিনি, যাদের অনেকে শ্রদ্ধাবনত হয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানান। গত বুধবার রোমে আয়োজিত রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় বিয়ের ২০ বছর পূর্তি উদ্যাপন করা রাজ দম্পতি গত বৃহস্পতিবার দান্তের অমর মহাকাব্য 'দ্য ডিভাইন কমেডি'র সমাপ্তি স্তবক পাঠে অংশ নেন এবং পরে কবির সমাধি পরিদর্শন করেন। ইতালিয়ান ভাষার 'জনক' হিসেবে খ্যাত দান্তে জন্ম ও শৈশব কাটিয়েছেন ফ্লোরেন্সে। তবে রাজনৈতিক মতবাদের কারণে নির্বাসিত হয়ে জীবনের শেষ সময়টি কাটিয়েছেন রাভেন্নায়, যেখানে ১৩২১ সালে তার মৃত্যু হয়। চার্লস ইতিপূর্বে ১৮ বার ইতালি সফর করেছেন। বুধবার ইতালির পার্লামেন্টে দেওয়া বক্তৃতায় তিনি দান্তের নাম উল্লেখ করেন। বক্তৃতার একাংশ তিনি ইতালীয় ভাষায় উপস্থাপন করেন। তিনি মজা করে বলেন, 'আশা করি আমি দান্তের ভাষাকে এতটা বিকৃত করছি না যে, আমাকে আর কখনও ইতালিতে আমন্ত্রণ জানানো হবে না!' **'অসাধারণ উচ্ছ্বাস'** রাভেন্নার ৬৮ বছর বয়সী শিক্ষক রিতা মনারি বলেন, চার্লস ইতালীয় ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করেছেনড়এটা খুবই আনন্দের ব্যাপার। 'কারণ যখন কেউ আপনার ভাষায় কথা বলে, তখন তার প্রতি এক ধরনের ঘনিষ্ঠতা অনুভব করেন।'

তিনি আরও বলেন, 'এটা আমাদের শহরের জন্য একটি দুর্দান্ত মুহূর্ত... শহরে দারুণ এক উচ্ছ্বাস বিরাজ করছে।' মিলান থেকে আগত ৫০ বছর বয়সী পাওলা বোনিফাজ্জি বলেন, 'আমি রাজপরিবারকে ভালোবাসি, বিশেষ করে রাজা চার্লসকে, তাই তাদের দেখতে এসেছি।' গত বুধবার রাজদম্পতি আকস্মিকভাবে পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, যিনি নিউমোনিয়াজনিত কারণে পাঁচ সপ্তাহ হাসপাতালে থাকার পর এখন সুস্থ হয়ে উঠছেন।

দক্ষিণ কোরিয়ায় দাবানল নিয়ন্ত্রণে সামরিক হেলিকপ্টার মোতায়েন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মাঝখানে থাকা বাফার জোন বা ডিমিলিটারাইজড জোনে ছড়িয়ে পড়া দাবানল নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেছে দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী। সিউল জানায়, আগুন নেভাতে সামরিক হেলিকপ্টার মোতায়েন করা হয়েছে। গত মাসে দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ দাবানলে ৩০ জনের বেশি প্রাণ হারানোর পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দেশটির জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ জানিয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়ার গ্যাংওন প্রদেশের গোসিওং এলাকায় গত বৃহস্পতিবার বিকেলে আগুন লাগে। আগুন লাগার কারণ এখনো জানা যায়নি। গত বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই দক্ষিণ কোরিয়া ফরেস্ট সার্ভিসের দুইটি হেলিকপ্টার আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেছে। তবে এখন পর্যন্ত কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি বলে জানায় কর্তৃপক্ষ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব স্পষ্টভাবে পড়ছে দক্ষিণ কোরিয়ায়। চলতি বছর দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে গড়ের চেয়ে অনেক কম বৃষ্টিপাত হয়েছে। অতিরিক্ত গরম ও শুষ্ক আবহাওয়া দাবানল ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ১৯৫০-৫৩ সালে একটি যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে কোরিয়া যুদ্ধ শেষ হলেও শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর হয়নি। তাই আজও দুইটি দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধে রয়েছে। সূত্র : এএফপি

নিউইয়র্কে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে ৩ শিশুসহ নিহত ৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : নিউইয়র্কের হাডসন নদীতে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে ৩ শিশুসহ ৬ জন নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে ৫ জন স্পেনের নাগরিক এবং অপরজন ছিলেন পাইলট। বার্তা সংস্থা সিনহুয়ার এক প্রতিবেদন এই খবর জানিয়েছে। নিউইয়র্ক থেকে 'সিনহুয়া' এই খবর জানায়। গত বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় বিকেলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। বিধ্বস্ত হওয়ার আগে হেলিকপ্টারটি ম্যানহাটনের আশপাশের আকাশে প্রায় ১৫ মিনিট ধরে উড়ছিল বলে জানা গেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, হেলিকপ্টারটি পানিতে আংশিকভাবে ডুবে আছে এবং জরুরি কর্মীরা উদ্ধার কাজ চালাচ্ছেন। নিউইয়র্ক পুলিশ জানায়, নিউজার্সির উপকূল ধরে যেতে জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজ এলাকায় বাঁক নেওয়ার পরই হেলিকপ্টারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিধ্বস্ত হয়।

ভারত ও নেপালে ভারী বর্ষণে প্রায় ১০০ জনের মৃত্যু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারত ও নেপালের কিছু অংশে ভারী বৃষ্টিপাত এবং বজ্রঝড়ে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১০০ জন। গত বুধবার থেকে শুরু হওয়া এ দুর্যোগে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বহু প্রাণহানির ঘটে বলে জানিয়েছে দেশটির সরকারি কর্মকর্তারা ও গণমাধ্যম। খবর রয়টার্সের। ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য বিহারে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। রাজ্যের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, বুধবার থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টিপাতে সেখানে অন্তত ৬৪ জন নিহত হয়েছে। অন্যদিকে, ভারতের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য উত্তর প্রদেশেও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, সেখানে ২০ জনেরও বেশি মানুষ বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। দেশটির আবহাওয়া অধিদপ্তর (আইএমডি) পশ্চিমাঞ্চলে তীব্র তাপপ্রবাহ এবং পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলে বজ্রঝড় ও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়ে আজ শনিবার পর্যন্ত একটি সতর্কতা জারি করেছে। প্রতিবেশী দেশ নেপালেও ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে।

দেশটির জাতীয় দুর্যোগ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সেখানে বজ্রপাত ও ভারী বৃষ্টির কারণে অন্তত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে বর্ষা মৌসুম সাধারণত জুনে শুরু হয়। তবে এ বছর অস্বাভাবিক আবহাওয়ার কারণে গ্রীষ্মের শুরুতেই ভারী বৃষ্টিপাত ও বজ্রঝড় দেখা যাচ্ছে। ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ গত সপ্তাহে জানিয়েছিল, এপ্রিল মাসজুড়ে অধিকাংশ অঞ্চলে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি গরম পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে এবং সরকারের পক্ষ থেকে উদ্ধার ও সহায়তা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

১০ বছরে দুবাইয়ে ধনীদের সংখ্যা বেড়েছে ১০২ শতাংশ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আকাশচুম্বী ভবন ও বিলাসবহুল জীবনযাত্রার জন্য বিখ্যাত সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই এখন সম্পদশালীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। গত এক দশকে শহরটিতে মিলিয়নিয়ারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা এটিকে নিজেদের বাড়ি হিসেবে বেছে নিচ্ছেন। বলা হয়েছে, গত দশ বছরে দুবাইতে মিলিয়নিয়ারের সংখ্যা ১০২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৪ সালে শহরটিতে ৮১ হাজার ২০০ মিলিয়নিয়ার, ২৩৭ সেন্টিমিলিয়নিয়ার ও ২০ জন বিলিয়নিয়ার পাওয়া গেছে।

শুল্ক ইস্যুতে আমেরিকানদের নিয়ে চীনের ট্রল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : হঠাৎ করেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্য যুদ্ধ অনেকটা পরিষ্কারভাবে সামনে এসেছে। ট্রাম্পের এই শুল্ক খেলা এখন সারা বিশ্বের সঙ্গে নয় বরং 'আমেরিকা বনাম চীন' বলেই মনে হচ্ছে। চীনা পণ্য আমদানিতে আরো শুল্ক বাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। গত বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, বেশিরভাগ চীনা পণ্যের ওপর তাদের শুল্ক হার বাড়িয়ে ১৪৫ শতাংশ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ওয়াশিংটন এবং বেইজিংয়ের মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধ আরো গভীর হলো। যদিও অনেক দেশের ওপর আরোপিত উচ্চ 'প্রতিশোধমূলক' শুল্ক ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করেছে ট্রাম্প প্রশাসন তবুও সার্বজনীন ১০ শতাংশ শুল্ক এখনো বলবৎ রয়েছে। কিন্তু চীন থেকে যেখানে আইফোন থেকে শুরু করে শিশুদের খেলনাসহ সবকিছু আমদানি করা হয়, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট আমদানির প্রায় ১৪ শতাংশ যোগান দেয়, তাদের ওপর শুল্কের হার ১৪৫ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছেছে। এমন ঘটনায় চীনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-নির্ভর ভিডিও এবং মিমগুলোতে কিছু আমেরিকানকে ট্রল করা হয়েছে। মূলত ট্রাম্প প্রশাসনকে উপহাস করতেই এমন ভিডিও তৈরি করা হয়েছে। যেখানে রয়েছেন ইলন মাস্ক থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও। এক চীনা টিকটকারের তৈরি করা একটি ভিডিও বেশ ভাইরাল হয়েছে। ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, স্থূলকায় আমেরিকানরা বিষণ্ন মনে অদক্ষভাবে কাপড় সেলাই করছে এবং পেছনে বাজছে চীনা সঙ্গীত। অন্যান্য ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, জেডি ভ্যান্স, ইলন মাস্কসহ হোয়াইট হাউসের অন্যান্য কর্মকর্তারা আইফোন যন্ত্রাংশ একত্রিত করছেন এবং কিছু ভিডিওতে স্নিকার্স তৈরি করছেন। প্রত্যেক ভিডিওতেই সবাইকে বিষণ্ন লাগছে এবং সকলেই স্থূলকায় ব্যক্তি। শুল্ক যুদ্ধের ওপর জোর দিয়ে, চীনের কর্মীদের একটি ছবিও প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে কর্মীরা লাল ক্যাপ পরে আছেন এবং টুপির গায়ে লেখা, 'মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন', যা আগে ৫০ ডলারে বিক্রি হতো, এখন এক মিমে ৭৭ ডলারে বিক্রি হতে দেখা গেছেড় যেটিও 'মেইড ইন চায়না'। আরেকটি মিমে দেখা যাচ্ছে, ট্রাম্প ফোন হাতে নিয়ে কারো অপেক্ষায় ঘাম ঝরাচ্ছেন এবং একটি বুদবুদ ক্যাপশনে লেখা উঠছে,

'কেন সে ফোন করবে না?' এখানে সম্ভবত বোঝানো হয়েছে, শি চিংপিং শুল্ক ইস্যুতে ট্রাম্পকে ফোন করছেন না, অন্যদিকে ট্রাম্প শি-এর ফোনের অপেক্ষা করছেন। এই ট্রোলিং এমন সময় আসছে, যখন মার্কিন রাজনীতিতে চীনের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ আসছে। ট্রাম্পের অনুসারীরা চীনকে দোষারোপ করছেন মার্কিন চাকরি ও প্রযুক্তি চুরি করার জন্য। মার্কিন নেতারাও চীন সম্পর্কে উপহাসমূলক কথা বলেছেন। এই সপ্তাহে ফক্স নিউজে এক বিতর্কে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স বলেছেন, 'আমরা চীনা কৃষকদের কাছ থেকে টাকা ধার করি যাতে তারা চীনা কৃষকদের তৈরি জিনিসপত্র কিনতে পারে।

বিনোদন

বিয়ে নিয়ে যা বললেন তৃপ্তি দিমরি

বিনোদন ডেস্ক : বলিউডের পরিচিত মুখ তৃপ্তি দিমরি। ২০২৩ সালের ব্লকবাস্টার সিনেমা 'অ্যানিম্যাল' এর সাফল্য এখনও বেশ উপভোগ করছেন এই অভিনেত্রী। যদিও তার চরিত্রটি সিনেমায় বেশ ছোট ছিল, তবে রণবীর কাপুরের বিপরীতে 'জোয়া'র ভূমিকায় তার উপস্থিতি দর্শকদের মনে দাগ কেটে গেছে। এর আগেও তিনি 'কলা', 'বুলবুল' ও 'লায়লা মজনু'-র মতো সমালোচকদের প্রশংসিত ছবিতে অভিনয় করেছেন, তবে 'অ্যানিম্যাল'-এর পরই তিনি দেশজুড়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। ২৯ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী শুধুমাত্র তার অভিনয় দক্ষতাই নয়, বরং তার সরলতা ও আকর্ষণীয় লুকের জন্যও ভক্তদের মন জয় করে চলেছেন। স্বাভাবিকভাবেই, এমন সময়ে তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আগ্রহও বেড়েছে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তার বিয়ের পরিকল্পনা ঠিক কী। তৃপ্তি একদম স্পষ্টভাবে জানান, 'এই মুহূর্তে আমি শুধুই নিজের ক্যারিয়ারে মন দিচ্ছি, বিয়ে এখন অনেক দূরের ব্যাপার।' যখন তার ভবিষ্যতের জীবনসঙ্গীর কী কী গুণ থাকা প্রয়োজন তা জানতে চাওয়া হয়, তখন তিনি বলেন, 'আমি শুধু চাই সে একজন ভালো মানুষ হোক। টাকা আর খ্যাতি তো এমনিতেই চলে আসবে।' তিনি জানান, 'ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আমার ক্যারিয়ারে অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে। অ্যানিম্যাল সিনেমার আগে পর্যন্ত ওটিটিতেই আমাকে সবাই চিনেছে, ভালোবেসেছে। এই মাধ্যম অনেকের জন্যই দরজা খুলে দিয়েছে।' বর্তমানে তৃপ্তি দেশের অন্যতম আলোচিত এবং সবচেয়ে বেশি গুগলে সার্চ করা ব্যক্তিদের মধ্যে একজন।

'সিআইডি'র বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ

বিনোদন ডেস্ক : ভারতীয় জনপ্রিয় টিভি শো 'সিআইডি'র বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ উঠেছে। শোটির বিরুদ্ধে একজন ইউটিউববার দৃশ্য চুরির অভিযোগ এনেছেন বলে 'হিন্দুস্তান টাইমস' সূত্রে জানা গেছে। সম্প্রতি সোনি টিভির পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, 'সিআইডি'র এসিপি প্রদ্যুম্ন নাকি মারা গেছেন। অনেকেই ভাবেন যে শিবাজী সাতাম বুঝি আসলেই মারা গেছেন। আসলে সেটা নয়। মৃত্যু হয়েছে চরিত্রটির। আর সেই কারণেই বর্তমানে চর্চায় আছে এই শো। আর তারই মাঝেই বিতর্কে নাম জড়াল এটির। একজন শিল্পী ইনস্টাগ্রামে দেখিয়েছেন কীভাবে এই শো তার কিছু ইউটিউব ভিডিও ব্যবহার করেছেন গ্রাফিতি দেখানোর জন্য। 'সিআইডি'তে বর্তমানে দেখানো হচ্ছে এসিপি প্রদ্যুম্নকে যে খুন করেছে সেই বারবোসার সঙ্গে বাকি টিম লড়াই করছে। মুম্বাই শহরজুড়ে কিছু ইঙ্গিতবহ গ্রাফিতি দেখা যাচ্ছে সেগুলোর উৎস এবং অর্থই বর্তমানে খুঁজছে দয়া এবং অভিজিৎ। আর সেই গ্রাফিতিগুলোই নাকি চুরি করে ব্যবহৃত হয়েছে এই শোয়ে। গত সোমবার মুম্বাইয়ের একজন গ্রাফিতি শিল্পী মুজ গ্রাফিতি তার ইনস্টাগ্রামে এই কথার প্রমাণে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে সিআইডি শোয়ের পক্ষে তার কাজ চুরি করে ব্যবহার করা হয়েছে। কপিরাইট আইন ভঙ্গ করা হয়েছে। মুজ তার নিজের পোস্ট করা ভিডিওগুলোও দেখিয়েছেন। এটি পোস্ট করে এদিন তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, 'আমি প্রথমে খুবই খুশি হয়েছিলাম কারণ এই শো আমরা ছোট থেকে এই শো দেখেছি।

আর সেখানেই নিজের কাজ দেখতে পাওয়া ভালো বিষয়। কিন্তু খালি আমার কাজ নয়, জেলা, এলমার্টসহ আরও অনেকের কাজ ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে মজাটা হলো নিজেরা কোনো শিল্পীকে দিয়ে কাজটা না করে ইউটিউব চুরি করে ব্যবহার করেছে। আমার বেশ মজা লেগেছে এতে।' এরপরই নেটিজেনরা মন্তব্য করেছেন এই পোস্টে। এক ব্যক্তি লেখেন, 'এদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিন।' কেউ আবার মজা করে লেখেন, 'এরাই চোর, খুনি ধরা আর এরাই নাকি নিজেরা চুরি করছে কী কাণ্ড!' তৃতীয় ব্যক্তি লেখেন, 'তাহলে 'সিআইডি''ও অপরাধ করে!'

শাকিবের সাথে পর্দা শেয়ার করা হলোনা সাবিলার

বিনোদন ডেস্ক : শোনা যাচ্ছিল, আসছে ঈদুল আযহার সিনেমা 'তাণ্ডব'-এ ঢাকাই মেগাস্টার শাকিব খানের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সাবিলা নূর। এই জল্পনা অনেকদিনের হলেও এখনও রয়েছে ধোঁয়াশা। গত মার্চ মাসে 'তাণ্ডব' নির্মাণের ঘোষণা দেয় প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান আলফা আই-এসভিএফ বাংলাদেশ; সঙ্গে প্রকাশ হয় ছবির ফার্স্ট লুক। সে সময় নির্মাতা রায়হান রাফী জানিয়েছিলেন, শাকিবের বিপরীতে কে থাকছেন তা রোজার ঈদের পর প্রকাশ্যে আনবেন। কিন্তু নতুন খবর বলছে, এখনও নাকি এই ছবির জন্য নতুন নায়িকা খোঁজা হচ্ছে! তার মানে, সাবিলা নূর 'তাণ্ডব'-এ শাকিবের নায়িকা হচ্ছেন না? সিনেমার সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র এক গণমাধ্যমে দাবি করেছে, সিনেমাটিতে এখন আর সাবিলা কাজ করছেন না। সে কারণে গেল ৮ এপ্রিলের শুট হয়নি। তবে ঠিক কী কারণে সাবিলা নূর থাকছেন না তা নাকি নিশ্চিত করতে পারেনি সূত্রটি। এ খবরের পর পরিচালক রায়হান রাফী গণমাধ্যমে বলেছেন, 'সিনেমাতে কে নায়িকা হচ্ছেন, সেটা আমরা বলিনি। যেহেতু কাউকে নিয়েছি বলিনি কাউকে বাদ দিচ্ছি এমনও বলছি না।' জানা গেছে, সিনেমাটির বিশেষ একটি চরিত্রে কাজ করছেন জয়া আহসান। এছাড়া সিনেমাটিতে মাত্র ৪০ সেকেন্ডের একটি ক্যামিও দিতে পারেন ঢালিউডের আরেক চিত্রনায়ক।

সিনেমাটির এক প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সূত্রে আরও জানা গেছে, দেশের একটি টেলিভিশন চ্যানেলে হামলাকে কেন্দ্র করে এগিয়ে যাবে 'তাণ্ডব' সিনেমার গল্প। 'তাণ্ডব' এর গল্প রায়হান রাফির নিজের। পরিচালকের সঙ্গে যৌথভাবে চিত্রনাট্য করেছেন আদনান আদিব খান।

সাহসী পোশাকে পড়া নিয়ে যা বললেন প্রিয়াঙ্কা

বিনোদন ডেস্ক : ভারতীয় বাংলা সিনেমার আলোচিত অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার। ভালোবেসে বিয়ে করেছেন টলিউডের চিত্রনায়ক রাহুল ব্যানার্জিকে। তাদের সংসারে রয়েছে সহজ নামের এক পুত্রসন্তান। বিয়ে-বিচ্ছেদ থেকে আবার সংসারে ফেরা– সব কিছু নিয়েই তুমুল সমালোচিত হয়েছেন এই দম্পতি। কখনো সংসার জীবন নিয়ে, কখনো সাহসী পোশাকে ফটোশুট করে ট্রলের শিকার হয়েছেন প্রিয়াঙ্কা সরকার। এসব বিষয় কীভাবে দেখেন, কীভাবে সামাল দেন 'চিরদিনই তুমি যে আমার'খ্যাত এই তারকা? এক সাক্ষাৎকারে এ নিয়ে কথা বলেছেন প্রিয়াঙ্কা। প্রিয়াঙ্কা সরকার বলেন, "আগে এই বিষয়গুলো অনেক বেশি প্রভাব ফেলত।

কিন্তু এখন আমাকে আর এগুলো প্রভাবিত করে না। স্যোশাল মিডিয়ায় মানুষ এখন খুব গুরুত্ব পেতে চান। তাদের মনে হয়, একটা নেতিবাচক মন্তব্য করলে তার পরিবর্তে আরো বেশ কয়েকটা মন্তব্য করবেন অন্যরা, ফলস্বরূপ তার রিচ বাড়বে। একটা পোস্ট করলে চারটা বাজে কমেন্টের সঙ্গে ছয়টা ভালো কমেন্টও আসে। আমি ভালো কমেন্টগুলোকে উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করি। তাতে আমি ভালো থাকি।

অবশেষে বিবাহ-বিচ্ছেদের পথে হাঁটছেন শ্রাবন্তী

বিনোদন ডেস্ক : স্বামী রোশান সিংয়ের সঙ্গে কয়েক বছর ধরে আলাদা থাকছিলেন অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চ?্যাটার্জি। স্ত্রীর সঙ্গে পুনরায় সংসার করার জন?্য মামলাও দায়ের করেন রোশান। কিন্তু তাতে সায় না দিয়ে বিয়েবিচ্ছেদ চেয়ে আদালতে মামলা করেন শ্রাবন্তী। শুধু তাই নয়, ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে খোরপোশ বাবদ অর্থও দাবি করেন এই অভিনেত্রী। এরপর এ মামলায় স্থগিতাদেশ দেন আদালত।

সব জটিলতার অবসান ঘটিয়ে আইনি বিয়েবিচ্ছেদে সিলমোহর দিলেন আদালত। বিবাহবিচ্ছেদের তথ্য নিশ্চিত করে রোশান সিং বলেন, "সবকিছুই খুব শান্তিপূর্ণভাবে মিটেছে। ৮ এপ্রিল থেকে আমরা প্রেম-বিয়ের আগে যেমন অপরিচিত ছিলাম, সে রকমই আরো একবার পরস্পরের অপরিচিত হয়ে গেছি।" সূত্রের বরাত দিয়ে ভারতীয় একটি গণমাধ্যম জানিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে শ্রাবন্তী-রোশান দম্পতির আইনি বিচ্ছেদ নিয়ে টানাপড়েন চলছিল।

অভিনয় ছাড়ার ঘোষণা দিলেন নেহা

বিনোদন ডেস্ক : সিন্ডিকেটের কারণে অনেক অভিনয়শিল্পী মূল্যায়ন পাচ্ছেন না। অনেক সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফলোয়ারের সংখ্যা বিবেচনা করেও নাটক, সিরিজ বা সিনেমায় অভিনয়শিল্পী নেওয়া হয়। এমন অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় ইন্ডাস্ট্রিতে। এ ধরনের অনৈতিকতার অভিযোগ এনে অভিনয় ছাড়ার ঘোষণা দিলেন অভিনেত্রী নিদ্রা দে নেহা। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'আমি সব সময় শিল্প, সংস্কৃতি, অভিনয়-এসবের সঙ্গেই জড়িত থাকতে চেয়েছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমার অভিনয়ের প্রতি যে ভালোবাসা ছিল তা প্রতিনিয়ত অন্যায় আর অবমূল্যায়নের কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আমি আর এই নোংরা পরিবেশের অংশ হতে চাই না।' নেহা লিখেছেন, 'গত ৫ বছর ধরে নিজেকে একজন ভালো অভিনেত্রী হিসেবে গড়ে তুলতে পরিশ্রম করেছি। কিন্তু যেসব অন্যায় আমার সঙ্গে হয়েছে, তার কারণে এখন কোনো কাজেই নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারছি না। এই মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে আমার আগ্রহ দিন দিন কমে যাচ্ছে। এখানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মেধা আর পরিশ্রমের সঠিক মূল্য দেওয়া হয় না।' তিনি যোগ করেন, 'যারা পেশাদার, যোগ্য, নিষ্ঠাবান এবং কাজের প্রতি আন্তরিক, তাদের ঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় না। শুধু তাদের জনপ্রিয়তা বা ফলোয়ার কম বলে, বা তারা কোনো সিন্ডিকেটের অংশ নয় বলে। কখনো তারা নতুন বলে, কখনো প্রযোজকদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক না থাকার কারণে, তারা চাপা পড়ে যায়। আমি সবসময় মন থেকে কাজ করতে চেয়েছি, সততা আর ভালোবাসা দিয়ে কাজ করেছি। কিন্তু এসব জিনিস এখানে খুব একটা মূল্য পায় না।' শেষে তিনি বলেন, 'আমার হাতে কিছু কাজ আছে। তবে আমি কোনো ধরনের কাজ নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মতো সুস্থ মানসিক অবস্থায় নেই।' ২০২০ সালের 'মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ'-প্রতিযোগী নিদ্রা দে নেহা মডেলিং দিয়েই ক্যারিয়ার শুরু করেন। বিজ্ঞাপন, নাটক, ওটিটির গণ্ডি পেরিয়ে নাম লিখিয়েছেন সিনেমায়। গেল বছর মুক্তি পেয়েছে তার অভিনীত 'শরতের জবা' সিনেমা। শাকিব খানের পরবর্তী সিনেমা 'তাণ্ডব'-এ অভিনয়ের কথা ছিল তার। কিন্তু হঠাৎ শোনা যায়, এ ছবি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে তাকে।

ফরিদপুরে এ বছর ভুট্টার ফলন ভালো হয়েছে। বাজারে দামও যাচ্ছে ভালো। খেত থেকে ভুট্টা তুলে মাড়াই করে খেতের পাশে রোদে শুকাচ্ছেন কৃষক। বাজারে প্রতি মণ ভুট্টা ১ হাজার থেকে ১ হাজার ২০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। মোস্তফাডাঙ্গী, অম্বিকাপুর, ফরিদপুর।

জাটকা বাঁচলেই বাঁচবে ইলিশ

কৃষি ও প্রকৃতি : বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ। ইলিশ মাছ বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাছ। এই মাছ শুধু আমাদের পছন্দের খাবারই নয় বরং হাজারো জেলের জীবিকার মাধ্যমও বটে। ইলিশ শুধু একটি মাছ নয় বরং এটি হলো বাঙালির আবেগ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আর অর্থনীতির প্রতীক। কিন্তু এই ইলিশ কি কেবল পাতিলে ওঠা স্বাদের গল্প? নাকি এটি আমাদের নদীর বুকের ঢেউ, মাটির ভেতর লুকানো ঘ্রাণ আর হাজারো জেলের চোখে ভেসে থাকা জীবনের স্বপ্ন? ইলিশ মাছ আজ শুধু স্বাদের বাহার নয় বরং এটি একটি জীবিকার সমুদ্র। এই মাছের ওপর নির্ভর করে আছে দেশের অর্থনীতির একটি বড় অংশ। বিশেষ করে উপকূল ও নদীবাঁধের জেলেদের জীবন। প্রতিদিন ভোর হলেই জেলেরা নদীতে ছুটে যান। এক টুকরো আশার খোঁজে তারা জাল ভাসান, অপেক্ষা করেন সোনালি স্বপ্ন ধরা পড়বে কি না। তাদের এই ঘামে ভেজা দিন আর নদীর ঢেউয়ের সাথে বাঁধা জীবন সবই জড়িয়ে আছে ইলিশের সাথে। এই ইলিশ শুধু বাজারেই নয় বরং উৎসবেও থাকে। যেমন- নবান্ন, বর্ষা, বৈশাখ ইত্যাদি। প্রশ্ন হলো, এই ইলিশ এখনো কি আর আগের মতো ধরা পড়ে? না, পড়ে না। নদীর বুকে সেই সোনালি ঝাঁকের ঢেউ আজ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে কালের ঢেউয়ে। যেখানে একসময় ইলিশের গান বাজতো; সেখানে আজ শুধু শূন্যতা ভেসে বেড়ায়। এই শূন্যতার একটি বড় কারণ হলো জাটকা নিধন। জাটকা হলো ছোট ইলিশ। সাধারণত ২৫ সেন্টিমিটার বা ১০ ইঞ্চির কম দৈর্ঘ্যের ইলিশকে জাটকা বলে। এরা ডিম দিতে পারে না কিন্তু একটি পূর্ণবয়স্ক ইলিশ বড় হলে গড়ে বিশ লাখ পর্যন্ত ডিম দিতে পারে। একটি ছোট ইলিশ যদি বেঁচে যায় আর সে যদি বড় হয়ে উঠতে পারে, তাহলে সেই ইলিশ হবে ভবিষ্যতের ইলিশ সম্ভার। কিন্তু বাস্তবে আমরাই সেই সম্ভাবনার সর্বনাশ করি। জাটকা ধরি, বিক্রি করি আবার ভাজি করে খেয়েও ফেলি। এই ছোট্ট ইলিশের বিনিময়ে আমরা হারিয়ে ফেলি ভবিষ্যতের হাজারো ইলিশ মাছ। জাটকা নিধনের ফলে বিভিন্ন গুরুতর প্রভাব সৃষ্টি হয়। যা আমাদের পরিবেশ, অর্থনীতি এবং সামাজিক অবস্থাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। জাটকা বড় হওয়ার সুযোগ না পেলে ইলিশের প্রজনন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে প্রতি বছর ইলিশের উৎপাদনও কমে যায়। ইলিশ মাছ কমে গেলে জেলেরা মাছ পান না। এমনকি তাদের আয়ও কমে যায়। পরিবারে অভাব-অনটন বাড়তে থাকে। যে কারণে জেলেদের জীবিকা হুমকির মুখে পড়ে। ইলিশ মাছ রপ্তানি করে বাংলাদেশ ব্যাপক বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে।

ত্রিশালে বাস-সিএনজি সংঘর্ষে নিহত ২

ত্রিশাল, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : ত্রিশাল-বালিপাড়া সড়কে উপজেলার রামপুর ইউনিয়নের শেখ বাজার মোড় এলাকায় বাস-সিএনজি সংঘর্ষে অনুফা খাতুন (৩০) ও অজ্ঞাতনামা অপর এক পুরুষ নিহত হয়েছে। এসময় গুরুতর আহত হয়েছেন আরো দুইজন। গত বৃহস্পতিবার রাত রাত সোয়া ৭ টার দিকে ওই ঘটনা ঘটে। নিহত অনুফা ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার টেংগারপাড়া গ্রামের রিপন মিয়ার স্ত্রী। অজ্ঞাত অপর পুরুষের পরিচয় এখনো জানা যায়নি। ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, ত্রিশাল-বালিপাড়া সড়কে ত্রিশালগামী একটি সিএনজি শেখ বাজার মোড় এলাকা অতিক্রম করার সময় কিশোরগঞ্জের তাড়াইলের একটি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই অনুফা খাতুনের মৃত্যু হয়। এসময় চালকসহ গুরুতর আহত হন তিনজন। স্থানীয় তাদেরকে উদ্ধার করে ত্রিশাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে অজ্ঞাত ব্যাক্তিকে মৃত ঘোষনা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। এদিকে আশংকাজনক অবস্থায় সিএনজি চালক সোহাগকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে ত্রিশাল থানার ওসি মনসুর আহমেদ জানান, ঘটনাস্থলে অনুফা নামে এক নারী ও হাসপাতালে নেয়ার পর অজ্ঞাত আরেক জনের মৃত্যু হয়েছে।

জারিয়ায় গাড়ির ধাক্কায় পিকাপ চালক নিহত

গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় রাস্তা পারাপারের সময় অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় জাহিদ হাসান ভুলু (৪৭) নামের পিকাপ চালক নিহত হয়েছেন। নিহত চালক জাহিদ হাসান বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার তারাই গ্রামের আয়াত আলীর ছেলে বলে জানা গেছে। গত বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ৯টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বাউশিয়া এলাকায় আনোয়ার সিমেন্ট ফ্যাক্টরি সামনে সড়কে এ ঘটনা ঘটে। জানা যায়, উল্লেখিত এলাকায় মহাসড়কের জাহিদ হাসান তার বিকল হওয়া পিকাপ মেরামত করার কাজ করছিল। ওই সময় মহাসড়ক পারাপারের সময় অজ্ঞাত একটি গাড়ি তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ভবেরচর হাইওয়ে পুলিশ ফাড়ির ইনচার্জ মো: শওকত হোসেন।

দিঘলিয়া স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের বেহাল অবস্থা

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : দিঘলিয়া উপজেলার সদর ইউনিয়নের দিঘলিয়া স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রটির বেহাল অবস্থা বিরাজ করছে। পুরা একতলা ভবনটির ছাদ ভেঙ্গে পড়ছে। ভীমও ফেটে গেছে এবং ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। এমনি ঝুকিপূর্ণ ভবনের নিচে বসে চিকিৎসকগণ ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। যে কোনো সময় ঘটে যেতে পারে বড় ধরণের বিপর্যয় ও দুর্ঘটনা। সরেজমিনে গিয়ে দেখা ও জানা যায়, দিঘলিয়া উপজেলার দিঘলিয়া স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রটির এ ভবনটি ১৯৮২ সালে স্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর একতলা এ ভবনটি নির্মাণ করে। যে ভবনে রয়েছে নানা কাজে ব্যবহৃত মোট ৮টি কক্ষ। দিঘলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসার নিকটস্থ ৩৭ শতক জমির ওপর গড়ে ওঠে এ প্রতিষ্ঠানটি। যেখানে মেডিকেল অফিসার ও এফডব্লিউভি এর থাকার আবাসিক ভবনও রয়েছে। ভবনটি নির্মাণের পর ১০/১২ বছর আগে সরকারিভাবে নীতিমালা অনুযায়ী একবার সংস্কারও করা হয়েছে। ভবনটির বর্তমান অবস্থা এমন জরাজীর্ণ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে পরিত্যাক্ত ভবনে রুপান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে এ জরাজীর্ণ ভবনটি অপসারণ করে নতুন ভবন নির্মাণ ছাড়া আর কোনো বিকল্প কিছু করার নেই। ভবনির এ জরাজীর্ণ অবস্থা খুলনা স্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন।

গজারিয়ার গুয়াগাছিয়া সাথে মহাসড়কের সংযোগ ব্রিজ প্রয়োজন

গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার গুয়াগাছি ইউনিয়নের মেঘনা গোমতী নদীর উপরে একটি সংযোগ ব্রিজের প্রয়োজন। গুয়াগাছিয়া ইউনিয়নের প্রায় ১৫/২০ হাজার লোকের প্রতিদিন আসা-যাওয়া বাহন নৌ পথে ইঞ্জিন চালিত টলার স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, বাজার, মার্কেট, এবং অসুস্থ রোগ যাতায়াতের বাহন ইঞ্জিন চালিত ট্রলার নৌকা মহাসড়কের সাথে যোগাযোগ করা খুবই কষ্ট হয় মানুষের ইচ্ছে করলে রাতের বেলা আসা যাওয়া সম্ভব হয় না এই নদীতে অনেকে ডাকাতের কবলে পড়ে সর্বোচ্চ হারিয়েছে এবং পঙ্গু হয়েছে মৃত্যুবরণও করেছে তাই এই ইউনিয়নের মানুষের একটাই দাবি তাদের তুই মেঘনা গোমতী নদীতে একটি ব্রিজ দীর্ঘদিনের দাবি। অনেকে প্রতিশ্রুতি দিল কিন্তু ব্রিজ করা সম্ভব হয় না ইদানিংকাল বিভিন্ন ফেসবুক আইডিতে তারা এই প্রতিবাদ করে যাচ্ছে তাদের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সাথে সংযোগ করার জন্য একটি ব্রিজের প্রয়োজন এবং এই অবহেলিত নদীপথে পুলিশের তদন্ত কেন্দ্র, এখানে প্রতিনিয়ত ভয়ংকর ডাকাতি হয় এবং মাদকে রাখতে হিসেবে পরিণত হয়েছে এই গুয়াগাছিয়া ইউনিয়, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি জানান এখান থেকে পুলিশ আসামি ধরতে খুবই কষ্ট হয় একাধিকবার থানা পুলিশ ডাকাতের হাতে এখানে লাঞ্ছিত হয়েছে কারণ নদী থাকে কারণে এটি রিমোট এরিয়া হিসেবে প্রমিত হয়েছে এলাকার মানুষ কৃষিজীবী বেশিরভাগ পেশা তাদের মাছ ধরা এবং প্রবাসী ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে যাতায়াত না থাকায় ব্রিজ হলে এলাকাটি উন্নত হবে তাই মানুষের স্বপ্ন খুব দ্রুত একটি ব্রিজ নির্মাণের। গজারিয়া উপজেলার সর্ব-অবহেলিত ইউনিয়নের নাম গুয়াগাছিয়া, যেখানে নেই কোন আধুনিক যান চলাচলের যাতায়াত ব্যাবস্থা, ট্রলার হচ্ছে চলাচলের একমাএ মাধ্য। যেমন একটি দেশ পাল্টে দেওয়ার প্রধান ভূমিকা হলো যোগাযোগ ব্যাবস্থা সহজ করা। ঠিক তেমন একটি ব্রিজ্বই পারে কয়েকটি গ্রামের গ্রামীন পরিবেশ চেঞ্জ করে দিতে।

হাওরের মাঝখানে ফুটন্ত লাল শাপলা। চৈত্রের তপ্ত সকালে শাপলার এমন সৌন্দর্য মন জুড়িয়ে দেয়। পারাইর হাওর, সিলেট।

নবাবগঞ্জে অবৈধ ইটভাটায় অভিযান, দুই লাখ টাকা জরিমানা

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে দুটি অবৈধ ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ২ লাখ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সেই সাথে গুড়িয়ে দেওয়া হয় দুটি অবৈধ ইটভাটা। দিনাজপুর পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মলিন মিয়া এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে মেসার্স এস, এন, এম ইটভাটার মালিকের ৯০ হাজার টাকা এবং মেসার্স এএম ব্রিকসকের মালিককে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় সেনাবাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কালিহাতীর বালু ঘাটে যৌথ বাহিনীর অভিযান, আটক ৮

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার এলেঙ্গা পৌরসভার মহেলা ও যমুনা সেতু পূর্ব এলাকার অবৈধ বালু ঘাটে যৌথ বাহিনীর অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এসময় অবৈধভাবে বালু মাটি কেটে বিক্রির সাথে জড়িত আটজনকে আটক করা হয়। এছাড়া বালু ভর্তি তিনটি ড্রাম ট্রাক জব্দ ও তিনটি ভেকুর ব্যাটারি ডিসকানেকটেড করা হয়। উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সিফাত বিন সাদেক ও সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন আহনাফ রেদোয়ানের নেতৃত্ব এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। আটকৃতরা হল - ইয়াকুব (৪৭), শরবেশ আলী (৩৫), শাহিন (২২), আক্কাস (৩৫), আওয়াল (২০), তুষার (২০), আসলাম (২১), হাবীব (২৫)। এদের বাড়ি টাঙ্গাইল সদর ও কালিহাতী উপজেলায়। জানা যায়, সরকারি নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে উপজেলার মহেলা ও বেলটিয় (থানা ঘাট) এলাকায় অবৈধভাবে বালু বিক্রি করে আসছেন স্থানীয় প্রভাবশালীরা। খবর পেয়ে ওই দুই ঘাটে যৌথ বাহিনীর অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় আটজনকে আটক করা হয় এবং তিন বালু ভর্তি ট্রাক জব্দ করা হয়। পরে বালু বিক্রির বৈধ কাগজপত্র না দেখাতে পারায় বালু ভর্তি তিনটি ট্রাক ও আটককৃতদের থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ বিষয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোহাম্মদ সিফাত বিন সাদেক জানান, অভিযান পরিচালনাকালে অবৈধভাবে বালু ও মাটি কাটার কাজে নিয়োজিত আটজনকে আটক করা হয়েছে। এছাড়া তিনটি বালু ভর্তি ট্রাক জব্দ ও তিনটি ভেকুর ব্যাটারি ডিসকানেকটেড করা হয়েছে। সেইসাথে বালু ঘাট দুটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং পূনরায় যাতে চালু করতে না পারে সেজন্য বিট পুলিশ ও টহল পুলিশের মাধ্যমে নজরদারিতে রাখা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, অবৈধভাবে যারা মাটি ও বালু বিক্রির ব্যবস্যা করছে তাদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান নিয়মিত অব্যাহত থাকবে।

দুর্গাপুর পৌর শহরের ৫৮টি সিসিটিভি ক্যামেরাই কার্যহীন

দুর্গাপুর, নেত্রকোনা প্রতিনিধি : নেত্রকোনার দুর্গাপুর শহরের ব্যস্ততম সড়কের সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো খুঁটিগুলোতে এখন শুধুই ঝুলানো তারের জঞ্জাল, কোনো কোনো জায়গাতে তার থাকলেও অস্তিত্ব নেই ক্যামেরার। যেখানে আছে সেগুলোও অকেজো। এইগুলো মেরামতের কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি পৌর কর্তৃপক্ষের। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পৌর এলাকার নিরাপত্তা ও নজরদারিসহ নানা অপরাধ দমনে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে ২০২০ সালের জুলাই মাসে ১০ লাখ টাকার বেশী ব্যয়ে ৫৮টি সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছিল। কন্ট্রোলরুম রাখা হয়েছিল থানা ও পৌর কার্যালয়ে। তবে বছর পার না হতেই বিভিন্ন স্থানের সিসি ক্যামেরা বিকল হতে শুরু হয়। যার কারণে পরবর্তীতে কিছু সময়ের ভিতরে সবগুলোই অকেজো হয়ে পড়ে। সূত্র বলছে, ১৯৯৪ সালে গঠিত ও ২০১৬ সালে খ শ্রেণীতে অন্তভূক্ত হয় দুর্গাপুর পৌরসভা। এখানে ৩০ হাজারের বেশি মানুষের জনবসত ও ব্যবসা সমৃদ্ধ শহর। ২০২০ সালে শহরটি সিসি টিভির আওতায় আনার পর শহরের আপরাধ প্রবণতা অনেকাংশেই কমেগিয়েছিলো বলে জানিয়েছেন শহরের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ। কিন্তু সিসি টিভি ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ থাকায় পরবর্তী সময়ে শহরে সব ক্ষেত্রেই অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিকে স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ী মহল দ্রুত ক্যামেরা গুলো সচলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। সম্প্রতি শহরে চুরের উৎপাত বেড়ে যাওয়ায় এখন উদ্বেগ বাসিন্দাদের। তাই আবারও সচল এর দাবী তুলেছেন তারা।

প্রশস্থ হচ্ছে দক্ষিণ চট্টগ্রামের প্রধান সড়ক

সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : অনেক দুর্ঘটনা, শত শত প্রাণহানী এবং দীর্ঘ আন্দোলনের পর অবশেষে প্রশস্থ হচ্ছে দক্ষিণ চট্টগ্রামের প্রধান সড়ক। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক নামে পরিচিত এই সড়কটি চার লেনে উন্নীত করার উদ্যোগ নিয়েছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ। এটি দেশের অন্যতম ব্যস্ততম মহাসড়ক। বাণিজ্যিক নগরী চট্টগ্রাম হতে পর্যটন নগরী কক্সবাজার পর্যন্ত ১৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তাটি ব্যাপক যান চলাচলের তুলনায় খুবই অপ্রশস্থ। এর বেশির ভাগ অংশের প্রশস্থতা মাত্র ১৮ থেকে ৩৪ ফুট। অপ্রশস্থ রাস্তা, অতিরিক্ত বাঁক, ছোট গাড়ির ব্যাপক চলাচল, লবনবাহী গাড়ির লোনা পানির পিচ্ছিলতা, পার্শ্বরোড হতে মহাসড়কে ওঠে আসা ছোট গাড়ির বিড়ম্বনা সৃষ্টিসহ বহুবিধ কারণে এই সড়কে খুব ঘনঘন দূর্ঘটনা ঘটে। প্রাণহানির ঘটনা উদ্বেগজনক। নিয়মিত তীব্র যানজট লেগে থাকে। সড়কেও রয়েছে নান-াবিধ ত্রুটি। ঝুঁকিপূর্ণ এই রাস্তা পেরিয়ে গন্তব্যে বাস পৌঁছাতে প্রায় ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা সময় লেগে যায়। দূর পাল্লার গাড়ী স্বাভাবিক গতিতে চলতে পারে না। এই সড়কে দূর্ঘটনা নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছ। এবারের ঈদুল ফিতরের প্রথম তিনদিনে তিনটি দূর্ঘটনায় লোহাগাড়া অংশে নিহত হয়েছে ১৭ জন। আহত হয়েছে ৩০ জন। কেবল একদিনেই নিহত হয়েছে ১১ জন। অন্যান্য এলাকায় বিভিন্ন সময়ের দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে শত শত যাত্রীর। দীর্ঘদিন ধরে এই সড়কটি প্রশস্থ করার জন্য আন্দোলন করে আসছে দক্ষিণ চট্টগ্রামবাসী। এবারের ঈদুল ফিতরের ভয়াবহ ঘটনাবলীর পর এ অঞ্চলের সচেতন জনগণ সড়কটি প্রশস্থ করার জন্য তীব্র গণ আন্দোলন শুরু করে। বিভিন্ন জায়গায় বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী মানববন্ধন, মিছিল, সমাবেশ, গণস্বাক্ষর, স্বারকলিপি, নিহত ১১ জনের প্রতীকি কফিন মিছিল, প্রতীকি পদযাত্রাসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালিত হয়। সরকারের বেশ কয়েকজন উপদেষ্ঠা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ এবং প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের অনেক কর্মকর্তা সরেজমিনে সড়কের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলো পরিদর্শণ করেন। অবশেষে সড়কটি চার লেনে উন্নীত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকারের সড়ক ও জনপথ বিভাগ (সওজ)।

শেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য বাস সার্ভিস চালু হচ্ছে

শেরপুর প্রতিনিধি : শেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য বাস সার্ভিস চালু হচ্ছে। এতে কলেজে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য যাতায়াতের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ প্রথমবারের মতো বাস সার্ভিস চালুর উদ্যোগ নিয়েছে। কলেজ সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এই বাস সার্ভিস চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে চারটি বাস দিয়ে যাত্রা শুরু হবে, যা চারটি উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নির্দিষ্ট রুটে চলাচল করবে। বাস সার্ভিস পেতে হলে শিক্ষার্থীদের কলেজ আইডি কার্ড প্রদর্শন করতে হবে। আইডি কার্ড ছাড়া কোনোভাবেই এ সেবা দেয়া হবে না। যে রুটে বাসগুলো চলাচল করবে : রুট নম্বর- ০১ : ঝিনাইগাতী বাজার- আহম্মদনগর- পাগলার মোড়- তিনানী বাজার ব্রিজ- কাঠালতলী- কোয়ারী রোড- জুলগাঁও নতুন সড়ক- কালীবাড়ী বাজার-বাজিতখিলা- তাতালপুর- শেরপুর সরকারি কলেজ। রুট নম্বর- ০২ : শেরপুর ব্রিজ (ব্রহ্মপুত্র সেতু)- ব্যাঙের মোড়, আমতলী বাজার, শিমুলতলী বাজার, পোড়াদহ বাজার, নন্দীর বাজার, নতুন সড়ক- বটতলা- কুসুমহাটী- শেরী ব্রিজ- শেরপুর সরকারি কলেজ। রুট নম্বর- ০৩ : মাঝপাড়া-বটতলা- শ্রীবরদী বাজার- মাটিয়াকুড়া- গাবতলী- তেনাচিড়া বিজ্র ু ভারেরা- কুরুয়া বাজার- কুড়িকাহনিয়া বাজার- ইন্দিলপুর বাজার- চিথলিয়া- আখের মাহমুদ বাজার- খোয়ারপাড়- শেরপুর সরকারি কলেজ। রুট নম্বর- ০৪ : গৌড়দ্বার-পাইস্কা মোড়- নকলা হলপট্টি- গণপদ্দী বাজার- তারাকান্দি বাজার- কানাশাখোলা বাজার- অষ্টমীতলা- শেরপুর সরকারি কলেজ। বাস সার্ভিস চালুর খবরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। তারা বলছেন, অনেক সময় ভাড়া গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে হতো। কখনো হেঁটেও কলেজে আসতে হয়েছে। এখন কলেজ বাস থাকায় অনেকটাই স্বস্তি মিলবে। ভবিষ্যতে বাসের সংখ্যা ও রুট বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জানিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক শাহ্ কামাল উদ্দীন বলেন, 'দূর-দূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা এ কলেজে পড়াশোনা করতে আসেন।

অনেক শিক্ষার্থীর দৈনিক ভাড়া বাবদ ১৫০-২০০ টাকা খরচ হয়। তাদের সুবিধার কথা চিন্তা করেই আমরা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এর ফলে শিক্ষার্থীরা সহজে ও নিরাপদে কলেজে আসা-যাওয়া করতে পারবেন। 'কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. আবদুর রউফ বলেন, 'শেরপুর সরকারি কলেজ শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ছাত্রদের হলের নাম শহিদ মাহবুব হল নামকরণ করা হয়েছে, ছাত্রীদের জন্য অচিরেই আরেকটি হল চালু হবে। দূরের শিক্ষার্থীদের সুবিধার কথা চিন্তা করে প্রথমবারের মতো চারটি রুটে চারটি বাস সার্ভিসের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যা বাংলা নববর্ষে উদ্বোধন করা হবে।

মহাসড়কে তিন চাকার যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও তা অমান্য করে শ্যালো ইঞ্জিনচালিত যান চালিয়ে গন্তব্যে যাচ্ছেন কয়েকজন। প্রায়ই এসব যানবাহন মহাসড়কে চলতে দেখা যায়। এসব ধীরগতির যানবাহনের কারণে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বেড়ে যায়। কাশিপুর, বরিশাল।

সাঁথিয়ায় হরিজন সম্প্রদায়ের এক নারীর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

সাঁথিয়া, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার সাঁথিয়ায় হরিজন সম্প্রদায়ের আদুরী(২৯)নামের এক নারী ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। বর্তমান তার নাম মোছাঃ সুমাইয়া আক্তার আদুরী। সে উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরের বাসিন্দা জনৈক ঝাড়ুদারের মেয়ে। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে সাঁথিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে নিজ উদ্যোগে নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে অঙ্গিকার পত্র জমা দেন। জানা গেছে, আদুরী বেশ কিছু দিন পূর্ব থেকেই ইসলাম ধর্মে আগ্রহী হয়ে নিয়মিত নামাজ, রোজা ও ধর্মীয় বইপত্র পড়াশোনা করতেন এবং নিজে পর্দা করে চলতেন। আদুরী সাঁথিয়া মহিলা ডিগ্রি কলেজের পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে পুলিশের সহায়তায় নিজ উদ্যোগে আদালত মারফত নোটারী পাবলিকের নথিপত্র দাখিল করেন। এ সময় আদুরীর বাবাসহ তার পরিবার ও আত্মীয় স্বজন উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে আদুরী এবং তার বাবা আলাদা আলাদা অঙ্গিকার পত্রের মাধ্যমে উভয়ের সাথে উভয় সম্পর্ক ছিন্ন এবং আইনী কোন জটিলতা হলে কেউ কোন প্রকার দায়ী থাকিবে না বলে অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করেন। আদুরী জানান, আমার ইসলাম ধর্মের সবকিছু ভালো লেগেছে তাই এই ধর্ম গ্রহন করেছি এবং এই ধর্মের আদর্শ নিয়ে জীবনযাপন করতে চাই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মেয়েটির বাবা জানান, আমার মেয়েকে অনেক বুঝিয়েছি আমাদের সম্প্রদায়ে থাকার জন্য কিন্ত সে রাজি হয়নি। তার ইসলাম ধর্ম পছন্দ। তাই মেয়ে যেটা ভালো মনে করেছে তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। মেয়ে ভালো থাকলেই আমরা খুশি। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রিজু তামান্না বলেন, জাতীয় পরিচয়পত্র(এনআইডি)অনুযায়ী মেয়েটির বয়স ২৯ বছর। বাস্তবে আরো বেশি হবে। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী সে তার নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। মেয়ে ইচ্ছাকৃতভাবেই আদালতে গিয়ে এফিডেভিট করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে।

কাহারোলে জামাত নেতাকে কুপিয়ে জখম, গ্রেফতার ৬

কাহারোল, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার ৫নং সুন্দরপুর ইউপির ১২ মাইল কান্তনগর মোড়ে বাড়ী ফেরার পথে ইউপি চেয়ারম্যানের লোকজন ও এলাকার লোকজন মহাসড়ক অবরোধ করে। সেই সময় কাহারোল উপজেলার ১১ মাইল গড়মল্লিকপুর গ্রামের মৃত মকবুল হোসেনের পুত্র ও শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের সভাপতি জামাত নেতা মোঃ শফিকুল ইসলামকে ইউপি চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মানিকের লোজজন এলোপাথারী ভাবে কুপিয়ে জখম করে। গুরুতর আহত অবস্থায় দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছে। তার অবস্থা আশংঙ্খাজনক। এলাকার পরিস্থিতি থমথমে রয়েছে। এব্যাপারে কাহারোল থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা নং ০৯, তারিখঃ ১১/০৪/২০২৫। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কাহারোল থানা অফিসার ইনচার্জ মোঃ রুহুল আমিন।

ব্লাড ক্যান্সারে ঝরে গেল এক সম্ভাবনাময় প্রাণ

কয়রা, খুলনা প্রতিনিধি : খুলনার কয়রা উপজেলার মহারাজপুর গ্রামে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। শিক্ষক দম্পতি মোস্তাফিজুর রহমান ও মুক্তা নাহারের একমাত্র পুত্র, ১৭ বছর বয়সী মাশরাফি বিন মোস্তাফিজুর দুরারোগ্য ব্লাড ক্যান্সারের কাছে পরাজিত হয়ে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটায় ঢাকার পিজি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। হাসিখুশি ও মিশুক স্বভাবের মাশরাফির অকাল প্রয়াণে স্তব্ধ হয়ে গেছে পরিবার ও এলাকাবাসী। উত্তরচক কামিল মাদ্রাসা মাঠে অনুষ্ঠিত হয় তার জানাযা। একমাত্র পুত্রকে হারানোর বেদনায় মুষড়ে পড়েছেন শিক্ষক মোস্তাফিজুর ও মুক্তা নাহার।

পোরশায় পাঁচ মাতালকে জরিমানা

পোরশা, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর পোরশায় মাদক সেবন করে মাতাল অবস্থায় রাস্তায় মোটরসাইকেল চালানোর কারনে পাঁচ মাদক সেবীকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমান আদালত। নিতপুর কপালীর মোড়ে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে নির্বাহী ম্যাজিসট্রেট ও সহকারি কমিশনার (ভূমি) নাবিলা ফেরদৌস তাদের দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এর আগে গত বৃহস্পতিবার রাতে সরাইগাছি-আড্ডা রোডের বন্ধুপাড়া এলাকায় টহলদল সহ অভিযান পরিচালনা করে পোরশা থানা অফিসার ইনচার্জ আবু বকর সিদ্দিক মাক্তাপুর গ্রামের টুনু বাকলার ছেলে নয়ন বাকলা(২০), শুকুর তিগ্যার ছেলে স্বপন তিগ্যা(২০), পান্ডা বারুর ছেলে শ্যামল বারু(২০), হাবলা তিগ্যার ছেলে রতন তিগ্যা(২৮) ও খাতিপুর গ্রামের মহন সাহার ছেলে রবিলাল তিগ্যা(২২) আটক করে থানায় নিয়ে আসেন। পরে গতকাল শুক্রবার ভ্রামস্যান আদালতের মাধ্যমে জরিমানা আদায় করে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

বরিশালে অনুমতি নেই বৈশাখী মেলার : তবুও চলছে প্রস্তুতি

বরিশাল প্রতিবেদক : নিরাপত্তা ঝুঁকির কথা মাথায় রেখে প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই নগরীর বিএম স্কুল মাঠে বৈশাখী মেলার আয়োজনের কথা জানিয়েছে উদীচীর জেলা সংসদের নেতৃবৃন্দরা। সংগঠনের সভাপতি বিশ্বনাথ দাশ মুন্সি বলেন, আমরা বৈশাখী মেলা করতে চাই এবং সেই প্রস্তুতি নিচ্ছি। জেলা প্রশাসক মো. দেলোয়ার হোসেন বলেছেন, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী সাতদিন ব্যাপী বৈশাখী মেলার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের (বিএমপি) কমিশনার শফিকুল ইসলাম বলেন, শহরের নিরাপত্তা ঝুঁকির কথা মাথায় রেখেই আমি কোনো অনুমতি দিচ্ছিনা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বরিশাল চারুকলা অনুষদের আয়োজনে পুরোদমে মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রস্তুতি চলছে। ঐতিহ্যবাহী মুখোশ, ঘোড়া, হাতি তৈরির কাজ করছেন শিক্ষার্থীরা। আয়োজকরা জানিয়েছেন, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর উপকরণ ও উপস্থাপনায় কিছুটা কাটছাঁট করা।

বন থেকে হরেক রকমের শাকসবজি ও লতাপাতা সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরছেন বৃদ্ধ পাহাড়ি নারী। বনের লতাপাতায় ঔষধি গুণ বেশি থাকে। তাই পাহাড়ের বাসিন্দাদের মধ্যে চাহিদা রয়েছে। শিমুঞ্জেছড়া, রাঙামাটি।

শেষ মুহুর্তের ভুলে জয়বঞ্চিত ম্যানইউ

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ৯৫ মিনিট পর্যন্ত ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এগিয়ে ২-১ ব্যবধানে। আর কয়েক সেকেন্ড পরই হয়তো শেষ বাঁশি বাজাতেন রেফারি। এমন সময় দ্বিতীয়বারের মতো বড় ভুল করে বসলেন ম্যানইউর গোলরক্ষক আন্দ্রে ওনানা। সেই ভুলের মাসুল দিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত জয়বঞ্চিত থেকেই ফিরতে হয়েছে ম্যানইউকে। গত বৃহস্পতিবার রাতে ইউরোপা লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে ম্যানইউর বিপক্ষে শেষ মুহূর্তের নাটকীয়তায় ২-২ গোলে ড্র করেছে ফরাসি ক্লাব লিঁও। ম্যানইউ গোলরক্ষক ওনানা পুরো ম্যাচেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন। ম্যাচ-পূর্ববর্তী লিঁও মিডফিল্ডার নেমানজা মাতিচের সঙ্গে বাকযুদ্ধের পর তার দিকে দৃষ্টি যায় সবার। উত্তেজনাকর বাক্য বিনিময়ে মাতিচকে ওনানা বলেছিলেন, ম্যানইউ লিঁওর তুলনায় অনেক ভালো দল। পাল্টা জবাবে মাতিচ ওনানাকে ক্লাবটির ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ গোলরক্ষকদের একজন হিসেবে আখ্যা দেন। এরপর ওনানাকে প্রতিবার বল স্পর্শ করার সময়ই স্বাগতিক লিঁওর সমর্থকরা দুয়ো দেন। এতে বাড়তি চাপ অনুভব করতে থাকেন ওনানা। ২৫ মিনিটে ক্যারেরুনের এ গোলরক্ষকের ভুলেই থিয়াগো আলমাদার গোলের মাধ্যমে প্রথম লিড নেয় লিঁও। আলমাদার ফ্রি কিক সরাসরি জালে ঢুকে পড়লে ওনানার ভুল আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১-০ গোলে পিছিয়ে পড়লেও হাল ছাড়েনি ম্যানইউ। প্রথমার্ধের ঠিক শেষ মুহূর্তে (৪৫+৫ মিনিট) লেনি ইয়োরো ম্যানইউকে সমতায় ফেরান। এই গ্রীষ্মে যোগ দেওয়ার পর এটি ছিল ম্যানইউর জার্সিতে তরুণ সেন্টার-ব্যাকের প্রথম গোল। মানুয়েল উগার্তের শট হেড করে জালে পাঠান ইয়োরো এবং ক্লাবের ইতিহাসে ইউরোপে গোল করা সবচেয়ে কনিষ্ঠ ডিফেন্ডারে পরিণত হন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যানইউ কিছুটা রক্ষণাত্মক হয়ে পড়ে।

লিঁও একাধিক বড় সুযোগ নষ্ট করে। এরপর ৮৮ মিনিটে ব্রুনো ফার্নান্দেসের পাস থেকে জসুয়া জির্কজি গোল করে ম্যানইউকে ২-১ গোলে এগিয়ে দেন। ম্যানইউ শিবিরে শুরু হয় উদযাপন। কিন্তু অতিরিক্ত সময়ে সফরকারীদের সেই আনন্দ হতাশায় পরিণত হয়। ৯৫ মিনিটে রায়ান চেরকি ম্যানইউর স্বপ্ন চুরমার করে দেন। জর্জ মিকাউতাদজের শট ঠেকাতে গিয়ে বল সরাসরি চেরকির পায়ে ফেলে দেন ওনানা। সুযোগ পেয়ে গোল করতে ভুল করেননি চেরকি। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খারাপ পারফরম্যান্স করলেও ইউরোপা লিগে ম্যাইউ ছিল ভালো অবস্থানে। রুবেন আমোরিমের দল এই প্রতিযোগিতায় এখনো অপরাজিত।

মিরপুরের মাঠে সমালোচনায় লিটন

স্পোর্টর্স ডেস্ক : মিরপুরে এক মাস প্র্যাকটিস করলে ভালোর চেয়ে খারাপ হওয়ার চান্স বেশি! কথাটা লিটন দাসের। বাংলাদেশ দলকে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন, সামনে পাকাপাকিভাবে পেতে চলেছেন টি-২০ দলের অধিনায়কত্ব। সেই লিটনের মারফতে আবারো প্রশ্ন উঠে গেল মিরপুরের পিচের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে। দেশের শীর্ষস্থানীয় এক গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লিটন দাবি করলেন, দেশের ক্রিকেটের বাড়ি শের-ই-বাংলা স্টেডিয়ামে অনুশীলন করলে লাভের চেয়ে ক্ষতিই নাকি বেশি! লিটন বলেন, 'বাংলাদেশ দলে আসার আগে আমি প্র্যাকটিস করতাম রংপুরে, বগুড়ায়, চট্টগ্রাম, রাজশাহীতে–সবই খুব ভালো উইকেটে। বিকেএসপিতেও ভালো উইকেট। আপনি ও রকম উইকেটে যখন নিয়মিত খেলবেন, আপনার খেলার প্যাটার্নটাও থাকবে ও রকম। জাতীয় দলে চলে আসার পর আমি প্র্যাকটিস করছি এখানে (মিরপুরে)। এখানকার উইকেটে যদি কোনো খেলোয়াড় এক মাস ব্যাটিং প্র্যাকটিস করে, তার ভালো হওয়ার চেয়ে খারাপ হওয়ার চান্সটা একটু বেশি।' লিটন জানান, 'আমি এখানে নিয়মিত প্র্যাকটিস করাতে আমার যে নিজস্ব কিছু শট ছিল, সেই শটগুলো কমে গিয়ে আস্তে আস্তে মনে ডাউট আসা শুরু হয়েছে। ওই ডাউট থেকে আস্তে আস্তে আমার স্কিল লেভেল নিচে নেমে এসেছে।' লিটনের দাবি, মিরপুরে বল কেমন আচরণ করবে তা বুঝতেই পারেন না ব্যাটাররা। তিনি বলেন, 'একজন ব্যাটসম্যান হিসেবে আপনি যদি জানেন বল সুইং হবে, টার্ন করবে, সেটা কিন্তু খুব বড় সমস্যা না। কিন্তু যখন পিচে বল পড়ার বল কী হবে আপনি জানেন না, তাহলে খুব কঠিন। কারণ, একজন ব্যাটসম্যানের জন্য সেকেন্ডেরও কম সময় থাকে।

যদি এমন হতো যে এটা শুধু আমার ক্ষেত্রেই হচ্ছে, আমি ম্যানেজ করতে পারছি না, তাহলে ভিন্ন কথা ছিল। সমস্যা তো সবারই হচ্ছে।' কন্ডিশনের সাথে মানিয়ে নেওয়ার যে পথ্য, তা অন্তত মিরপুরে প্রয়োগ করার পক্ষে নন ৩০ বছর বয়সী এই তারকা। তার যুক্তি, 'অ্যাডজাস্টমেন্ট অন্য জিনিস। আমরা যখন বিদেশে খেলতে যাই, আমরা স্ট্রাগল করি না, তা না। তবে সাত-আট দিন করার পর একটু অ্যাডজাস্ট করতে পারি। যদি একদমই করতে না পারতাম, তাহলে আমরা কেউ ওখানে একদমই দাঁড়াতে পারতাম না।'

সমালোচনার জবাব দিলেন শাদাব খান

স্পোর্টর্স ডেস্ক : শ্বশুর সাকলায়েন মুশতাকের প্রভাবে পাকিস্তান দলে জায়গা দখল করেছেন, অনেকদিন ধরেই নিজের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ শুনে আসছিলেন শাদাব খান। এবার আর চুপ থাকতে পারলেন না তিনি। সমালোচকদের পাল্টা জবাব দিয়েছেন পাকিস্তানের লেগস্পিন অলরাউন্ডার। কঠিন প্রতিবাদ করে জানিয়ে দিয়েছেন, ক্যারিয়ারে যা অর্জন করেছেন তা নিজের যোগ্যতা আর পারফরম্যান্স দিয়েই। গত মৌসুমের একটা সময় মনে হচ্ছিল, শাদাব হয়তো আর পাকিস্তান দলে ফিরতে পারবেন না। কারণ ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ঘরের মাঠে ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তাকে দলে রাখা হয়নি। কিন্তু সবাইকে অবাক করে সর্বশেষ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে দলে ফিরে আসেন এ লেগি। তাও আবার সহ-অধিনায়ক হয়ে! এরপর থেকেই গুজব ছড়ায়, সাকলায়েন মুশতাকের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্কের কারণেই দলে ঢোকার সুযোগ পেয়েছেন শাদাব। রাওয়ালপিন্ডিতে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় এসব প্রসঙ্গে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেন শাদাব। ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে সাকলায়েনের মেয়ে মালাইকা সাকলায়েনকে বিয়ে করেন শাদাব। তিনি যুক্তি দেখান, সাকলায়েনের সঙ্গে তার আত্মীয়তার সম্পর্ক মাত্র দুই বছরের। অথচ তার আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার ৭ বছরের। অর্থাৎ এর আগে নিজের যোগ্যতা দিয়েই পাকিস্তান জাতীয় দলের জার্সি গায়ে দিয়েছেন তিনি। এখনও তার ব্যতিক্রম নয়। শাদাব বলেন, 'এমন কথা শোনা খুব হতাশাজনক ও কষ্টদায়ক। কারণ আমার ক্যারিয়ার প্রায় ৭ বছরের। পাকিস্তানের হয়ে আমি অনেক ভালো পারফরম্যান্স করেছি। হ্যাঁ, আমি সাকলাইন মুশতাক থেকে অনেক কিছু শিখছি কারণ ওনার শক্তিশালী কোচিং ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, তিনি আমাকে কোনও বিশেষ সুবিধা দিচ্ছেন।' ২৬ বছর বয়সী এ তারকা আরও বলেন, 'যখন বারবার সাকলাইনের নাম টেনে আনা হয়, তখন সত্যিই কষ্ট লাগে। আমি নিজের বোলিং উন্নত করার চেষ্টা করছি। কারণ আমি বিশ্বাস করি, ব্যাটসম্যানের চেয়ে বোলার হিসেবে দলে বেশি অবদান রাখতে পারি।' গত বছর জাতীয় দলের জন্য পাঁচজন মেন্টর নিয়োগ করে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। তাদের মধ্যে অন্যতম সাবেক কিংবদন্তি স্পিনার সাকলায়েন মুশতাক।

সালাহর সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করলো লিভারপুল

স্পোর্টর্স ডেস্ক : চলতি মৌসুম শেষে লিভারপুলের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হতো মিশরের ফরোয়ার্ড মোহাম্মদ সালাহর। তারকা ফুটবলের সঙ্গে নতুন করে চুক্তি করবে কিনা ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল নানা গুঞ্জন। এমনটি সালাহ নিজেও লিভারপুল ছেড়ে দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন দুই একবার। মৌসুম চলাকালীন ৩২ বছর বয়সী এই তারকার কিছু মন্তব্যের জেরে সৌদি আরবে যাওয়ার গুঞ্জন উঠেছিল। তবে গতকাল শুক্রবার সেসব গুঞ্জন আর অনিশ্চয়তার অবসান হলো। সালাহর সঙ্গে আরও দুই বছরের চুক্তি সই করেছে লিভারপুল। এখন লিভারপুলের হয়ে ৩৯৩ ম্যাচে করা ২৪৩ গোল ও ১০৯ অ্যাসিস্টের রেকর্ডে আরও সংযোজনের সুযোগ পাবেন সালাহ। ২০২৭ সাল পর্যন্ত অল রেডদের সঙ্গে থাকবেন এ স্ট্রাইকার। সালাহ বলেন, 'অবশ্যই আমি খুবই রোমাঞ্চিত। এখন আমাদের একটি দুর্দান্ত দল আছে। আগেও আমাদের ভালো দল ছিল। কিন্তু আমি চুক্তি করেছি, কারণ আমি মনে করি আমরা আরও শিরোপা জিততে পারি এবং ফুটবল উপভোগ করতে পারি।' তিনি আরও বলেন, 'আমি এখানে আট

বছর খেলেছি। আশা করি, এটি দশ বছরে পৌঁছাবে। আমি এখানে আমার জীবন উপভোগ করছি, ফুটবল উপভোগ করছি। আমি ক্যারিয়ারের সেরা বছরগুলো এখানেই কাটিয়েছি।' সালাহ চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩২টি গোল করেছেন। যার মধ্যে ২৭টিই প্রিমিয়ার লিগে। সালাহর অবদানে এই লিগে এখন পর্যন্ত লিভারপুল অবস্থান করছে সফল্যের চূড়ায়। ২০তম লিগ শিরোপা জয়ের দিকে ছুটছে ক্লাবটি, আছে টেবিলের শীর্ষে। এখনো ৭ ম্যাচ বাকি থাকলেও দ্বিতীয় স্থানে থাকা আর্সেনালের থেকে ১১ পয়েন্ট এগিয়ে লিভারপুল। ২০১৭ সালে রোমা থেকে লিভারপুলে যোগ দেন সালাহ। এরপর গেল ৮ বছরে ক্লাবটির হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, প্রিমিয়ার লিগ, এফএ কাপ, লিগ কাপ ও ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ জিতেছেন।

জয়বঞ্চিত হওয়ার পর টটেনহ্যাম কোচের হতাশা প্রকাশ

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ইউরোপা লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে গত বৃহস্পতিবার আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করার পর টটেনহ্যাম হটস্পারের কোচ অ্যাঞ্জ পোস্টেকগলু দলের ভাগ্য নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন। গ্রীক বংশোদ্ভূত এই অস্ট্রেলিয়ান কোচ বলেছেন, এই মৌসুমে ফুটবল ঈশ্বর যেন তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। ঘরের মাঠ টটেনহ্যাম হটস্পার স্টেডিয়ামে ম্যাচের ষষ্ঠ মিনিটেই

হুগো একিতিকে ফ্রাঙ্কফুর্টকে এগিয়ে দেন। ঠিক তাঁর ২০ মিনিট পর রাইট ব্যাক পেদ্রো পোরোর দারুণ গোলে সমতায় ফেরে স্পার্স। তবে ম্যাচে প্রচুর সুযোগ নষ্ট করে বসে স্বাগতিকরা। যার ফলে সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে জার্মানিতে দ্বিতীয় লেগে যাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেছে লন্ডনের ক্লাবটি। ম্যাচের ৫৫ মিনিটে মিডফিল্ডার লুকাস বার্গভাল গোলমুখে শট মারেন, এরপর রদ্রিগো বেন্টাকুরের হেড লাগে ক্রসবারে। ফ্রাঙ্কফুর্ট গোলকিপার কাওয়া সান্তোস দুর্দান্ত পারফরম্যান্স ঠেকাতে থাকেন সব শট। বিশেষ করে অতিরিক্ত সময়ে মিকি ভ্যান দ্য ভেনের হেড ঠেকিয়ে স্পার্সকে জয়বঞ্চিত করেন। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে পোস্টেকগলু বলেন, "আমি এখন বুঝে গেছি যে, ফুটবল ঈশ্বর এই মৌসুমে অন্য দল নিয়ে ব্যস্ত! আমাদের দিকে তাকানোর সময় পাচ্ছে না। তাই আমাদের যা কিছু করতে হবে, সেটা নিজেদের চেষ্টাতেই করতে হবে, কোনো ঐশ্বরিক সহায়তা দিয়ে নয়।" এই অস্ট্রেলিয়ান কোচের স্পার্সের দ্বিতীয় মৌসুমটা ভীষণ হতাশাজনক। একের পর এক ইনজুরিতে দলের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়রা ছিটকে গেছেন, সঙ্গে ধারাবাহিক খারাপ পারফরম্যান্স মিলিয়ে প্রিমিয়ার লিগ টেবিলে ক্লাবটি নেমে গেছে ১৪তম স্থানে, যেখানে তারা অর্ধেকেরও বেশি ম্যাচ হেরে বসেছে। ইউরোপা লিগ এখন স্পার্সের একমাত্র সুযোগ কিছু জেতার, একই সাথে ১৭ বছরের ট্রফি খরা কাটানোর।

গত বৃহস্পতিবার স্পার্স কাঙ্ক্ষিত জয় না পেলেও, পোস্টেকগলু দলের পারফরম্যান্স নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং কিছু খেলোয়াড়ের বিশেষ প্রশংসা করেছেন, "পুরো দলটাই ভালো খেলেছে। আমি মনে করি রদ্রি (বেন্টানকুর) অসাধারণ ছিল। দুই ফুলব্যাক রক্ষণে এবং আক্রমণে দারুণ অবদান রেখেছে। কুতি (ক্রিস্টিয়ান রোমেরো) আর মিকি (ভ্যান দ্য ভেন) প্রতিপক্ষের আক্রমণ ভালোভাবে সামলেছে, শুধু যে গোলটা খেয়েছি, সেটা ছাড়া সবই ভালো ছিল।" স্পার্স তাদের পরবর্তী প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচে আগামীকাল রোববার উলভারহ্যাম্পটনের মুখোমুখি হবে। এরপর আগামী বৃহস্পতিবার তারা দ্বিতীয় লেগ খেলতে জার্মানিতে ফ্রাঙ্কফুর্ট সফরে যাবে।

আইটি

সন্তানের টিকটকের উপর যেভাবে নজর রাখবেন

আইটি ডেস্ক : বর্তমান সময়ে টিনএজারদের ডিজিটাল জগতে সক্রিয়তা যেমন আশ্চর্যজনক, তেমনি উদ্বেগেরও কারণ। স্মার্টফোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্ক্রিনে চোখ রাখা, রাত জেগে ভিডিও দেখা অথবা অনলাইনে অচেনা কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব–এসবই একদিকে তাদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতাকে প্রভাবিত করছে, অন্যদিকে অনলাইনে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের দ্বারও খুলে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে জনপ্রিয় ভিডিও-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম টিকটক আবারও প্রমাণ করলো যে তারা শুধু বিনোদনের প্ল্যাটফর্ম নয় বরং দায়িত্ববান প্রযুক্তি কোম্পানি হিসেবেও কাজ করছে। টিকটকের ''ফ্যামিলি পেয়ারিং'' হলো এমন একটি টুল, যার মাধ্যমে অভিভাবকরা তাদের কিশোর সন্তানদের টিকটক ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ ও সহায়তা রাখতে পারেন। নতুন ফিচারগুলোর মাধ্যমে এই টুল আরও কার্যকর ও ব্যবহারবান্ধব হয়ে উঠেছে। এই ফিচারের মাধ্যমে অভিভাবকরা এখন নির্ধারণ করতে পারবেন, কোন সময়টাতে তাদের সন্তান স্ক্রিন ব্যবহার করতে পারবে না। যেমন - স্কুলের সময়, রাতে ঘুমের সময়, পরিবারের সময় কাটানোর সময়। এই স্ক্রিনবিহীন সময় নির্ধারণের ফলে কিশোরদের মধ্যে ডিজিটাল ডিসিপ্লিন তৈরি হবে। সন্তান যদি অতিরিক্ত সময় চায়, অভিভাবক তার অনুরোধ পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন–ফলে এখানেও তৈরি হয় ভারসাম্যপূর্ণ অভিভাবকত্ব। বর্তমানে শুধু সন্তান কতক্ষণ টিকটক ব্যবহার করছে তা জানাই যথেষ্ট নয়। তারা কাকে ফলো করছে, কে তাদের ফলো করছে, এমনকি কাকে ব্লক করেছে–এই তথ্যগুলো জানাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নতুন আপডেটে অভিভাবকরা সরাসরি এই বিষয়গুলো দেখতে

পাবেন। এর ফলে পরিবারে সন্তানদের অনলাইন আচরণ নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করা সহজ হবে।

এই ফিচার আরও মানবিক এবং সচেতনমূলক। যদি কোনো টিনএজার ভিডিও রিপোর্ট করে, তাহলে সে চাইলেই সেই রিপোর্টের কপি অভিভাবক বা কোনো বিশ্বস্ত প্রাপ্তবয়স্ককে জানাতে পারবে– যদি ফ্যামিলি পেয়ারিং টুল অ্যাকটিভও না থাকে। এটি শুধুমাত্র কনটেন্ট ফিল্টারিং নয়, বরং অনলাইন সুরক্ষায় পারিবারিক সহায়তা নিশ্চিত করার একটি অনন্য উদাহরণ। অনেক কিশোররা রাতে ঘুম না গিয়ে টিকটক স্ক্রল করতে থাকে। টিকটক এবার এই সমস্যা সমাধানে এনেছে নতুন এক ফিচার: উইন্ড-ডাউন। এটি ১৬ বছরের নিচের ব্যবহারকারীদের জন্য চালু করা হয়েছে। রাত ১০টার পর স্ক্রিনে আসবে শান্ত সুরের ভিডিও এবং 'ঘুমানোর সময় হয়েছে' এমন বার্তা। ব্যবহার চালিয়ে গেলে আরও জোরালো রিমাইন্ডার আসবে।

জিবলি বানাচ্ছেন? পড়তে পারেন হ্যাকারের ফাঁদে

আইটি ডেস্ক : সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা যাচ্ছে এআইয়ের নতুন ধরনের এক ইমেজ। যার নাম জিবলি। ইনফ্লুয়েন্সার থেকে তারকা সবাই মেতেছে এই ছবি তৈরিতে। নিজেদের নানান ছবি শেয়ার করছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। জুলাই আন্দোলন সহ নানান সময়ের বিশেষ বিশেষ ঘটনার জিবলি স্টাইল ছবি দেখা যাচ্ছে। বিশ্ববিখ্যাত জাপানি শিল্পী হায়াও মিয়াজাকির অনবদ্য সৃষ্টি জিবলি স্টুডিওর অ্যানিমেশনের আদলে যে কোনো ছবিকেই বদলে দিচ্ছে চ্যাটজিপিটি বা গ্রক এআইয়ের মত প্ল্যাটফর্মগুলো। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দৌলতে আপনার সাধারণ ছবি নিমেষের মধ্যে কার্টুন ছবিতে পরিণত হচ্ছে। সামাজিক মাধ্যমে এই জিবলি আর্টে মজেছে আট থেকে আশি সবাই। সবাই নিজের কিংবা প্রিয়জনের ছবি জিবলি বানাচ্ছেন। কিন্তু স্রোতে গা ভাসিয়ে বিপদে ডেকে আনছেন না তো? কোনো হ্যাকারের ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছেন না তো? এই জিবলি ট্রেন্ড কতটা নিরাপদ সে ব্যাপারে খেয়াল রাখছেন তো? জিবলি আর্ট তৈরি করতে গিয়ে নিজের ব্যক্তিগত ছবি দিয়ে ফেলছেন নেটিজেনরা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই জিবলি ইমেজের মেন সার্ভার রয়েছে আমেরিকায়। তবে এই বিপুল পরিমাণ ছবি বা তথ্য কোন সার্ভারে গিয়ে জমা হচ্ছে তা এখনো অজানা। ফলে অজান্তেই ব্যক্তিগত তথ্য চলে যাচ্ছে দেশের বাইরে অন্য কারো হাতে। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা ডিপফেক, ফেক পর্নোগ্রাফি এমনকি ডার্ক ওয়েবেও বিক্রি হতে পারে ব্যক্তিগত ছবি। যে কোনো মুহূর্তে সাইবার অপরাধের শিকার হতে পারেন আপনি। পরিসংখ্যান বলছে এই কার্টুন ইমেজ তৈরির জন্য সম্প্রতি ১০ লাখ নতুন অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়েছে এআই মাধ্যমে। মাত্র ৩০ ঘণ্টায় ১ কোটি ছবি আপলোড করা হয়েছে সার্ভারে। তাহলে কত মানুষের তথ্য, ছবি এআইয়ের

কাছে আছে বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই। এরা বট টেকনোলজিতে বিশ্বাস করে যার অর্থ বিল্ড অপারেট দেন ট্রান্সফার। প্রথমে আপনার সম্পর্কে ধীরে ধীরে তথ্য সংগ্রহ করা হবে, একে বলে বিল্ড। তারপর সেটিকে অপারেট করব বা অ্যানালাইসিস করা হবে যে এই ব্যক্তি কোথায় থাকেন, পরিবারে কে কে আছেন ইত্যাদি। আর শেষে ডাটা ট্রান্সফার করা হবে যাতে আপনি বিপদে পড়তে পারেন। বলা যায় স্বেচ্ছায় আপনি এই বিপদ ডেকে আনছেন। যার জন্য অন্য কেউ নয় ব্যবহারকারী নিজেই দায়ী।

হোয়াটসঅ্যাপে অচেনা নম্বর থেকে আসা ছবি ডাউনলোড থেকে বিরত থাকুন

আইটি ডেস্ক : কাজের প্রয়োজনে অনেকেই নিয়মিত হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করেন। ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির কারণে জনপ্রিয় এ অ্যাপটিতে প্রতারণা ও জালিয়াতির ঘটনা বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি এক ব্যক্তি হোয়াটসঅ্যাপে আসা একটি ছবি ডাউনলোড করে ২ লাখের বেশি টাকা হারিয়েছেন। অচেনা নম্বর থেকে আসা ছবি ডাউনলোড করলে ব্যবহারকারীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টের টাকা চুরি হতে পারে। এটি সাইবার অপরাধের একটি নতুন পদ্ধতি। **যেভাবে প্রতারণা করে,** প্রতারকরা হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্যান্য মেসেজিং অ্যাপের মাধ্যমে ছবি পাঠায়। কখনও কখনও, ছবির ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে বলার জন্য একটি কলও আসে। ব্যবহারকারী ছবিটি ডাউনলোড করার সঙ্গে সঙ্গেই তার মোবাইল ফোনটি কাজ করা বন্ধ করে দেয় এবং প্রতারকরা ব্যবহারকারীর ডিভাইসে প্রবেশ করার সুযোগ পায়। সাইবার বিশেষজ্ঞদের মতে, মানুষ ওটিপি এবং ভুল ইউআরএল ব্যবহার সম্পর্কে বেশি সচেতন হওয়ায়, প্রতারকরা ছবিতে লুকানো লিঙ্ক ব্যবহার করার একটি কৌশল অবলম্বন করছে। এই পদ্ধতির নাম স্টেনোগ্রাফি। স্টেনোগ্রাফি হলো শনাক্তকরণ এড়াতে একটি বার্তা বা কঠিন বস্তুর মধ্যে ডেটা লুকানোর প্রক্রিয়া। টেক্সট, ছবি, সিনেমা এবং সংগীতসহ বিভিন্ন ডিজিটাল কন্টেন্টে ডেটা লুকানো যেতে পারে। প্রতারকরা এই পদ্ধতি ব্যবহার করে ছবিগুলোতে ক্ষতিকারক লিঙ্ক প্রবেশ করায়।

হোয়াটসঅ্যাপে যুক্ত হলো নতুন ফিচার

আইটি ডেস্ক : মেটার জনপ্রিয় মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম হোয়াটসঅ্যাপ নতুন নতুন ফিচার যুক্ত করছে। হোয়াটসঅ্যাপে চাইলেই আপনি কল শিডিউল করে রাখতে পারবেন। অনেকে প্রিয়জনকে কল দিতে ভুলে যান যখন দেওয়ার কথা ছিল। পাঁচ মিনিট পর কল দেওয়ার কথা কিংবা বিশেষ কোনো সময়, ভুলে গিয়ে ঝামেলায় পড়েন। তাদের জন্য এই ফিচার খুবই কাজের। কোনো থার্ড পার্টি অ্যাপের সাহায্য ছাড়াই হোয়াটসঅ্যাপ কল এবার থেকে শিডিউল করা যাবে। কয়েকটি ছোট্ট উপায় মানলেই হোয়াটসঅ্যাপ কল শিডিউল করা যাবে সহজে। চলুন দেখে নেওয়া যাক কীভাবে কল শিডিউল করতে পারেন- >> প্রথমে হোয়াটসঅ্যাপ খুলে 'কলস' সেকশনে ক্লিক করুন। >> এরপর 'ক্রিয়েট নিউ কল লিঙ্ক'-এ ক্লিক করুন। >> একটি 'ইউনিক লিঙ্ক' পাবেন। >> সেই 'ইউনিক কল লিঙ্ক' পাওয়ার পর কলের ধরন কী হবে, ভিডিও কল নাকি ভয়েস কল, সেটি নির্বাচন করতে হবে। >> সেটি নির্বাচন করার পর যে ব্যক্তিকে হোয়াটসঅ্যাপ কল করতে চান, তাকে সেই 'ইউনিক কল লিঙ্ক' টি পাঠিয়ে দিন।

ফেসবুকে অপছন্দের মন্তব্য রিপোর্ট করবেন যেভাবে

আইটি ডেস্ক : অনলাইন দুনিয়ায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক প্রতিদিনই হয়ে উঠছে মানুষের মত প্রকাশ এবং আলোচনার প্রধান কেন্দ্র। এখানে যেমন ইতিবাচক কথোপকথন হয়, তেমনি মাঝে মাঝে কিছু মন্তব্য হয়ে ওঠে কটু, অশালীন বা আক্রমণাত্মক–যা ব্যবহারকারীর জন্য হতে পারে অত্যন্ত বিব্রতকর বা মানসিকভাবে আঘাতের কারণ। এই বিষয়গুলো মাথায় রেখেই ফেসবুক এবার তাদের কমেন্ট রিপোর্ট ফিচারে এনেছে নতুনত্ব ও সহজীকরণ। এখন ব্যবহারকারীরা আগের চেয়েও আরও সহজে যেকোনো মন্তব্য রিপোর্ট করতে পারবেন এবং অনলাইন অভিজ্ঞতা আরও সুরক্ষিত করে তুলতে পারবেন। **ফিচারটি কিভাবে কাজ করে?** ফেসবুকের ডেস্কটপ ভার্সনে প্রতিটি কমেন্টের পাশে এখন দেখা যাবে একটিওতিন ডট্ট আইকন। সেখানে ক্লিক করলেই পাওয়া যাবে দুটি অপশন- ঐরফব পড়সসবহঃ (কমেন্ট লুকানো) ও জবঢ়ড়ৎঃ পড়সসবহঃ (কমেন্ট রিপোর্ট করা)। যদি কেউ কমেন্ট রিপোর্ট করতে চান, তাহলে ফেসবুক জানতে চাইবে–কোন কারণে আপনি এটি রিপোর্ট করছেন। ফেসবুক এবার রিপোর্ট করার জন্য আরও বিস্তারিত কারণ যুক্ত করেছে। যেমন: ঘৃণামূলক বক্তব্য, হেনস্তা বা হয়রানি, সহিংস মন্তব্য, যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষা, স্প্যাম বা বিভ্রান্তিকর তথ্য, সহানুভূতিহীন বা আত্মঘাতী প্রবণতা সম্পর্কিত মন্তব্য। এর ফলে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ দ্রুত সেই কমেন্টটি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবে। কমেন্ট রিপোর্ট ফিচারের পাশাপাশি ব্যবহারকারীরা এখন মোবাইল অ্যাপে কমেন্টের পাশে একটি 'ডাউন অ্যারো' দেখতে পাচ্ছেন। যদিও ফেসবুক এখনো এ ফিচার নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি, তবে ধারণা করা হচ্ছে–এটি হতে পারে 'ডাউনভোট' অপশন। যা ব্যবহারকারীকে অপ্রাসঙ্গিক বা অনুচিত কমেন্ট চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে।

এটি রেডিটের মতো সিস্টেম, যেখানে কমিউনিটি ফিডব্যাকের ভিত্তিতে কমেন্টের দৃশ্যমানতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই আপডেটের ফলে ব্যবহারকারীরা কেবল মাত্র কমেন্ট হাইড করেই শান্ত থাকবেন না, বরং একটি সুসংগঠিত, নিরাপদ ও সম্মানজনক অনলাইন পরিবেশ গঠনে অংশ নিতে পারবেন। এতে করে ফেসবুক হয়ে উঠবে আরও মানবিক, আরও দায়িত্বশীল একটি প্ল্যাটফর্ম। ফেসবুকের এই নতুন ফিচার শুধু প্রযুক্তিগত আপডেট নয়, এটি এক ধরনের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। যেখানে ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত অনুভূতির গুরুত্বকে সম্মান জানিয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

নতুন এআই নিয়ে আসলো মেটা

আইটি ডেস্ক : বর্তমানে এআই কত দূর পৌঁছে গেছে তা নিশ্চয়ই নতুন করে বলতে হবে না। কর্মী জায়গা তো বটেই সঙ্গীর বিকল্প হয়েছে এআই। এআই দিয়ে করা যায় না এমন কাজ কমই আছে। আপনার কল্পনায় যা আছে তা এআইকে জানালে সেই মতো ছবি বানিয়ে দেবে নিমিষেই। মাইক্রোসফটের পর গুগল এআই চ্যাটবট এনেছে বাজারে। এবার মেটা নতুন এআই নিয়ে এলো তার ব্যবহারকারীদের জন্য। চ্যাটজিপিটি এবং জিমিনকে টেক্কা দিতেই এই নতুন প্ল্যাটফর্ম নিয়ে হাজির মার্ক জাকারবার্গ। মেটা সম্প্রতি চালু করেছে তাদের নতুন এআই মডেল লামা ৪। এই মডেল হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার, ইনস্টাগ্রাম এবং ওয়েবে মেটা এআই সহকারীকে শক্তিশালী করছে। লামা ৪ এই নতুন মডেলে কী কী আছে তাই নিয়ে এখন সবার উৎকণ্ঠা। মেটা লামা ৪ মডেল সিরিজের দুটি সংস্করণ চালু করেছে, যার মধ্যে রয়েছে লামা ৪ স্কাউট এবং লামা ৪ ম্যাভেরিক। এই দুটি সংস্করণই মেটার ওয়েবসাইট এবং হাগিং ফেস থেকে ডাউনলোড করা যাবে। এই মডেলগুলো চীনা এআই স্টার্টআপ

ডিপসিক দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং মিক্সচার অব এক্সপার্টস নামক একটি মেশিন লার্নিং প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি। লামা ৪ স্কাউট: এটি একটি হালকা এবং কমপ্যাক্ট মডেল। একটি একক এনভিডিয়া এইচ১০০ জিপিইউ-তেও সহজেই কাজ করতে পারে এই মডেল। লামা ৪ ম্যাভেরিক: এটি একটি শক্তিশালী এবং উন্নত মডেল, যা ওপেনএআই জিপিটি-৪ও এবং গুগল জেমিনি ২.০ ফ্ল্যাশের মতো প্রযুক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। লামা ৪ একটি মাল্টিমডাল। টেক্সট, ছবি এবং ভিডিও ডেটা বুঝতে এবং প্রক্রিয়া করতে পারে।